আৰ্য্যসঙ্গীত।

(দ্রৌপদী নিগ্রহ)

কাব্য।

১ম ও ২য় খণ্ড।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

আল্‌বার্ট প্রেস।

৪৬ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট,

বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

১২৮৬।

উৎসর্গপত্র।

কীর্ণহার নিবাসী

সরকারোপাধিক শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—

সহৃদয়, মহোদয়, স্বতঃ প্রাজ্ঞ, ধীর,
  বীরভাব বীররস বীরনীতি প্রিয়,
যথার্থ উন্নতমনা, তেজস্বী, গম্ভীর,
  উদার, সরল, বীর কান্তি কমনীয়,
সদ্গুণের খনি, উচ্চ চিন্তা পরায়ণ,
  ভাবজ্ঞ, রসজ্ঞ, প্রেমতত্ত্বজ্ঞ, ধীমান্,
নীরব কবীন্দ্র (ভাবে উন্মাদিলে মন
  স্বভাব সঙ্গীত গাও মাতাইয়া প্রাণ !)*
সপ্তকোটি নরপূর্ণ বঙ্গ ভূমি'পরে,
  একমাত্র তুমি মোর হৃদি যুড়াবার
অমৃত প্রবাহ ; মম সংসার প্রান্তরে
  পত্র-পুষ্প-ফল-শালী-বৃক্ষ দাঁড়াবার !
নিগূঢ় উদ্দেশ্য যাহা আমার অন্তরে
  রয়েছে নিহিত, জ্ঞাত আছ তাহা তুমি,
তুমি যাহা জান তাহা কে জানে সংসারে ?
  জানে আর এক জন যিনি অন্তর্য্যামি।
হৃদয়ের কোন স্থান উদ্ঘাটিত করি
  দেখাইতে বাকি নাই—কিছু থাকে যদি
ক্রমেতে দেখাব তাহা তন্ন তন্ন করি ;
  হৃদয়ে বহিছে যেই অনলের নদী

---

* ইঁহার রচিত কতিপয় গীত আছে তাহার এক একটি বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য রত্ন। দেওয়ান রঘুনাথচন্দ্র রায় ও সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের পর এরূপ গভীর হৃদয় ভাবের গীত দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিরূপে দেখাব ? (তাহা দেখাবার নয় !)
একটি তরঙ্গ দেখায়েছি "প্রতিভাতে"*
অপর তরঙ্গ পুনঃ দেখ মহোদয় ;
বাহির হয়েছে এই "আর্য্যসঙ্গীতেতে।"
হৃদয়ের সহ ভালবেসে থাক মোরে
প্রীতিতে বান্ধব, স্নেহে ভাব পুত্র সম,
হয়েছি কৃতার্থ তাহে চিরদিন তরে
স্বর্গীয় সারল্য তব অতি অনুপম।
তব প্রীতি—মমতার বিনিময় তরে
কি দিব ? কি আছে ? আমি দীন হীন জন
হৃদয়-সম্পত্তি কিছু নাহিত সংসারে ;
যাহা ছিল তাহা পূর্ব্বে করেছি অর্পণ।
কিছুই অদেয় নাই আমার, তোমারে
হৃদয়ে হৃদয়ে দান করেছি সকল,
তথাপি জগতে চির সাক্ষী রাখিবারে—
মানবে দেখাতে এই ভাব নিরমল ;—
প্রেমাশ্রু চন্দনে চর্চ্চি বাক্য পুষ্পহার
এ "আর্য্যসঙ্গীত" গাঢ় ভক্তি পূত মনে
অর্পিলাম সহৃদয় করেতে তোমার ;
গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত কর অকিঞ্চনে !

চিরমমতাবদ্ধ

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বুড়ারগ্রাম
১৫ই পৌষ ১২৮৬।

* ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

আর্য্যসঙ্গীত

বা

দ্রৌপদী নিগ্রহ।

প্রথম সর্গ।

১

গভীর রজনী হ'ল জগত ঘুমায়ে গেল,
নীরবে মৃদুল নৈশ সমীরণ বহিল।
কুঞ্জে কুঞ্জে নানা জাতি ফুটিল কুসুমপাঁতি
কোমল সুরভি গন্ধে চতুর্দ্দিক মোহিল।

২.

কাঁপিল সরসী নীর, নবদূর্ব্বাদল শির,
নবদল তরু শির ধীরে ধীরে নড়িল,
কোমল মালতীরাজী ঘন কিসলয়ে সাজি,
নব সহকার শাখে মৃদু মৃদু দুলিল!

৩

নীলানন্ত নভস্তলে, বেষ্টিত কৌমুদী দলে,
নির্ম্মল সুধাংশু ওই সুধা হাসি হাসিল,
নীরব ধরণীকোলে চল নীল সিন্ধুজলে,
পর্ব্বতে, প্রান্তরে, সর্ব্বে স্বর্ণ ধারা ভাসিল!

৪

নীলাভ গগন'পরে, শুভ্র মেঘ স্তরে স্তরে—
ধীরে ধীরে, চলে বুঝি শশধরে ঢাকিল,
চাঁদের কিরণ মাখা এ সংসার গেল ঢাকা,
সোণার ভারত ঘোর মসী রাশি মাখিল।

৫

শ্বেতাম্বুদ কাল হ'ল, আলোক নিভায়ে গেল,
গগন সাগর মাঝে হৈম থাল ডুবিল।
ডুবে হৈম পুষ্পমালা, ফুরাল ব্রজের খেলা,
আশা-মধুমুখের বাতি একেবারে নিবিল!

৬

নিবিড় তিমির রাশি উজ্জ্বল সংসারে গ্রাসি,
চকিতে সুবর্ণপুরী আঁধারিয়া ফেলিল,
চপলা চমকে ঘন ঘন ঘোর গরজন
ঘন ভীমবজ্র মন্দ্র অগ্নিফুল্কি খেলিল!

৭

ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর, কাঁপে ক্ষিতি থর থর,
উথলে গভীর সিন্ধু হিমালয় টলিল।
ভীমদর্পে প্রভঞ্জন আরম্ভিল ভীম রণ,
নীল ধারাধরে ধারা ঝর ঝর ঝরিল!

৮

অজস্র করকা ঝরে, মেঘ আস্ফালন ক'রে,
ক্রমেই নিবিড় হয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ছাইল!
ক্রমেই দুর্য্যোগ বাড়ে, জানি না কেমন ক'রে
রবে সৃষ্টি ? বুঝি সৃষ্টি ছারখার হইল!

৯

বিধি এ দুর্যোগ হতে, আর অব্যাহতি পেতে
কত দিন ? এ বিপদ কত দিন রহিবে ?

জান কত দিন পরে, ঘনজাল মুক্ত ক'রে,
আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্র সূর্য্য পূর্ব্বমত উঠিবে ?

১০

এ ভীম দুর্য্যোগ ঘোর— কাল রাত্তি হবে ভোর
কতক্ষণে ? আমাদের দশায় কি হইবে ?
মুহুর্মুহু বজ্রপাত, অসহ্য হয়েছে, নাথ !
দারিদ্র্য-দুর্ব্বল প্রাণে আর কত সহিবে ?

১১

সেকালে প্রভাত হ'লে, পূবব গগন মূলে,
হেমাম্বুদ কিরীটিনী উষা মৃদু হাসিত !
নির্ম্মল ভারতাকাশে, স্বাধীনতা হাসি হেসে
রাগ রক্তছটা ভানু আদরেতে ভাসিত !

১২

কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফুলে, মকরন্দ অলিকুলে,
সোহাগে স্বাধীন ভাবে পিত আব বিলাত,
পুষ্পবন কাঁপাইয়া, স্বাধীনতা বিতরিয়া,
সুগন্ধি মলয়ানিল মৃদু মন্দ বহিত !

১৩

আর্য্যের উদ্যানে সুখে, উচ্চ সহকার শাখে,
স্বাধীন দম্পতী পিক কুহু গান কবিত।
স্বাধীন পাপিয়া বধু শ্রবণে ঢালিয়া মধু,
পিও পিও প্রিয় রবে মন প্রাণ হরিত !

১৪

স্বাধীন আর্য্যেরা সুখে, বিভু নাম লয়ে মুখে,
ভাগীরথী দুই তীর আলো করি বসিত।
স্বাধীন গঙ্গার জল, আস্ফালি তরঙ্গদল,
কল কল শব্দে সিন্ধু সনে গিয়া মিলিত !

১৫

স্বাধীন শিশুরা যত, সিংহের সন্তান মত,
মত্ত করি-শুণ্ড ধরি বীর খেলা খেলিত।
ধনুর্ব্বাণ তরবার, করাল বল্লম, আর—
মল্ল যুদ্ধ খেলা ধূলা তেজোবীর্য্যে ভাসিত।

১৬

বহু যুগ ব্যবধানে, কালের তরঙ্গ রণে,
ডুবিয়াছে আর্য্য, মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই, কিরূপে প্রমাণ দেই?
নাই আর্য্য—নাই বীর্য্য—সমস্তই গিয়েছে!

১৭

সমস্ত হয়েছে নাশ, ভারতের ইতিহাস,
কি আছে? গিয়াছে সব আর্য্যদের সনেতে,
সে যুগের কথা সব, সমস্তই অনুভব,
অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে?

১৮

যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস
হইয়াছে, কারে কথা সুধাই, কে বলিবে?
স্বাধীন ভারতে যবে বিজয় পতাকা শোভে,
কে তখন দেখেছিল, এবে সাক্ষী হইবে?

১৯

সেই পুণ্য ভূমি'পরে অদ্যাপিও ধীরে ধীরে
বহিছে জাহ্নবী স্রোত বহুকাল হইতে।
দেখিয়াছে ভাগীরথী আর্য্যবংশে মহারথী,
স্বাধীন আর্য্যের গৃহে জয় ধ্বনি উঠিতে।

২০

যাই জাহ্নবীর তীরে, কাঁদিয়া জিজ্ঞাসি তাঁরে
"এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত দেবের সংসার?

আমরা কি বীর্য্যবান সেই বংশে কুসন্তান?
বল মা! সংশয় দূর কর মা আমার!"

২১

বলিতে বলিতে কথা, যুবক চলিল তথা,
যথা বহে ধীরে ধীরে, বিস্তৃত সৈকত'পরে,
নিস্তেজ তরঙ্গ মাথে জাহ্নবীর স্রোত!
যথায় বিমল জলে, সুখে শ্বেত পক্ষ তুলে,
উড়ে ক্ষুদ্র শত শত ভারতীয় পোত!

২২

গিয়া জাহ্নবীর তীরে, দেখি যুবা জাহ্নবীরে,
অমনি বিষাদ হ্রদে হ'ল নিমগন।
দুঃখ-উৎস উথলিল, হৃদয় ভাসায়ে দিল,
পড়িল চক্ষেতে জল, তিতিল কপোল তল,
কাঁদিল নীরবে! পরে বলিল বচন;—

২৩

"এ কি মা! কিসের তরে কাঙ্গালিনী মত পড়ে,
রয়েছ সৈকত ভূমে? নির্জ্জীবে? অথবা ঘুমে?
জানি না কি লাগি এবে এ দশা তোমার?
অন্তিম-লক্ষণ মত দেখিতেছি সকলি ত,
তবে কি ত্যজিবে তুমি এ দুঃস্থ সংসার?

২৪

কেন মা? কি দোষ পেয়ে, আমাদিগে তেয়াগিয়ে,
তেয়াগিয়ে যাবে দগ্ধ ভারত হৃদয়?
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে, পুণ্য ভূমি শূন্য করে,
তুমি যদি যাও চলে, অন্তিমে কে লয়ে কোলে,
অভাগা সন্তানদিগে দেবে মা অভয়?

আর্য্যসঙ্গীত।

২৫

বুঝেছি ; ভারত এবে, দুর্দ্দশা সাগরে ডুবে,
তাই বুঝি ধীরে ধীরে, আপন মঙ্গল তরে
পরিহরি আর্য্যাবর্ত্ত করিছ প্রস্থান ?
স্নেহের এ রীতি নয়, হলে পরে দুঃসময়,
অনুকূল হতে হয়—এই সে বিধান !

২৬

নিতান্ত যদ্যপি যাবে, ক্ষণ তিষ্ঠ ; শুন তবে—
বহুকাল হতে তুমি উজ্জ্বলিয়া আর্য্যভূমি
প্রবাহিত হইতেছ—দেখেছ সকল।
প্রাচীন আর্য্যেরা যত, তব নীরে হয়ে পূত,
তব তীরে প্রতিদিন জ্বালিয়া অনল,

২৭

যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা, সন্ধ্যাহ্নিক, দেবার্চ্চনা
করি নিত্য বিধিমতে, তোমার নির্ম্মল স্রোতে,
ভাসাত চন্দনে চর্চ্চি অর্ঘ্য বিল্বদল।
পবিত্র অন্তরে ধীরে, কোমল মধুর স্বরে,
বেদপাঠ করিতেন আর্য্যেরা সকল।

২৮

পরিণামে এই তীরে, ত্যজি বীর কলেবরে,
ব্রহ্মাণ্ডের সুখ স্থান মন্দার সৌরভমান
ত্রিদিব সুবর্ণ ধামে গেছে আর্য্যগণ !
এই তীরে চিতাগ্নিতে, আর্য্যদেহ ভস্ম হ'তে
পতিতপাবনি ! তুমি দেখেছ তখন।

২৯

সে কালের কথা যত, আছ তুমি অবগত,
তাই আমি মা তোমারে, সুধাই বিনয় ক'রে,
বল আর্য্যবিবরণ শুনি সবিশেষ,

দেব তুল্য তেজোবান আর্য্যবংশে কুসন্তান
কেন মোরা ? কোন্ পাপে পাই এত ক্লেশ ?

৩০

অহো ! মোরা কোন্ পাপে, কিম্বা কোন অভিশাপে
তেজোবীর্য্য হারাইয়ে, পরাধীন হীন হয়ে,
দাসত্ব-শৃঙ্খল কণ্ঠে পরেছি না জানি,
কোন্ কর্ম্মফলে, হায় ! দাসত্বও মিলা দায় !
পথের কাঙ্গালি হয়ে ফিরি গো জননি ?"

৩১

যুবক নীরব হ'ল, তরঙ্গিণী উথলিল,
—কাঁপিল সৈকত তীর, মর্ম্মরিল তরুশির,
টলিল মেদিনী ঘন টল টল করি,—
বহিল স্বস্বনে ঘন মলয়জ সমীরণ
সুগন্ধ কুসুম স্নিগ্ধ সৌরভ আহরি !

৩২

স্বর্গীয় সমীরে ভাসি নন্দন সৌরভ রাশি—
চৌদিক বিধৌত করি মোহিল ভুবন।
তালে তালে সুশিঞ্জিনী, মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি,—
বীণার নিক্কণ, বেণু বাজে, বাজে রুণু ঝুনু—
দুন্দুভি শঙ্খের ধ্বনি হইল তখন !

৩৩

বিমল প্রবাহ'পরে, মেঘ ঢল ঢল করে,
অচল চপলামালা ভাসিল তাহায়,
চল তরঙ্গের শিরে কাঞ্চন নলিনী'পরে
কাঞ্চন প্রতিমাখানি, বিশ্বকুশলিনী ধনি—
ভীষ্মের জননী সুরধুনী শোভা পায় !

৩৪

কোমল বাঁশরী তানে, স্বর্গীয় অপূর্ব্ব গানে
ভাসিল আকাশমার্গ, ভাসিল জগত,

ভাগীরথী ধীরে ধীরে, কহিলেন যুবকেরে,
"বৎস! জিজ্ঞাসিলে যত, আছি আমি অবগত,
দেখিয়াছি আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যের সম্পদ।

৩৫

এই আর্য্যাবর্ত্ত'পরে, আছি বহুকাল ধরে,
কিন্তু বাছা! এবে আর বাঁচি না জীবনে!
হয়েছি নির্জ্জীবপ্রায়, শুদ্ধ মমতার দায়,
পড়ে আছি আর্য্যাবর্ত্তে, শক্তি মাত্র নাহি গাত্রে,
হয়েছি অচল, অন্ধ হয়েছি নয়নে!

৩৬

শৈল সম্রাটের মেয়ে, শিবমন্মোহিনী হয়ে,
ত্রিলোকবিজয়ী বীর, স্থির শান্তনব ধীর,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম, মহারথী।—
কুমার সংসারে যার, দেখ রে দুর্দ্দশা তার,
দস্যুভয়ে অন্তর্জ্জলা হয়েছি সম্প্রতি!

৩৭

বৈষম্য বিরোধ জ্ঞানে, এ সংসার দিনে দিনে,
পাপান্ধ পতিত প্রায়, কুপথে সকলে ধায়!
সাধু সঙ্গ স্বপ্ন কথা হয়েছে এক্ষণ।
অধর্ম্মের সংস্রবে, আমিও পতিতা এবে,
পতিতোদ্ধারের শক্তি নাই, বাছাধন!

৩৮

যদি ভবে পুনর্ব্বার হয় রে পুণ্য সঞ্চার,
আবার যদ্যপি হয়, সাধুদের অভ্যুদয়,
আবার যদ্যপি পতিতার্য্য উদ্ধারিতে,
জন্মে কোন মহারথ, মহাবল ভগীরথ,
মহাশঙ্ক হিমাদ্রির ব্রহ্মময় হ'তে,

৩৯

বিদারি গোমুখী গিরি, ঐরাবতে চূর্ণ করি,
আনে পূত স্রোতঃস্বতী ভীমা তরঙ্গিণী।
তা হইলে পুনর্ব্বার হয় রে পতিতোদ্ধার।
সাধুসঙ্গ সহবাসে, তবে পৃথ্বী অনায়াসে,
পুনর্ব্বার হতে পারি পতিতোদ্ধারিণী!

৪০

সম্প্রতি কলুষানলে, দেহ মন প্রাণ জ্বলে,
কণ্ঠ রোধ হইয়াছে হৃদয় শুকায়ে গেছে,
তবে যে কহিছি কথা না কহিলে নয়!
আর্য্যদের সবিশেষ কহিতে হইবে ক্লেশ,
অতএব যাও, বাছা, যথা হিমালয়!

৪১

বিনয়ে জিজ্ঞাস তাঁরে বলিবেন সবিস্তারে,
অনন্ত কালের কথা, আছে তাঁর মনে গাঁথা,
অক্ষয় গিরীন্দ্র, বাছা! দেখেছে সকল,
কাল-সিন্ধু কত কাল? আছেন অনন্ত কাল,
অনন্ত যুগান্ত হ"ল তবুও অটল!

৪২

অক্ষয় অক্ষুণ্ণ তনু, গেল হ'ল কত মনু,
রয়েছে যেমন তাই প্রকাণ্ড ভূধর!
নৈসর্গিক কোটি শত বিপ্লব ঘটিল কত,
মরু নদী হয়ে গেল, সাগর সে মরু হ'ল,
নগর অরণ্যারণ্য হইল নগর!

৪৩

অতল বারিধিমাঝে, রাজঅট্টালিকা সাজে,
রাজার ভবন স্থানে হয়েছে সাগর!
মোর মত কতশত, তরঙ্গিণী হ'ল গত,

বসি উচ্চ সিংহাসনে, দেখিছেন হৃষ্টমনে,
চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি গিরি অনশ্বর!"

৪৪

নিবিল বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ, প্রবাহে ডুবিল সতী,
ভারত সন্তান দ্রুত চলিল তখন,—
গগন কিরীট শিরে, তুষার কুসুম স্তরে,
শোভে, যথা মহাকায় গিরি শ্বেতাম্বর প্রায়
পাদপ কুন্তলা ধরা করি আলিঙ্গন।

৪৫

হিমালয় সন্নিধানে, উত্তরিয়া কত দিনে,
অনন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারত সন্তান,
অমল নির্ঝর তীরে, শ্রম ক্লান্ত কলেবরে,
বিষাদ তাপিত মনে, দীনহীন ক্ষীণ প্রাণে,
বসিল কাতরে, হয়ে অতি ম্রিয়মান!

৪৬

তিষ্টি ক্ষণকাল, পরে অপূর্ব্ব প্রকৃতি হেরে,
ভুলিল হৃদয় তার, শ্রম হেতু দুঃখ ভার,
লঘু হ'ল, জুড়াইল সে দগ্ধ জীবন!
অপূর্ব্ব আহ্লাদভরে, কহে গদগদ স্বরে
কি দেখিনু, হেন শোভা দেখিনি কখন!

৪৭

নিশ্চয় জেনেছি আমি, জননী ভারতভূমি,
বিধাতার প্রিয় স্থান স্বর্গীয় সদন,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যেখানে যে শোভা আছে,
বিধি বুঝি নিজ করে বহু শ্রম যত্ন ক'রে
আনি এই স্থানে সব করেছে রক্ষণ!

৪৮

অক্ষয় অনন্তাধারে, ঐশ্বর্য্যের সীমা কি রে?
লুঠুক অনন্ত কাল লুঠিনে এ ধন—

তবুও না শেষ হবে, দস্যু যে, সে দস্যু রবে;
হবে অপবাদ! ক্লেশ! তৃপ্তির না হবে শেষ!
নিশার বৈভব উষা হইবে যখন—

৪৯

তখন যে "তুমি, আমি"! তোমাপেক্ষা ভাল আমি,
দস্যু সাধু স্বভাবেরে বিভিন্ন কল্পনা;—
অবশ্য যে বিজ্ঞ হবে, যাহার বিবেক রবে,
কি স্বদেশী ভিন্নদেশী, সকলে স্বস্থানে বসি,
করিবে নিশ্চয়! তবে তুমি করিবে না!

৫০

দস্যুর স্বভাব যার, জন্ম জন্ম রক তার,
সাধু যে সে তাই র'ক্, স'ক্ চিরদিন!
চিরস্থির কিছু নয়, অবশ্য হইবে লয়,
চন্দ্র সূর্য্যবংশ কোথা? কোথা আর্য্য মহারথা?
ইহা ত সামান্য কথা হীনাপেক্ষা হীন!

৫১

এতেক কহিয়া পরে, কহিল গম্ভীর স্বরে,—
"হে পিতঃ! অনন্ত-নীল গগন-কিরীটী!
তুষার কুসুম সাজে রৌপ্য বর্ম্মে তনু রাজে,
আচ্ছাদি সযত্নে ধীর, বিশাল সুদীর্ঘ শির,
অম্বর ভেদিয়া দর্পে করিছ ভ্রূকুটী!

৫২

রয়েছ ভারত বক্ষে ভারত-কুশল,
অক্ষয় প্রকাণ্ড কায় দিন কাল যুগ যায়,
সৃষ্টির প্রথম থেকে দেখিছ সকল!

৫৩

অনন্ত সময় সিন্ধু কাঁপি কতবার,
তুমুল তরঙ্গ বায় ভারত বিপ্লব তায়,
অটল অক্ষুণ্ণ কিন্তু শরীর তোমার!

৫৪

প্রত্যেক দিনের কথা আছে তব মনে,
ভারতের পুরাবৃত্ত সব অনুমান তত্ত্ব
সাহিত্যবিদের কথা মানিব কেমনে ?

৫৫

কেমনে মানিব আমি ভাষার প্রমাণ ?
"ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি,—
শর্ম্ম উপাধিক আর্য্যদেবের সন্তান ;

৫৬

আর দেশান্তরবর্ত্তী রীণ নদী তীরে,—
শ্মশ্রুধারী শ্বেতকায়, দুয়ে এক সম্প্রদায়,
এক আর্য্যবংশ কবে ছিল যুগান্তরে ?

৫৭

জান কিছু, মহাকায় ? জিজ্ঞাসি তোমারে,
আরো কত কথা আছে শুধাতে তোমার কাছে,
আসিয়াছি, তাত ! তবে শুন ধীরে ধীরে।

৫৮

কে আমি ? আমি কি সেই আর্য্যবংশধর ?
প্রবল প্রতাপে যারা, শেসেছিল সসাগরা,
ধরার ভিতরে যারা মহাধনুর্দ্ধর !
যাহাদের পরাক্রমে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যমে,
তিষ্ঠিত না সম্মুখেতে হইলে সমর,
যাহাদের সিংহনাদে যাহাদের পদাঘাতে,
মেদিনী কম্পিত হত, টলিত ভূধর,
যাহাদের তরবারে করাল বল্লমধারে,
কোথা র'ত রাইফল ? চূর্ণিত ভূধর !
যাদের প্রচণ্ড বাণে যাহাদের ধনুগুর্ণে,
বজ্রমন্ত্র মুহুর্মুহু হ'ত ভয়ঙ্কর !

কামান সে ভস্মাকারে কোথায় যাইত উড়ে?
আরক্ত আগ্নেয় গোলা যেই বৃকোদর,
খাদ্যভাবে চিবাইত! বদন ব্যাদানে শত
গিলিত উগারি দিত সমরে অমর,
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যবংশধর?

৫৯

কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান?
বাসব দানবসনে অতুল তুমুল রণে
হারি বৈজয়ন্ত ছাড়ি মর্ত্তে অধিষ্ঠান,
হইয়া যাদের স্থানে সশঙ্কে কম্পিতপ্রাণে,
আশ্রয় লইয়া তবে রাখে নিজ মান।
অতুল বৈভবে যার গ্রীস রোম কোন্ ছার?
কুবেরে আনিলে মুখে হ'ত অপমান।
যাহাদের জ্ঞান, নীতি, বিচার, মীমাংসা রীতি,
ক্ষিতিতলে একদিন আছিল প্রধান!
আছিল জগতপূজ্য অহো! সেই চন্দ্র সূর্য্য
বংশ অবতংশ আর্য্য! আর্য্যাবর্ত্ত স্থান
বাণিজ্য শিল্পের তরে, প্রসিদ্ধ পৃথিবী পরে,
কীর্ত্তিতে ত্রিদিবাপেক্ষা যাহার সম্মান।
ধর্ম্মভীরু বদান্যতা, সত্যনিষ্ঠ, নিস্বার্থতা,
জগতে ছিল না যেই আর্য্যের সমান!
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান?

৬০

পিতঃ হিমালয়!
তাই যদি হব মোরা, তবে কি কারণ,
হীন বলে হীন আশে, জীর্ণ বাসে, রুক্ষ কেশে
ভুলিয়া বীরের বুলি, স্কন্ধে লয়ে ভিক্ষাঝুলি,

জঠর অনলে পুড়ি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি—
রাখি কোন রূপে এই দুর্ব্বহ জীবন ?
ভিক্ষাও মিলে না ভাগ্যে—ঘটে না মরণ ?

৬১

ভিখারীর দ্বারে,
মুষ্টিভিক্ষা করাপেক্ষা মরণ মঙ্গল।
মানব হৃদয় যবে, দুর্দ্দশা সাগরে ডুবে,
হিতাহিত বোধশক্তি নির্ম্মল বিবেক জ্যোতিঃ
সকলি তখন তার হয়ে যায় ছারখার !
সুন্দর হৃদয় যন্ত্র মলিন বিকল
হয় ! তার ভাল মন্দ সমান সকল !

৬২

আমাদেরো তাই।
কি করিব, কি হইবে, কিসে এ দুর্দ্দশা
যাবে, তা কে চিন্তা করে ? উদর পোষণ তরে
বিব্রত হইয়া সবে, দেহি দেহি দেহি রবে,
দাসত্ব শৃঙ্খল পায়, ইচ্ছায় পড়িতে যায়,
অনেকে তাতেই করে পৌরুষের আশা,
ভাবে না মুহূর্ত্ত তরে আপনার দশা !

৬৩

যাহা হক্, পিতঃ !
সৃষ্টি হ'তে আছ তুমি ভারত হৃদয়ে,
উন্নত ধবলশিরে, অনন্ত গম্ভীর ধীরে,
বিশাল তেজস্বী নেত্রে, দেখিছ এ পুণ্যক্ষেত্রে,
দেখিছ ভারতীগণে, বল দেখি মম স্থানে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ কোথা গিয়েছে নিবায়ে ?
কোথা আর্য্য ভস্মরাশি গেছে ধৌত হয়ে ?

৬৪

দেখেছ কি তুমি,
স্বচ্ছ সরযূর তীরে তপোবন মাঝে,
সুরভি মধ্যাহ্নকালে, ঘনদল তরুমূলে,
স্নিগ্ধ মন্দ সমীরণ ঝুরু ঝুরু অণুক্ষণ
বহিলে, কোকিলা সুখে, ঘন পত্রমাঝে থেকে,
ছাড়িলে পীযূষকণ্ঠ, বন-স্থলী মাঝে—
উথলিলে সুধা উৎস! মহীরুহ রাজে

৬৫

কানন-বল্লরী,
কোমল কুসুম সাজে মৃদু সমীরণে,
দুলিলে মৃদুল ধীরে দিব্য কুশাসন'পরে
বসিয়া অগাধ সুখে কল্পনার চিত্র লিখে,
গভীর নিবিষ্ট মনে বিজন কানন স্থানে
সে বৃদ্ধ বাল্মীকি যবে পবিত্র জীবনে,
সে যুগের কথা, পিতঃ! আছে তব মনে?

৬৬

দেখেছ কি তুমি,
পর্ণকুটীরের মাঝে জলন্ত অনল—
প্রচণ্ড তেজস্বী ব্যাসে? জীর্ণ তৃণাসনে বসে,
ডুবি উদ্বোধিনী ভাবে, সুরুচি কল্পনার্ণবে,—
মধুর গম্ভীর স্বরে গগন বিদীর্ণ ক'রে
অনন্ত রতনগর্ভ সাগর কল্লোল—
ভারত সঙ্গীত স্রোতঃ পবিত্র নির্ম্মল,

৬৭

ছুটাইতে? পিতঃ!
দেখেছ কি তুমি সেই প্রতিভা-জলধি,—
অরণ্য আশ্রমচারী ফলপত্রাহারী

গম্ভীর গৌতম মূর্ত্তি? যার অনশ্বর কীর্ত্তি—
দর্শন মীমাংসা কাণ্ড, অসীম অমিয় ভাণ্ড,—
যাঁহার উচ্ছিষ্ট মিষ্ট বলি অদ্যাবধি,
ইউরোপ ভারতের ভক্ষিছে প্রসাদী!

৬৮

দেখেছ কি তুমি,—
প্রচণ্ড তেজস্বী সেই মুনি মনুরাজে?
অগাধ ধীশক্তি বলে, ব্রহ্মাণ্ডকে করতলে
করেছিল যেই জন, ব্যবহার বিচক্ষণ
যাঁর সম হয় নাই, হবে যে সে আশা নাই;
তবু জীর্ণ পত্রাহারে বনক্ষেত্র মাঝে—
স্বর্গীয় সুখেতে ছিল বল্কলের সাজে!

৬৯

দেখেছ কি তুমি—
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি আর্য্য গুণনিধি?
পুণ্যের তেজেতে যারা, উজ্জ্বল করিয়া ধরা—
স্বর্গ সুখ পরিহরি, হইয়া অরণ্যচারী
মরুময় চরাচরে, কাটি কীর্ত্তি পারাবারে,
ব্রহ্মেতে হয়েছে লয় তুচ্ছি দেবোপাধি!
দেখেছ কি সে সবারে শৈলেশ গুণধি?

৭০

দেখেছ কি তুমি—
ভারতীয় কালিদাসে? ভাব মুগ্ধ চিতে
বসি নব মেঘাসনে, আশ্রম কুটীরে, বনে,
পর্ব্বতে, নির্ঝর কূলে, পল্লবিত তরুমূলে,
স্বচ্ছ সরোবর ধারে, প্রান্তরে তটিনী তীরে,
মানব হৃদয় যন্ত্রে সঙ্গীত শুনিতে?
পার্থিব প্রকৃতি কান্তি যতনে চিত্রিতে?

৭১

কণ্বের আশ্রমে,—

দুষ্যন্তের প্রেম মুগ্ধা সরলা কামিনী,
মাধবী প্রদোষ কালে, কুঞ্জক্ষেত্রে আলবালে,
সিঞ্চিতে সলিলরাশি নীলোৎপল চক্ষে আসি,
মৃদু গন্ধ বহ ভরে কুসুম পরাগ উড়ে
প্রবেশে, অধীরা শকুন্তলা তপস্বিনী!
কোমল ফুৎকার দিয়া দুষ্যন্ত তখনি—

৭২

সে যন্ত্রণা হ'তে

অব্যাহতি দিয়াছিল;—সাক্ষী কালিদাস!
দেখেছ সে কালিদাসে? যাঁহার অক্ষয় যশে,
সুদূর সাগরনীরে দীর্ঘ প্রতিধ্বনি করে,
ইয়োরোপ পূর্ণ করি মোহিল সুপ্রাজ্ঞপুরী,
মোহিল ভাবুকচিত্ত পবিত্র আবাস।
আর্য্যাবর্ত্ত রত্নগর্ভ তাতেই প্রকাশ!

৭৩

এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যের পবিত্র ক্ষেত্র শান্তি নিকেতন?
যার কাব্য কুঞ্জবনে, কবীন্দ্র কোকিলগণে,
ঢালিয়া অমৃত ধারা করিত কূজন?
এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যের পবিত্র ক্ষেত্র শান্তি নিকেতন?

৭৪

এই কি ভারত? যার ব্যাস কালিদাস আদি কবীশকুমার?
বিধিকর্ত্তা মনু যার, কপিল, কণাদ, আর
গৌতমাদি তত্ত্বদর্শী তনয় যাহার?
শৈশব স্বভাব জ্ঞানে বেদ যার ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে প্রচার?

৭৫

যার কীর্ত্তিধ্বজ পুত্র মহামুনি শাক্যসিংহ অপার গুণধি।

বাসনা-বিজয়ী বীব, সাম্য অবতার ধীর,
সত্যের সরল পথ প্রদর্শক বুধি,
দয়ার সাগর যিনি মায়ার মোহিনী মুক্ত জ্ঞানের জলধি!

৭৬

রাঘব, যাদব আর কৌরব, পাণ্ডব, যথা পালিত প্রকৃতি,
ভীষ্ম ধনঞ্জয় আর ভীম কর্ণ আদি যার
বাহুবল, অনুগত সমুদয় ক্ষিতি।
সমস্ত সংসার যার শতমুখে একবাক্যে গায়িত সুখ্যাতি?

৭৭

যে জাতির ধনাগার ছিল রত্নাকর, ক্ষেত্রে সুবর্ণ ফলিত!
ধনে, মানে, গুণে জ্ঞানে, সহায় বান্ধবজনে,
পরিপূর্ণা পুরী, পৃথ্বী ছিল পদানত!
আপনি ত্রিকালদর্শী মহাকায়! তুমি যার আশ্রয় সতত?

৭৮

এই কি সে জাতি, অহো! এই কি সে দেশ? কি সে করিব প্রত্যয়?
নিদর্শন দেখাবার কিবা আছে বল আর?
শেষ চিহ্ন আছ মাত্র তুমি হিমালয়।
তুমি না রহিলে পরে এই সেই দেশ কেবা করিত প্রত্যয়?

৭৯

মহাকায়! তুমি মাত্র শেষ নিদর্শন, সব জান তুমি, পিতঃ!
একদিন ধরাধামে, যে আর্য্য জাতির নামে,
শঙ্কায় সাগর হ'ত কল্লোলে বিরত,
বায়ু না বহিত বেগে, ভয়েতে ভূধর শৃঙ্গ হইত প্রণত?

৮০

সেই জগত পূজিত আর্য্য জাতি, আর্য্য দেশ, আজ কেন এত হীন?
কোন মহাপাপে হায়! পড়িয়া পরের পায়
লুঠাই আমরা হয়ে আশ্রয় বিহীন?
সেই বংশধর মোরা যার তার পদাঘাতে হইতেছি ক্ষীণ!

৮১

কি কারণে এত হীন হ'ল আর্য্য জাতি, মোরে বল মহাকায় ?
বিজয় পতাকা যার অতিক্রমি পারাবার—
উড়িত, সে জাতি আজ উদরের দায়
মুষ্টিমেয় অন্নাভাবে যার তার পদতলে দাসত্বে বিকায় ?

৮২

অহো তাত মহাকায়! অজেয় অক্ষয় তুমি ত্রিকালজ্ঞ ধীর।
জ্ঞাত আছ সবিশেষ, কহিয়া নিবার ক্লেশ,
আর্য্যজাতি দুর্দ্দশার কারণ গভীর,
বল বিবরিয়া, প্রভো! শুনিতে বৃত্তান্ত চিত্ত হয়েছে অস্থির!

৮৩

শিহরিল বিশ্ব, স্তম্ভিত প্রকৃতি, —গভীর তন্ময় মগ্ন চরাচর!
অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ জলধি,— মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ নিষ্ক্রিয় অনড়!

৮৪

সহসা গম্ভীরে গর্জ্জিল জীমূত! গর্জ্জিল অশনি উগারি বিদ্যুত!
হিমাদ্রির বক্ষ হইয়া বিদীর্ণ বাহিরিল এক পুরুষ অদ্ভুত!

৮৫

বিরাট গম্ভীর স্বচ্ছ শ্বেত কান্তি— বিশাল গগন কিরিটী কুশল,
উত্তুঙ্গশেখরে আসীন সুতনু— জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত নয়ন যুগল!

৮৬

জ্বলন্ত তপন নিভ, কিন্তু স্নিগ্ধ! প্রসন্ন প্রগাঢ় চিন্তাবিজড়িত।
তেজবিস্ফুরিত বদন মণ্ডলে অপার গাম্ভীর্য্য মহিমা মণ্ডিত!

৮৭

উজান বহিল কালিন্দী, জাহ্নবী, বহিল মলয় সুরভি নিশ্বাস,
স্বর্গীয় সঙ্গীতে পূরিল ভুবন, মহাসাগরেতে হ'ল জলোচ্ছ্বাস!

৮৮

মধুর অম্বরে সজল জলদ, মধুর গম্ভীরে গর্জ্জিল সঘনে।
ছাড়িয়া সদুঃখ সুদীর্ঘ নিশ্বাস, কহিলা মহাদ্রি গম্ভীর বচনে,

৮৯

"কে তুমি রে! আজ করি আর্য্য নাম, বহুদিন পরে জাগাইলি মোরে?
কে তুমি রে আজ পীযূষের ধারা— ঢালিলি এ দগ্ধ শ্রবণবিবরে?

৯০

বহুদিন হ'তে মহাশোক দুঃখে ছিনু ঘোরতর মোহ নিদ্রাগত,
শুনি নাই সুধামাখা আর্য্যনাম! আজ কে নাশিলি মূর্চ্ছা আচম্বিত?

৯১

করি আর্য্যনাম নূতন জীবন, কেন দিলি ওরে ভারত বৎসল?
মোহ পরবশে দুঃখ ভুলেছিনু, আবার কি জন্য জ্বালিলি অনল?

৯২

আবার কি জন্য শূন্য হৃদিক্ষেত্রে— স্মৃতি মরীচিকা করিলি সৃজন?
"আর্য্য" "আর্য্যাবর্ত্ত" ইতিবৃত্ত সব এ দগ্ধ জীবনে জ্বলন্ত দহন!

৯৩

পুত্র রে! পাষাণ প্রাণেতে সকলি সহে তাই, আজো আছি রে জীবিত।
যে দারুণ দুঃখ জাগিছে রে মর্ম্মে, যে শোক সাগরে আছি নিমজ্জিত;

৯৪

মৃত্যু হয় যদি তবেই নিষ্কৃতি, কিন্তু বিধি ভাগ্যে তাহা লিখে নাই,
ভারতের বক্ষে বসিয়া নীরবে, ভারত দুর্গতি দেখিতেছি তাই!

৯৫

পুত্র রে! যে সব জিজ্ঞাসিলে তুমি, সমস্ত দেখিছি সৃষ্টি আদি হৈতে।
আর্য্য ইতিবৃত্ত জানি সবিশেষ, অসীম সে কথা কি কব বাক্যেতে?

৯৬

আদিকাল হৈতে সমস্ত মেদিনী, দেখিতেছি বৎস জ্বলন্ত দৃষ্টিতে!
কত যে দেখেছি বিচিত্র ঘটনা, কি কহিব তাহা প্রকাশি বাক্যেতে?

৯৭

কত রাজা, কত রাজ্য, কত দেশ, উন্নত আনত হইল সংসারে,
কত জাতি জন্মি উঠিল পড়িল, মিশাইল পুনঃ সময় সাগরে!

৯৮

দেবতার রাজ্য আর্য্যাবর্ত্ত দেশ, দেবজাতি আর্য্যজাতি অবনীতে,
বহুযুগ আছে, বহুযুগ রবে, আর্য্যনাম ধ্বংস হবে না কালেতে।

৯৯

উন্নতির কথা কি কহিব পুত্র? মানবের যাহা চিন্তার অতীত,
বিবেক যথায় পারে না পৌঁছিতে, চিন্তাশক্তি যথা হয় প্রতিহত,

১০০

এত দূর ঊর্দ্ধে উঠি আর্য্যজাতি, পড়েছে ভীষণ নরক দুস্তরে!
এমন মহাত্মা নাই কি রে কেহ পুনর্ব্বার বংশ উদ্ধারিতে পারে?

১০১

অসম্ভব নহে উদ্ধারের কথা পড়িয়া উঠিতে দেখিছি নয়নে,
পতন উত্থান স্বাভাবিক ধর্ম্ম, চেষ্টা উদ্দীপনা থাকে যদি মনে!

১০২

জীর্ণসংস্কার চেষ্টা করা বৃথা, হিতে বিপরীত হইবে তাহাতে,
ভগ্নগৃহে বাস অবৈধ সতত, কি জানি কখন ভেঙ্গে পড়ে মাথে!

১০৩

পড়িবে পড়িবে আশঙ্কা করিয়া, সশঙ্কিত ভাবে রবে কতদিন?
যা হয় হইবে, জীর্ণ অট্টালিকা চূর্ণই বিধেয়! বুঝিয়া প্রবীণ,—

১০৪

অতি সাবধানে হও অগ্রসর! দেখিতেছি শুভ ভবিষ্য দৃষ্টিতে।
অদৃষ্ট সাগর মথ দেখি যত্নে, সঞ্জীবনী সুধা উঠিবে তাহাতে!

১০৫

সঙ্গেতে যদ্যপি উঠে হলাহল পোড়ায় যা আছে সংসার সম্বল?
পুড়ুক, পুড়িয়া হ'ক ভস্ম শেষ! এ হেন সংসারে কিবা আছে ফল?

১০৬

অতএব অতি সাবধান হয়ে, সমুদায় ভগ্ন করি এককালে!
অভিনব ভাবে গঠ পুনর্ব্বার, কর নব সৃষ্টি যা থাকে কপালে!
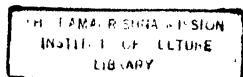
১০৭

জিতাজিত বলি বৃথা কর গোল, ত্রিদশ বিজয় কে করিতে পারে?
আজো যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট, তাহাই নাহিক অন্যের ভাণ্ডারে!

১০৮

উত্তরেতে আমি দুর্জ্জয় রক্ষক, পূর্ব্ব দক্ষিণেতে সাগর আপনি,
পশ্চিমেতে সিন্ধু; সিন্ধু অবিশ্বাসী? কার কথা? আমি ও কথা না শুনি।

১০৯

গৃহেই তোমরা অবিশ্বাসী সব! নিজে দোষী, বৃথা দোষহ অন্যেরে।
দোষ সিন্ধু নদে, যুনানী তস্করে, দোষহ নিরীহ দক্ষিণ সাগরে!

১১০

গৃহবিবাদেতে অন্তঃসার শূন্য জীর্ণ, ভগ্ন, প্রপীড়িত আর্য্যজাতি
স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে নরকে, আপনা আপনি করেছে দুর্গতি!

১১১

নানা কারণেতে আর্য্য অধঃপাত ঘটেছে, সে সব কি কব বিশেষ?
রাজসূয় যজ্ঞ আর্য্য অধঃপাত অন্যতর হেতু, কহিনু বিশেষ!

১১২

সে দিন রাজেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির, বসি পৃথ্বী সিংহাসনে
একছত্রে সসাগরা সুশাসিয়া, করি রাজসূয় ভারত প্রাঙ্গনে,

১১৩

অপূর্ব্ব, অশ্রুত, অদ্ভুত, উৎসব দেখায়ে সংসারে করিল মোহিত।
সর্ব্বনাশ হ'ল সেই মহাযজ্ঞে, অমৃতে গরল হইল উদ্ভূত!

১১৪

গৃহবিবাদের সূত্র সেই হৈ'তে, সেই হৈ'তে আত্মঘাতী আর্য্যজাতি!
সেই হৈ'তে ছিন্ন জাতীয় বন্ধন, সেই হৈ'তে ক্রমে হীন আর্য্যজাতি,

১১৫

সেই যে অনল জ্বলেছে গৃহেতে যুগান্তেও তাহা হল না নির্ব্বাণ!
তেজ নাই তবু প্রধূমিত বহ্নি,— অন্তে অন্তে আজো আছে বিদ্যমান!

১১৬

থাক যদি কেহ স্বদেশ বৎসল, প্রতিজ্ঞা কুশলী দৃঢ় চিত্তনেতা,
গৃহের অনল পার নিবাইতে, পার সাধিবারে জাতীয় একতা !

১১৭

আত্মঘাতী দলে পার বুঝাইতে, পার দেখাইতে স্বর্গের সোপান,
কল্পনাসুসাধ্য হইবে তাহ'লে পুনর্ব্বার হবে জাতীয় উত্থান !"

১১৮

এতেক কহিয়া নীরব মহাদ্রি। ভারত-সন্তান. করি যোড় কর—
কহিল সাগ্রহে "অহো মহাকায়,— পিতঃ ! যা কহিলে সব শ্রেয়স্কর !

১১৯

কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধি অজ্ঞ জীব আমি,— হে মহাদ্রি প্রাজ্ঞ জ্ঞানের আধার !
তোমার গভীর সার গর্ভ বাক্য, সমস্ত বুঝিতে সাধ্য কি আমার ?

১২০

তাহাতেই পুনঃ জিজ্ঞাসি সাগ্রহে, পিতঃ ! প্রগল্‌ভতা ক্ষম নিজগুণে,
রাজস্যুয়ে কেন হল সর্ব্বনাশ ? আত্মভেদ তাহে হ'ল কি কারণে ?

১২১

এক ছত্রাধীন হ'ল যাহে পৃথ্বী, হেন রাজসূয় মহা যজ্ঞ হতে
কিরূপে আর্য্যের হ'ল অধোগতি ? বিস্তারিয়া প্রভো ! কহ অজ্ঞসুতে।

১২২

কহ প্রভো ! সেই সর্ব্বনাশকর, গৃহবিবাদের সূত্র কাহা হৈতে ?
কোন আত্মঘাতী কুলাঙ্গার সেই দারুণ বৈরতা করিল অগ্রেতে ?"

১২৩

মধুর গম্ভীর জলদ নির্ঘোষে. কহিলা মহাদ্রি, "ভারত সন্তান !
আর্য্য অধঃপাত ইতিবৃত্ত অতি ভীষণ, অদ্ভুত, বিস্তৃত আখ্যান !

১২৪

কৌতুহলী তুমি হয়েছ নিতান্ত, বলি তাই, তবে শুন সবিশেষ,
"দ্রৌপদী নিগ্রহ" জলন্ত কাহিনী, ভারত অদৃষ্টে আক্ষেপের শেষ।

১২৫

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যার ফলে, যার ফলে হ'ল মহারক্তপাত,
যার ফলে হল কুরুকুলধ্বংশ, আর্য্যবংশে হ'ল মহাবজ্রাঘাত!

১২৬

বহু মহাবীর ধ্বংস হ'ল যাহে, বহুধনজন হইল বিনাশ,
নির্ব্বীর্য্য হইল আর্য্যজাতি যাহে, হ'ল কলঙ্কিত আর্য্য ইতিহাস!

১২৭

সেই শোকাবহ ঘটনার মূল বলি সবিস্তারে শুন রে কুমার।
শুনিলে সে কথা হবে ভারতের মৃতকল্প দেহে জীবনী সঞ্চার!

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

১

দেখি পাণ্ডবের অতুল সমৃদ্ধি, অদ্ভুত কৃতিত্ব, নির্ম্মল সুখ্যাতি,
নির্ম্মল আনন্দপূর্ণ স্বচ্ছচিত্ত, হিতব্রতে রত সমস্ত প্রকৃতি,

২

সমস্ত পৃথিবী বশীভূত, দ্বারে সমস্ত পার্থিব আশ্রিত সতত,
দুর্জ্জয় মহিমা মহাবাহুবলে মেদিনী আপনি পদ অবনত!

৩

মনস্তাপদগ্ধ বিষাদবিবর্ণ, ঘনদীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে দুর্য্যোধন,
পাপ চিন্তি হ'ল বুদ্ধি কলুষিত, হৃদয় হইল প্রমত্ত ভীষণ।

৪

দেখি ভাবান্তর ডাকিল শকুনি, আবার ডাকিল; নাহিক উত্তর!
পুনর্মুক্ত স্বরে ডাকিল শকুনি, "দুর্য্যোধন! আজ এত ভাবান্তর

৫

দেখিতেছি কেন? কেন এত ম্লান? কেন ঘনঘন ছাড় দীর্ঘশ্বাস?
কেন বাক্যহীন অবসন্ন চিত্ত? কেন হেন, বল করিয়া প্রকাশ!"

৬

ভাঙ্গিল চিন্তার চমক তখন, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস কহিল কৌরব,
"হে মাতুল! কিবা জিজ্ঞাসিছ মোরে? দেখি পাণ্ডবের অতুল বৈভব,

৭

দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মী, কীর্ত্তি, যশঃ, দুর্জ্জয় বীরত্ব, মহাবাহুবলে
পদানত পৃথ্বী, আশ্রিত দ্বারেতে পৃথিবীর যত রাজন্য সকলে।

৮

সত্যযুগে বজ্রপাণি দেবরাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করিল স্বর্গেতে,
দ্বাপরের শেষে রাজা যুধিষ্ঠির করিল যে যজ্ঞ অদ্ভুত তা হ'তে!

৯

দেখিয়া এ সব মনস্তাপে আমি, বজ্রানলদগ্ধ পাদপের প্রায়
দগ্ধ হইতেছি! এ দারুণ দুঃখ মনেই জাগিছে—কহিব কাহায়?

১০

হে মাতুল! দেখ দেখি মনে ভাবি, যখন শ্রীকৃষ্ণ বধে শিশুপালে,
পাণ্ডবের ভয়ে ভীত রাজগণ, নীরবে বসিয়া দেখিল সকলে!

১১

পাণ্ডব শাসনে অবনতশির সকলে, সহায় কে হইবে তার?
অবাধে অন্যায় করিল যাদব, নিস্তব্ধে বসিয়া দেখিল সংসার!

১২

পৃথিবীর মাঝে হেন কেহ নাই, পাণ্ডব সমক্ষে উচ্চ করে শির!
পাণ্ডবের বলে বলিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ করিল কেমন অন্যায় গভীর?

১৩

হে মাতুল! আমি জেনেছি নিশ্চয়, শ্রেষ্ঠ দৈব বল, পুরুষার্থ বৃথা!
পুরুষাবলম্বী কৌরবে জিনিয়া পাণ্ডব তা হলে তুলে কভু মাথা?

১৪

হে মাতুল! দেখ দেখি কি বিচিত্র? পৃথিবীর যত নরপতিগণ,
বৈশ্যবৎ পার্থে করি উপাসনা, দিল রাশি রাশি স্বর্ণ রত্ন ধন?

১৫

সহে কি এ সব দুর্য্যোধন প্রাণে? ধিক্ আমা সবে! ধিক্ এ জীবনে?
ধিক্ কুরুবংশে! বৃথা ক্ষত্র নাম ধরি পুনর্ব্বার যেতেছি ভবনে!

১৬

হে মাতুল! আমি যাব না গৃহেতে, রব না সংসারে, রাখিব না প্রাণ,
জলে কি অনলে প্রবেশিব, কিম্বা গরল সেবিব, পশুঃ পরিত্রাণ!

১৭

এমন পুরুষ আছে কে সংসারে, শত্রুর সমৃদ্ধি দেখে সহ্য করে?
পাণ্ডবের বৃদ্ধি দেখেও যে গৃহে ফিরিতেছি ইথে ধিক্ কৌরবেরে!

১৮

আমি কি পুরুষ? পুরুষ হইলে, ক্ষত্র হয়ে কেন পুরুষার্থহীন?
রমণীর মত সপত্নী-সৌভাগ্য সহ্য করি কেন হইব মলিন?

১৯

আমি কি রমণী? রমণী হইলে, পুরুষ আকারে কেন বিড়ম্বিত?
বৃথা কেন তবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধন নামে হই অভিহিত?

২০

তবে নপুংসক? তাহাও ত নই, নপুংসক হলে বৃথা কেন তবে,
পুরুষাভিমানে হয়ে অভিমানী, পুড়ি মনস্তাপে দেখিয়া পাণ্ডবে?

২১

কিছু নই, আমি অতি অপদার্থ! অপদার্থ জনে বাঁচিয়া কি ফল?
হে মাতুল! আমি এই সে কারণে, স্থির করিয়াছি মরণি মঙ্গল!

২২

পাণ্ডবের মত জীবন্ত সমৃদ্ধি, দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মী আহরণে
নাই শক্তি, নাই বাহুবল মোর, নাহিক সহায় বান্ধব ভুবনে!

২৩

হে গান্ধারপতি! সংসারের মধ্যে দৈব বল সর্ব্ব বলের প্রধান,
দৈবের প্রসাদে হের পাণ্ডবেরা পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান!

২৪

ইতি পূর্ব্বে আমি নাশিতে পাণ্ডবে, করেছিনু কত চক্রান্ত বিস্তার,
দৈবের প্রসাদে অনায়াসে তারা সে সকল হতে হইল উদ্ধার!

২৫

জলমধ্য হৈতে নলিন যেরূপ ভেদি পঙ্করাশি শৈবাল নিকর,
মাথা তুলি উঠি হয়ে প্রস্ফুটিত গন্ধে আমোদিত করে সরোবর,

২৬

অথবা যেরূপ নীলাম্বর পটে— ভেদী মেঘমালা হয়ে চন্দ্রোদয়,
সহসা নির্ম্মল সুধারশ্মি পাতে আলোকিত করে পৃথ্বী সমুদয়,

২৭

তদ্রূপ আমার দুর্ভেদ্য চক্রান্ত ভেদি দৈব বলে কুন্তীর কুমার।
সহসা পৃথ্বীতে হইয়া উদয় চমকিত কৈল মনুষ্য সংসার!

২৮

হে মাতুল! আমি জেনেছি নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ দৈব বল পুরুষার্থ বৃথা!
পুরুষাবলম্বী কৌরবে জিনিয়া পাণ্ডব তা হলে তুলে কভু মাথা?

২৯

হে মাতুল! সেই পাণ্ডবের সভা, শক্রদের সেই তীব্র উপহাস,
মরমে মরমে নির্বিদ্ধ হইয়া— করেছে আমায় জীবনে হতাশ!

৩০

যন্ত্রণার শত বজ্রানল হৃদে জ্বলিছে সর্ব্বদা, যে যাতনা তার!—
মরণে অনুজ্ঞা কর হে সৌবল, হস্তিনায় আমি যাব নাক আর!"

৩১

জলাশয়ে যথা লোষ্ট্র নিক্ষেপিয়া, জল পরিমাণ বুঝে বিজ্ঞ জন,
তদ্রূপ শকুনি কহি ন্যায় বাক্য— অগ্রেতে বুঝিল ধার্ত্তরাষ্ট্র-মন।

৩২

শকুনি কহিল "দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবের হিংসা কর না ক আর,
ভাগ্যবলে তারা লভেছে সমৃদ্ধি, জিনেছে অবাধে মনুষ্য সংসার!

৩৩

দেখ বাপু, পূর্ব্বে কতবার তুমি, বিবিধ উপায়ে নাশিতে পাণ্ডবে
করেছিলে চেষ্টা? কিন্তু ভাগ্য গুণে বারম্বার মুক্তি লভিয়াছে সবে।

৩৪

দুর্য্যোধন! তারা সৌভাগ্য প্রসাদে, ভার্য্যারূপে পাইয়াছে দ্রৌপদীরে,
পুত্রগণ সহ সহায় দ্রুপদে— পেয়েছে, পেয়েছে বান্ধব কৃষ্ণেরে!

৩৫

পৈত্রিক রাজ্যাংশ পাইয়া প্রতাপে বর্দ্ধিত করেছে তাহাই আবার।
তাহা দেখি তব দুঃখ কি কারণ? অকারণ দুঃখ হতেছে তোমার!

৩৬

মহাবীর্য্যবন্ত অর্জ্জুন ধীমান হুতাশনে তুষ্ট করিয়া আপনি,—
বিজয় গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর, দিব্য যুদ্ধ-অস্ত্র লভিয়া ফাল্গুনী

৩৭

তাহাতে জিনিল পৃথ্বী অবহেলে, অগ্নিতে নিস্তারি ময় দানবেরে!
নির্ম্মাইল সভা বুদ্ধি মোহকরী, তাহা দেখি দুঃখ কর না অন্তরে!

৩৮

সাহায্যের কথা কহিলে যে তুমি— সে কথা যথার্থ নহে কদাচিৎ।
ভ্রাতৃগণ তব প্রিয় বাধ্য অতি— মহারথী ভীষ্ম তোমার সুহৃৎ।

৩৯

দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ মহাবল, বীর কৃপাচার্য্য, আর সৌমদত্তি,
আমি নিজে, মম সহোদরগণ, সকলেই তব চির অনুবর্ত্তী!

৪০

এই সব বীরে করিয়া সহায়, তুমিও পৃথিবী কর পরাজয়,
তোমারো দ্বারেতে আসি রাজগণ হ'ক অবনত, গা'ক তব জয়!"

৪১

মনস্তাপ দগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র— কহিল, "হে পূজ্য মাতুল সুধীর!
আজ্ঞা যদি কর জিনি পাণ্ডবেরে সহায় করিয়া তোমা সবা বীর!

৪২

পাণ্ডবের দ্বারে বন্দী পৃথ্বীদেবী, পাণ্ডব জিনিলে হইব সফল,
পাব সেই দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মী,— সভা, সৌধরাজি, রত্নাদি সকল!"

৪৩

শকুনি কহিল "রাজপুত্র! তুমি পাণ্ডব জিনিতে কর না সাহস,
অসামান্য বীর পাণ্ডব, তাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বশ!

৪৪

মহাধনুর্ধারী দ্রুপদ আপনি, দ্রুপদের বীর্য্যবন্ত পুত্রগণ,
মহাবাহু পঞ্চ পাণ্ডবের সহ শ্রীকৃষ্ণ মিলিয়া করে যদি রণ,—

৪৫

দেবেরো নিস্তার নাহিক তা হ'লে! মানবের কথা কি কহিব আর?
মহাবাহু ভীম ধনঞ্জয়ে একা সংগ্রামে বিমুখ করে সাধ্য কার?

৪৬

তবে যুধিষ্ঠিরে করিতে বিজয়, আছে সদুপায় শুন দুর্য্যোধন,
না হইবে তাহে অস্ত্রের সংগ্রাম,— নররক্তপাতে অনর্থ ঘটন।—

৪৭

অথচ হইবে সফল উদ্দেশ্য, বধিব মীনেরে স্পর্শিব না জল,
গহনে না গিয়া গৃহে বসি, বাপু! ধরিব শার্দ্দূল করিয়া কৌশল।

৪৮

কিবা মায়া সভা দেখিলে বা, বাপু? কত মায়া জানে মাতুল তোমার,
কত বুদ্ধি ধরে গান্ধার রাজন, দেখো দুর্য্যোধন--দেখাব এবার!

৪৯

পাণ্ডবের জন্য কতই চক্রান্ত, করেছিলে, বাপু! হয়েছ বিফল,
আজকে তোমার মাতুল যা বলে, দেখ দেখি ভাবি কেমন কৌশল?

৫০

দ্যূত-অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, অথচ ক্রীড়ায় অনুরাগ ভারি,
ক্রীড়াতরে তাঁরে করিয়া আহ্বান আন সমাদরে হস্তিনা নগরী!

৫১

দ্যূতে সিদ্ধ বিদ্যা আমার, সংসারে, কে না তাহা জানে? আমার সঙ্গেতে
অক্ষক্রীড়া করে কে আছে এমন ক্রীড়াদক্ষবীর ত্রৈলোক্য মাঝেতে?

৫২

আহুত হইলে ফিরিবে না সেই, অবশ্য খেলিবে অক্ষ মোর সাথে,
খেলিলে অবশ্য হইব বিজয়ী, সর্ব্বস্ব হারায়ে লইব পণেতে!

৫৩

রাজ্য, ধন, জন, রত্ন সভা আদি, জিনিয়া তোমারে দিব দুর্য্যোধন,
মন্ত্রে মুগ্ধ করি ধরিব ভুজঙ্গে, ভেবে দেখ দেখি এ যুক্তি কেমন?

৫৪

মম এই কথা কহ কুরুরাজে, আজ্ঞা যদি তিনি করেন খেলিতে,
খেলিব তা হ'লে সাধিব উদ্দেশ্য! পাণ্ডবে জিনিয়া দিব তব হাতে!"

৫৫

অতি হর্ষে অতি সাগ্রহে তখন, কহে দুর্য্যোধন শকুনির প্রতি—
"হে সুবিজ্ঞ ধীর—বুদ্ধির জলধি, পরম কৌশলী গান্ধারের পতি!

৫৬

আমাদের তুমি ভরসার স্থল— তুমিই এ কথা কহ কুরুরাজে,
তোমার বচন শুনিবেন তিনি, আমা হৈতে ইহা বলা না হইবে!"

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

১

বিপুল বৈভব পরিপূর্ণ, অতি সুন্দর দর্শন হস্তিনা নগর,
তিন দিক উচ্চ পর্ব্বত জিনিয়া দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকারে বেষ্টিত সুন্দর।

২

এক দিকে রঙ্গে নির্ম্মল তরঙ্গে পুণ্য প্রবাহিনী গঙ্গা প্রবাহিত।
কৌরবের পুরী শোভে তীরোপরি,— অদ্ভুত বিশাল, জগত-বিখ্যাত।

৩

দশক্রোশব্যাপী পুরী মনোরম, গজ বাজী রথ মানব সংঘাতে
সদা কম্পমান মহা কল্লোলিত, সে অদ্ভুত ভাব কে পারে বর্ণিতে?

৪

নবম চত্বরে বিভক্ত সে পুরী, প্রত্যেক চত্বর পরিখা প্রাকারে
দৃঢ়তররূপে বেষ্টিত, প্রত্যেকে নবদ্বার, নবসেতু চক্রাকারে

৫

শোভে সমসূত্রে অপূর্ব্ব কৌশলে, প্রতিদ্বার সেতু অতি সুরক্ষিত,
শস্ত্রপাণি শত শত দ্বারপাল দিকপাল সম রক্ষিছে সতত!

৬

প্রত্যেক চত্বরে অসংখ্য প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, বাপী মনোহর,
বিবিধ ব্যভার্য্য দ্রব্যজাতপূর্ণ, বিপণী সকল শোভিছে সুন্দর!

৭

প্রথম চত্বরে কুরুসৈন্যাবাস, লক্ষ লক্ষ সেনা নিবসিছে তথা,
অমিত সাহস, পরাক্রমে সব প্রমত্ত কেশরী যুদ্ধে মহারথা!

৮

দ্বিতীয় চত্বরে হস্তী অশ্বাবাস, লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব সুশোভন
যত্নে সুরক্ষিত সুপালিত সব সমরে অটল বীর বিনোদন।

৯

তৃতীয় চত্বরে শোভে রথ্যাবাস, লক্ষ লক্ষ রথ বিচিত্র দর্শন,
বিচিত্র শিল্পেতে পরিপূর্ণ, নানা চিত্র সুশোভিত নয়নরঞ্জন!

১০

হৈমরত্নধ্বজ শোভে প্রতি চূড়ে, প্রতি কক্ষদেশে রত্নবিমণ্ডিত
বীরাসন, আত্মরক্ষার কারণে শোভে গুপ্ত কক্ষ অনন্যলক্ষিত।

১১

চতুর্থ চত্বরে দিব্য অস্ত্রাগার, লক্ষ লক্ষ ধনু, তূণপূর্ণ বাণ,
শেল, শূল, জাঠা, জাঠি, গদা, পাশ, তোমর, পট্টিশ, ভল্ল খরশাণ!

১২

তীক্ষ্ণধার ঘোর তরবার আর খড়্গ, চর্ম্ম, ভীম মুষল—মুদ্গর,
বিবিধ বিষাক্ত ছোরা, ছুরি, খুর, বৃহন্নল—ক্ষুদ্রনল ভয়ঙ্কর!

১৩

প্রক্ষেপনী, চক্র প্রভৃতি সুদৃশ্য সংখ্যাতীত অস্ত্র কি কহিব আর?
সংখ্যাতীত গৃহ পরিপূর্ণ, নিত্য রক্ষিত যত্নেতে দিব্য অস্ত্রাগার!

১৪

পঞ্চম চত্বরে ভীম কারাগার, যুদ্ধধৃত প্রজাদ্রোহী বন্দিগণ,
নিবসে এ স্থানে, কঠোর শাসনে কম্পিত এ পুরী, ভীষণ দর্শন!

১৫

ষষ্ঠ চত্বরেতে মহাবাহু ভীষ্ম, বীর দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য রথী,
বিদুর প্রভৃতি প্রাজ্ঞ মন্ত্রীগণ, অতীব সম্ভ্রমে করেন বসতি,

১৬

এই চত্বরেতে বেদ, স্মৃতি, বিধি, পুরাণেতিহাস, ধর্ম্মরাজনীতি,
মন—দেহ—অর্থ—পদার্থ—বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব আদি;

১৭

কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্য, দর্শন, কৃষি ও বাণিজ্য, শিল্প শিক্ষালয়,
চিকিৎসা শুশ্রূষা আবাস সুন্দর; গ্রন্থ—চিত্র—রঙ্গ—গৃহ সমুদয়।

১৮

চিত্রাগারে শতশত মনোরম চিত্রাবলী, কিবা দেখিতে সুন্দর!
চন্দ্র সূর্য্য মহাবংশের বিখ্যাত ঘটনা পূর্ণিত দৃশ্য মনোহর,—

১৯

জীবন্তভাবেতে রয়েছে চিত্রিত। বিচিত্র ব্যাপার! আর্য্য ইতিহাস
চিত্রে প্রভাসিত! আহা মরি মরি! রঙে পুরাবৃত্ত করেছে প্রকাশ!

২০

শুশ্রূষা আলয়ে, দীন অন্ধাতুর, স্থবির—বধির—মূক—অসহায়,
সুখে নিবসিছে; ধন্য ধৃতরাষ্ট্র! নিজে অন্ধ, তবু অনাথ আশ্রয়!

২১

সপ্তম চত্বরে ধর্ম্মাধিকরণ, অর্থাগার রত্নাগার সারি সারি
শোভিছে সুন্দর, তাহাতে বসিয়া করে রাজকর্ম্ম যত কর্ম্মচারী!

২২

ধীর ধর্ম্ম আত্মা বিচারকদল, সত্যনিষ্ঠ চিত্তে বসি ধর্ম্মাসনে,
সাম্য—ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়া, স্বত্ব দণ্ডবিধি করে সাবধানে!

২৩

কঠিন জটিল গুরুতর হৈলে, সম্রাট আপনি করেন বিচার।
সুবিশুদ্ধ আর্য্য ধর্ম্ম রাজনীতি, পক্ষপাতশূন্য অতি চমৎকার!

২৪

অতি চমৎকার অষ্টম চত্বর, উচ্চ হর্ম্ম্যরাজি শোভে সারি সারি,
শ্যামল সুন্দর সুদীর্ঘ প্রান্তর, প্রান্তে বর্দ্ধিতবর্ত্ম, আহা মরি!

২৫

নন্দন সমান প্রমোদ উদ্যান নানাজাতি বৃক্ষ শোভে অনুপম,
নানা পুষ্প ফলে নম্র শাখা কুলে গায় কলকণ্ঠে নানা বিহঙ্গম!

২৬

নিকুঞ্জ কুটীরে কোকিল কুহরে, ভ্রমর ভ্রমরী ছাড়িছে ঝঙ্কার!
সুরভি সমীরে সুগন্ধ বিতরে সৌরভে উথলে চিত্ত পারাবার!

২৭

নানা শৈল বেদি ক্ষুদ্রক্রীড়া নদী, কিবা স্থানে স্থানে দিব্য সরোবর,
কুমুদ কহ্লার ফুটে থরেথর রয়েছে তাহাতে অতি মনোহর !

২৮

অতি মনোহর ধবল প্রস্তর— বর্দ্ধিত সোপানরাজি শোভে তার,
স্বচ্ছ নীল জলে রবি রশ্মি খেলে, কমলে কমলে ভৃঙ্গ রঙ্গে গায় !

২৯

এই চত্বরেতে রাজপরিবার, রাজপুত্রগণ নিবসিছে সুখে,
ভোগ বিলাসেতে পরিপূর্ণ পুরী, বিমর্ষ লক্ষণ নাই কারো মুখে,

৩০

অতি মনোহর রাজ অন্তঃপুর ! অপ্সরা জিনিয়া ললনার কুল—
বিহরে এখানে, যেন ইন্দ্রবনে ফুটেছে অসংখ্য পারিজাত ফুল !

৩১

সুন্দরীর হাটে, সুন্দরীর বাটে, সুন্দরীগণেতে খুলেছে বিপণী,
বিবিধ বিলাসে মনের উল্লাসে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য করে বিকিকিনি !

৩২

কেহ হাসে গায়, কেহ চলে যায়, কেহ ফিরে চায়, দাঁড়ায় থমকি,
কেহ সরোবরে স্নান পূজা করে, কেহ বা সন্তরে, কেহ তীরে থাকি

৩৩

কহে মৃদুস্বরে,—"যেও নাক দূরে, মৃণালের ধারে তনু হবে ক্ষত !
প্রিয় সুধাইলে বুঝাবে কি বলে ? উঠ সখি ! কূলে, সন্তরিবে কত ?

৩৪

কিশোরী—নবীনা—প্রৌঢ়া—প্রবীণা— বিবিধ ললনা নানা রঙ্গে ভাসে,
কেহ অধ্যয়নে, কেহ বা লিখনে, কেহ বা প্রমত্ত যৌবন বিলাসে ?

৩৫

কেহ গৃহকর্ম্মে, কেহ কুলধর্ম্মে— নিরতা, কেহ বা দেয় উপদেশ,
কেহ তাহা শুনে, কেহ অন্যমনে . অনন্ত চিন্তায় চিন্তিত বিশেষ।

৩৬

নবীনে নবীনে, প্রবীণে প্রবীণে, বালিকা বালিকা সহিত মিলিত।
কুরু অন্তঃপুরে কে কোথা কি করে, কে বর্ণিতে পারে? সে অতি অদ্ভুত।

৩৭

শত শত বৃদ্ধা, শত শত বধূ, শত শত কুলকামিনীর দল।
শত শত সখী, পরিচারিকাদি, আশ্রিতা, পালিতা, অবলা সকল,—

৩৮

কে কোথা নিবসে কি কহিব তাহা? মহাবংশ কুরুবংশ অন্তঃপুরে,
কি কোথা হ'তেছে, কে পায় সন্ধান? যাহার তুলনা নাই এ সংসারে!

৩৯

কাজ নাই আর অন্তঃপুরে থাকি, বাহিরিয়া ওই কর দরশন,—
অনতিদূরেতে কাঞ্চন কিরীটী— মহাসৌধ উর্দ্ধে স্পর্শিছে গগন।

৪০

কৌরবের ঐ মন্ত্রণা আলয়, যত গূঢ় মন্ত্র সৃষ্ট ঐ স্থানে,
চল দেখি আজ শুনি সতর্কেতে কি মন্ত্রণা হয় মন্ত্রণা ভবনে।

৪১

চত্বল সহস্র কক্ষসমন্বিত, কুরুমন্ত্র-গৃহ অপূর্ব্ব দর্শন।
অপূর্ব্ব শিল্পিত রত্নাদি খচিত,— দৃষ্টি মাত্রে চিত্ত হয় বিনোদন।

৪২

সহস্র সহস্র রত্নময় দ্বার অলিন্দ সকল রবিরশ্মি পাতে,—
জ্বলে চক্‌মক্! হীরার কলস,— (শোভে শত শৃঙ্গে) কাঞ্চনের পাতে।

৪৩

রতন খচিত পতাকা সুন্দর, রবি-প্রতিবিম্বে বিদ্যুৎ ঝলকে।
গৃহের প্রভায় উজলে চত্বর গৃহ নিম্নদেশে শোভে চতুর্দ্দিকে,—

৪৪

সঘন কোমল শ্যামল দূর্ব্বায় মণ্ডিত মোহন সুদূর প্রান্তর!
মাঝে মাঝে শ্যাম নিকুঞ্জ বিতান সুস্বচ্ছ সলিলা বাপী মনোহর।

৪৫

এই মন্ত্রগৃহ মধ্যে মনোরম সার্দ্ধ এক শত হস্ত পরিমিত
সুবিস্তৃত এক কক্ষ অভ্যন্তরে রত্নাসনরাজি সুন্দর বিস্তৃত।

৪৬

সর্ব্বোচ্চ মহার্ঘ রত্ন বিমণ্ডিত, বিজয় গৌরবি রাজসিংহাসনে
স্থিরসৌম্য মূর্ত্তি মহা প্রাজ্ঞ অন্ধ— ধৃতরাষ্ট্র উপবিষ্ট স্থির মনে।

৪৭

সম্মুখ পার্শ্বেতে পুত্র দুর্য্যোধন, শকুনী, সুবাহু, কর্ণ আদি করে
কূটযোদ্ধাগণ উপবিষ্ট, সভা সুস্থির নীরব শব্দ না বিস্ফুরে।

৪৮

সহসা সম্ভ্রমে করি গাত্রোত্থান, কহিল সুস্বরে গান্ধারের পতি,
"মহারাজ! রাজপুত্র দুর্য্যোধন মলিন, বিবর্ণ, কৃশ কান্তি, অতি—

৪৯

দীনভাবাপন্ন, চিন্তাচলচিত্ত! দেখি চিন্তান্বিত হয়েছি সকলে!
জনাধিপ! দুর্য্যোধন মনঃপীড়া শান্তি সুবিধেয়, তাহা না হইলে

৫০

বংশের কেতন রাজপুত্র প্রভো! ত্যজিবেন প্রাণ নাহিক সংশয়,
জনাধিপ! আমি কহিনু নিশ্চিত, বিহিত বিধান করুন যা হয়!"

৫১

শকুনির বাক্য শুনি ধৃতরাষ্ট্র সকাতরে পুত্রে কহিলা তখন,
"কেন বৎস? কেন কাতর কি জন্য? কি জন্য বিশুষ্ক কান্তি—ভগ্ন মন?

৫২

শ্রোতব্য আমার হয় যদি তাহা, প্রকাশিয়া তবে কহ সবিশেষ,
এমন অসুখ কি হয়েছে পুত্র, হইতেছ ক্ষীণ? এমন কি ক্লেশ

৫৩

হয়েছে মনেতে, মৃত্যু হবে যাহে? হেন গুরুতর দুঃখের কারণ,
চিন্তিয়া আমিত পাই না দেখিতে, কি অসুখে কৃশ হও দুর্য্যোধন?

৫৪

এই যে বিপুল ঐশ্বর্য্য সমস্ত তোমারি, তোমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
সুহৃদ সকল অনুগত অতি, সাম্রাজ্য তোমাতে হয়েছে অর্পণ।

৫৫

ভোগ সুখাদির আছে কি অভাব? দেবের দুর্লভ বসন ভূষণ,
যথেষ্ট রয়েছে, যদৃচ্ছা তোমার, অপ্সরা জিনিয়া রাজকন্যাগণ—

৫৬

শুশ্রূষার তরে রয়েছে নিযুক্তা, বৈজয়ন্ত সম শয়ন মন্দিরে,
রত্নপর্য্যঙ্কেতে মহার্ঘ শয্যায় শয়ন তোমার; নিত্য তব তরে

৫৭

দেব উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সব হতেছে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে তোমার
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হতে পারে ক্ষণে, তোমারে উপেক্ষে হেন সাধ্য কার?

৫৮

অসুখের কোন কারণ ত নাই, তবে কি নিগূঢ় অসুখ তোমার
বল পুত্র? তব শোকের কারণ সুসাধ্য হইলে হবে প্রতিকার!"

৫৯

পিতৃবাক্যে তবে কহে দুর্য্যোধন, "ভোগ সুখাভাবে নহে মন ক্লেশ,
কাপুরুষ আমি, এই মহাদুঃখে হইতেছি ক্ষীণ, চিন্তিয়া বিশেষ

৬০

মরণ প্রতীক্ষা করিতেছি নিত্য!— শত্রুদের বৃদ্ধি কে সহিতে পারে?
যে সহে সে হীন, কাপুরুষ অতি— বৃথা সে জীবিত থাকে এ সংসারে।

৬১

মহারাজ! ধিক্ ঐশ্বর্য্যে আমার! কি ঐশ্বর্য্য আর আছে আমাদের,
যে ঐশ্বর্য্য রাশি এলাম দেখিয়া, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য নাই বাসবের।

৬২

নিজের পর্য্যাপ্ত আছে ভাবি যেবা সন্তুষ্ট হইয়া করে অবস্থান,
উন্নতির পথ অবরুদ্ধ তার হয়, ইহা অর্থনীতির প্রমাণ।

৬৩

নিজ অবস্থায় হয়ে অসন্তুষ্ট, নিত্য নব নব বৈভবের তরে,
ব্যগ্র যেই জন সেইত পুরুষ, সেই সে উন্নত হয় এ সংসারে।

৬৪

দেখি পাণ্ডবের অতুল ঐশ্বর্য্য, এ ঐশ্বর্য্যে আর ভুলে নাক মন,
পাণ্ডবের সেই দীপ্তিমতী লক্ষ্মী, আমার লাবণ্য বিবর্ণ কারণ।

৬৫

পাণ্ডবের সেই অতুল সমৃদ্ধি, জাগিছে সর্ব্বদা মনোমধ্যে মোর,
সেই মহাযজ্ঞ, সেই রত্ন সভা, সেই লোক যাত্রা শব্দ! সেই ঘোর—

৬৬

তূর্য্য শঙ্খ ধ্বনি জাগিছে এখনও, অহো! কিরূপেতে তিষ্ঠি এ সংসারে?
শত্রুদের দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মী দেখিয়া চক্ষেতে কে সহিতে পারে?

৬৭

হে পৃথিবীপতে! কি কহিব আর? যেই মহাযজ্ঞ দেখিনু নয়নে,
দেখি নাই পূর্ব্বে কুত্রাপি এমন, দেখা দূরে থাক্, শুনিনি শ্রবণে।

৬৮

মহাযজ্ঞ রাজসূয় উপলক্ষে, পৃথিবীর যত নরপতিগণ,
বিবিধ অমূল্য রত্নরাশি আনি যুধিষ্ঠির পদে করিল অর্পণ।

৬৯

ছোট বড় কত রাজা, মহারাজা, রাশি রাশি রত্ন লইয়া দ্বারেতে
নিবারিত হয়ে ছিল দাঁড়াইয়া, জনাধিপ! তাও দেখিনু চক্ষেতে।

৭০

দেবেন্দ্রও যাহা দেখেনি নয়নে, হেন রত্ন রাশি সামান্য জ্ঞানেতে
দেখিল না চক্ষে রাজা যুধিষ্ঠির, জনাধিপ! এও সহে কি প্রাণেতে?

৭১

পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সমুদ্রে তরণী বহিয়া গিয়া থাকে নরে,
খেচর ব্যতীত দক্ষিণ সমুদ্রে মানব হইয়া কে যাইতে পারে?

৭২

কি আশ্চর্য্য কথা! তথা ধনঞ্জয় করিয়া অবাধে শাসন প্রচার,
আনিয়াছে রাশি রাশি রত্নধন, তাহাও চক্ষেতে দেখেছি এবার!

৭৩

দেখি আর এক অদ্ভুত ঘটনা চিত্তে সমধিক হয়েছি বিস্মিত,
আপনিও শুনে হবেন আশ্চর্য্য! পাণ্ডবের সব কাণ্ডই অদ্ভুত!

৭৪

ভোজনে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, সংখ্যায় লক্ষপূর্ণ হলে হবে শঙ্খধ্বনি,
এই সে সঙ্কেত ছিল এ বিষয়ে নিরন্তর আমি শঙ্খনাদ শুনি

৭৫

হতাম রোমাঞ্চ! নিস্পন্দ, নীরব! দণ্ডে দণ্ডে হত ঘোর শঙ্খধ্বনি,
দণ্ডে দণ্ডে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন হইত সম্পন্ন, কতই বা গণি?

৭৬

মহারাজ! আমি কি কহিব আর, পাণ্ডবের তুল্য জীবন্ত বৈভব,
কুবের, বরুণ, যম কিম্বা ইন্দ্র কাহারই নাই, সে অতি দুর্ল্লভ।

৭৭

হে পৃথিবীপতে! পাণ্ডবের সেই দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মী দরশনে,
তুষানলে আমি হইতেছি দগ্ধ! কিছুতেই শান্তি নাহিক জীবনে।

৭৮

শয়নে, ভোজনে,সুখে, বিলাসেতে কিছুতেই স্পৃহা নাহিক আমার।
স্পৃহা মৃত্যু প্রতি কেবল! সংসারে— দেখাতে এ মুখ ইচ্ছা নাই আর!"

৭৯

দুর্য্যোধন বাক্য না হইতে শেষ, কহিল শকুনি মহাকূটমনা,
"কি লাগিয়া মৃত্যু ইচ্ছ দুর্য্যোধন? নির্ঘাত ও কথা মুখেও তুলনা!

৮০

তুচ্ছ ভাবনায় হইতেছ শীর্ণ? আমরা থাকিতে ভাবনা কি আছে?
বল না এখনি বেঁধে আনি ইন্দ্রে, যম ধনাধিপে আনা যাবে পাছে!

৮১

কৌরব কেতন করিয়া সহায়, পৃথ্বী জিনিবারে পারি শত বার!
উপাড়িতে পারি হিমাদ্রির শৃঙ্গ, পান করিবারে পারি পারাবার!

৮২

কিন্তু রক্তপাত অনর্থ ঘটনা, পৃথিবীর পক্ষে বড় অমঙ্গল!
এই সে কারণে না চাই সে কার্য্য, জিনে দিব শত্রু করিয়া কৌশল!

৮৩

পাণ্ডবের সেই অতুল সমৃদ্ধি, কৌশলে জিনিয়া দিব তব হাতে,
গৃহে না রহিয়া হইব গৃহিণী, ঘরে দিব সিংহ যাব না বনেতে।

৮৪

দ্যূতে সিদ্ধ বিদ্যা আমার সংসারে! মম সহ খেলে নাহি হেন জন।
জয় পরাজয় মর্ম্মাভিজ্ঞ আমি,— পশাপণ ধার্য্যে অতি বিচক্ষণ।

৮৫

দেশ, কাল, পাত্রে, শিক্ষা আছে মোর, মানব চরিত্র বুঝি ভালমতে!
ক্রীড়া তরে তুমি কর নিমন্ত্রণ, অবশ্য কৌন্তেয় আসি হস্তিনাতে

৮৬

খেলিবেন অক্ষ। অক্ষক্রীড়া প্রতি চির অনুরাগী আছে যুধিষ্ঠির,
অথচ ক্রীড়ায় নহে পরিপক্ক, খেলিলে অবশ্য হারি' ধর্ম্মবীর,

৮৭

হারাবেন রাজ্য, হইব সফল! সহজে হইবে পাণ্ডব বিজয়,
পদানত পৃথ্বী হবে অনায়াসে, পাণ্ডব জিনিলে হবে ইন্দ্রজয়!"

৮৮

শকুনির বাক্য না হইতে শেষ, দুর্য্যোধন অতি আগ্রহ সহিতে
কহিল "হে দেব, মানব ঈশ্বর! যদি ইচ্ছা থাকে পুত্রে বাঁচাইতে,

৮৯

তবে দ্যূত—প্রাজ্ঞ মাতুল যা বলে, শুনি সবিশেষ কর অবধান,
অক্ষক্রীড়া তরে কর অনুমতি, মাতুল যা বলে উত্তম বিধান।"

৯০

মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তবে কহিলেন "অহো বৎস দুর্য্যোধন!
কহিলে যে সব শুনিলাম, কিন্তু অনুমতি-দিতে পারি না এক্ষণ।

৯১

মহাপ্রাজ্ঞ ধীর ধর্ম্মাত্মা বিদুর, দূরদর্শী বুদ্ধি জ্ঞান রত্নাকর,
বিদুরের মতে চিরবাধ্য আমি—একাকী সহসা কি দিব উত্তর?

৯২

আসুক বিদুর, পরামর্শ করি—যুক্তিযুক্ত যাহা হইবে জ্ঞানেতে,
হইবে উভয় পক্ষের মঙ্গল, সেইরূপ কার্য্য করিব পশ্চাতে!"

৯৩

পিতৃবাক্যে তবে কহে দুর্য্যোধন, "হে রাজেন্দ্র! আর চাহি না বলিতে,
বিদুরে এ কথা জিজ্ঞাসিলে, সেই কথনো সম্মত হবে না এমতে!

৯৪

জানি আমি তারে! বড় সে হিতৈষী; মুখে এক কার্য্যে অন্য আচরণ।
কৌরবের অন্নে শরীর ধরিয়া, পাণ্ডবের হিত চিন্তে অনুক্ষণ।

৯৫

বিদুরে এ কথা জিজ্ঞাসিলে পরে, কথনো হবে না উদ্দেশ্য সাধন,
উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইলে পরে অবশ্যই আমি ত্যজিব জীবন।

৯৬

আমার মৃত্যুতে ক্ষতি নাই কি! বিদুরে লইয়া থাক মহারাজ,
"বিদুরের সঙ্গে সুখে বসুন্ধরা ভোগ কর দেব! আমায় কি কাজ?"

৯৭

পুত্রের বচনে প্রাজ্ঞ অন্ধরাজ হলেন ব্যথিত! চিন্তিলেন চিতে।
দৈবের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনে সর্ব্বদা জীব কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে—

৯৮

কোথায় সংলগ্ন হইবে কে জানে? (ভবিতব্য সেই শেষ কর্ম্ম ফল।)
খেলিতে চাহিছে খেলুক সচ্ছন্দে, অজেয় অলঙ্ঘ্য দৈব মহাবল।—

৯৯

যে দিকে চালাবে, সেই সোজা পথ, তোমার আমার কথায় কি হবে?
কেন দুর্য্যোধনে করিয়া নিষেধ ব্যথিত করিব? যা হবার হবে!

১১০

তথাপি বিদুরে জিজ্ঞাসা বিহিত, মহামহ সেই জ্ঞান রত্নাকরে
নীতিরত্নরাজি আছে সুসজ্জিত, অদৃষ্টের পথ উজ্জ্বলিত ক'রে।"

১০১

এতেক চিন্তিয়া তুষিতে পুত্রেরে, করিলেন আজ্ঞা কৃতি ভৃত্যগণে,
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম যত শিল্পকার মণিকার গণে,

১০২

আনিয়া সত্বর যত শীঘ্র পার, মনোরম সভা করাও নির্ম্মাণ,
সুন্দর সুদৃশ্য বিপুল বিস্তীর্ণ বিপুল সহস্র স্তম্ভ শোভমান।

১০৩

শত রত্ন দ্বার সুশোভিত, দিব্য রত্নশৃঙ্গ, তাহে রত্নেতে খচিত—
নীলাম্বর ধ্বজ শোভিবে সুন্দর, হইবে সর্ব্বত্র রতনে মণ্ডিত।

১০৪

শোভিবে অসংখ্য রত্নালেখ্য তায়, মহামূল্য রত্নবেদী, রত্নাসন,
ঈদৃশ অপূর্ব্ব রত্ন-সভা শীঘ্র নির্ম্মাইয়া মোরে কর নিবেদন।"

১০৫

পুত্র স্নেহ অতি বিষম সামগ্রী, স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হয়ে অভিভূত।
দুর্য্যোধন চিত্ত শান্তির কারণে এরূপ বিধান করি আপাতত;

১০৬

বিদুরে ডাকিতে পাঠালেন দূত, শুনিয়া বিদুর বার্ত্তা সবিশেষ,
গণিয়া প্রমাদ হলেন চিন্তিত! চিত্তে অমঙ্গল ভাবিয়া বিশেষ—

১০৭

অতি ব্যস্তে আসি জ্যেষ্ঠের সমীপে, হইয়া প্রণত কহিলেন পরে,
"মহারাজ! এই অন্যায় প্রস্তাবে এক মত আমি হব কি প্রকারে?

১০৮

যে কার্য্যে বিবেক হয় কলুষিত, হয় মনস্তাপ, মহান অহিত ;
বিষাদের দ্বার হয় উদ্ঘাটিত, সে কার্য্য প্রারম্ভের করা কি উচিত ?

১০৯

হে প্রভো ! যাহাতে পুত্রগণ মধ্যে, একতা সদ্ভাব, আনুগত্য থাকে
সেই চেষ্টা করি রাখ সব দিক, হইবে মঙ্গল, রবে সবে সুখে।

১১০

পুত্রগণ মধ্যে হইলে বিরোধ, হবে সর্ব্বনাশ ! বংশনাশ শেষ !
বিরোধের দ্বার খুলিতে দিও না, বিদুরের বাক্য শুনুন বিশেষ !"

১১১

বিদুরের বাক্য শুনি ধৃতরাষ্ট্র, কহিলেন "ভ্রাতঃ ! করহ শ্রবণ,
দৈব বলে বিশ্ব চালিত সতত, কার সাধ্য তাহা করে নিবারণ !

১১২

শুভ বা অশুভ যাহাই হউক, সমস্তেই দৈব রয়েছে নিহিত।
খেলিতে চাহিছে খেলুক সচ্ছন্দে, দৈবে যাহা হবে নর সাধ্যাতীত।

১১৩

সুহৃদ্দ্যূতে সবে হউক প্রবৃত্ত, হে ভারত ! চিন্তা না কর অন্তরে,
তুমি আমি ভীষ্ম দ্রোণ বিদ্যমানে অত্যহিত কভু ঘটিতে কি পারে ?

১১৪

অতএব তুমি আরোহি তুরঙ্গে যাও ইন্দ্রপ্রস্থে আন যুধিষ্ঠিরে।
হে বিদুর ! আমি দৈবে শ্রেষ্ঠ করি মানিতেছি, দেখি দৈবই কি করে ?

১১৫

ধৃতরাষ্ট্র বাক্য শুনিয়া বিদুর, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস চিন্তিলেন চিতে।
সর্ব্বনাশ হ'ল, অনর্থ ঘটিল ! বংশনাশ বুঝি হ'ল এত দিনে !

১১৬

সুপুত্র হইতে হয় কুলোজ্জ্বল, কুপুত্র জন্মিলে ধ্বংস হয় কুল
দুর্ব্বৃত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন হ'তে, কুরু মহাবংশ হইবে নির্ম্মূল।

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

১

প্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনে, ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন পুন।
"হে কুমার শ্রেষ্ঠ কৌরবের চূড়া—হে প্রাজ্ঞ! সুধীর বলি যা তা শুন।

২

দ্যূতক্রীড়া অতি গর্হিত কুকার্য্য, অতএব তাহে কাজ নাই আর।
বিদুর যা বলে সমস্ত সঙ্গত, শুন পুত্র, কথা হইবে সুসার!

৩

মহাপ্রাজ্ঞ অতি ধর্ম্মাত্মা বিদুর, সদা চিন্তা করে আমাদের হিত,
এই মহাবোদ্ধা বলিলেন যাহা, শুন তা নহিলে হবে অত্যহিত।

৪

বিদুরের বাক্য শুনে থাকি আমি, মহা উপদেষ্টা বিদুর আমার।
যুবত্ব সুলভ ঔদ্ধত্য বশতঃ হেন মাহাত্মারে ভেব না অসার!

৫

বিদুরের মতে হও অবস্থিত, ছাড় দুষ্প্রবৃত্তি, হও অবহিত।
দ্যূতে সুহৃদ্ভেদ হইবে অবশ্য, সুহৃদ্ভেদে রাজ্য বিনাশ নিশ্চিত।

৬

অহো প্রিয় পুত্র! কুরু কুলনিধি, অহো প্রাজ্ঞ, তুমি নহ ত অজ্ঞান,
করি অধ্যয়ন হয়েছ পণ্ডিত, বিবিধ শাস্ত্রেতে লভিয়াছ জ্ঞান।

৭

প্রজাপালনেতে হইয়াছ কৃতি, অতি ধৃতিমান তুমি সংসারেতে।
শাসনে পালনে প্রাজ্ঞ যোগ্য তুমি, তব তুল্য পুত্রে হয় কি বুঝাতে?

৮

সর্ব্বোচ্চ আসনে বসি মান্যবর, তুমিই সংসারে বুঝাবে [illegible]।
তাহা না হইয়া তোমারে বুঝাতে হইতেছে ইহা বড়ই অদ্ভুত।

৯

অহো মহাবাহো! কিসের অভাবে হইয়া দুঃখিত কর তনু ক্ষীণ?
অলোকসামান্য সৌভাগ্য লভেছ, বিশাল সাম্রাজ্য তোমার অধীন।

১০

ইঙ্গিতে তোমার সৃষ্টি স্থিতি লয় হতে পারে ক্ষণে, তোমার আদেশ
বিধিলিপি তুল্য অলঙ্ঘ্য সাম্রাজ্যে ইহাতেও তব চিত্তে জন্মে ক্লেশ?

১১

হায় কি বিচিত্র! হে সুবুদ্ধি ধীর! হে কুমার জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান!
সমস্তই তুমি আছ সুবিদিত, কত আর আমি বুঝাব সন্তান?

১২

কেন পরিতপ্ত হইতেছ বৃথা? বৃথা কেন দগ্ধ হও হিংসানলে?
হিংসা মহাপাপ জান না কি তুমি? হিংসাতুল্য পাপ নাই ভূমণ্ডলে!

১৩

জান না কি পুত্র, হিংসা কোন্ বস্তু? হিংসা প্রজ্জ্বলিত অনল ভীষণ,
হিংসক অঙ্গার তুল্য অপদার্থ, হিংসিত যে সে ত বিশুদ্ধ কাঞ্চন!

১৪

অঙ্গার পুড়িয়া হয় ভস্মীভূত, কাঞ্চন পুড়িয়া দ্বিগুণ উজ্জ্বলে!
হিংসিতে হিংসকে এতই অন্তর। হিংসাতুল্য পাপ নাই ভূমণ্ডলে!

১৫

তবে কেন পুত্র হও পরিতপ্ত? বল বিবরিয়া শুনি সবিশেষ,
কি লাগিয়া বৃথা হও খিদ্যমান? কেন অকারণে পাও এত ক্লেশ?

১৬

পিতৃবাক্যে তবে কহে দুর্য্যোধন, "হে রাজেন্দ্র! আমি বুঝি সমুদয়!
নীতি নহে মিথ্যা, অবশ্য যথার্থ; কিন্তু প্রভো! তাহা এ প্রস্তাবে নয়!

১৭

শত্রু হিংসা চর্চ্চা শাস্ত্রাদি সম্মত, শত্রু নির্যাতনে শাস্ত্রে বাধা নাই,
রাজনীতি শাস্ত্রে আছে উপদেশ, 'শত্রু বধোদ্যত থাকিবে সদাই!'

১৮

ছলে, বলে, কিম্বা কৌশলে সতত, যখন যেরূপে হইবে সুযোগ,
তখনি শত্রুরে করিবে প্রহার! ভাবিতে হবে না তাহে যোগাযোগ!

১৯

শৃগাল সমান ভান করি রবে, আসিবে নির্ভয়ে শত্রু সন্নিকটে,
অমনি ধরিয়া সিংহের বিক্রম, ছিঁড়িবে মস্তক দৃঢ় করপুটে!

২০

স্কন্ধেতে করিয়া নাচাবে শত্রুরে, নাচাতে নাচাতে হয়ে সাবধান,
প্রস্তর দেখিয়া করিবে আঘাত, তাহাতেই যেন বাহিরায় প্রাণ!

২১

শত্রুকরে দৃঢ় করিবে দংশন, দংশিতে যদ্যপি না পার তখন,
মিত্রভাবে তারে করিয়া সান্ত্বনা, সেই কর পুন করিবে চুম্বন!

২২

দুর্ব্বল শত্রুরে ধরিয়া সাপটি, করিবে সবলে দৃঢ় নিষ্পেষণ।
যদ্যপি তাহারে বুঝ বলবান, অমনি করিবে প্রেম আলিঙ্গন।

২৩

শত্রু মরিলেও করিবে প্রহার! কি জানি যদ্যপি বাঁচে সেই জন,
ঘাঁটান ভুজঙ্গে না করিলে বধ, শেষে হতে পারে অনর্থ ঘটন।

২৪

শয়নে, ভোজনে, সদা সর্ব্বক্ষণ শত্রুনাশ চিন্তা করিবে পণ্ডিত,
উপযুক্ত কাল যখন পাইবে, তখনি তাহার করিবে বিহিত।

২৫

সামান্য হলেও নাশিবে শত্রুরে, বিন্দু বিন্দু জল হইয়া বর্ষণ,
তুফান হইতে পারে অনায়াসে, তাহা হ'তে হয় সংসার প্লাবন

২৬

অনলকণিকা সামান্য হলেও, তাহা হ'তে দগ্ধ হয় মহাবন,
বিন্দুমাত্র বিষ হলে উদরস্থ, তাহাতেই জীব হারায় জীবন,

২৭

বলবান শত্রু বড় ভয়ানক! সর্ব্বদা তাহ'তে সাবধান হবে
জম্বুক-চাতুর্য্য করিয়া আশ্রয়, বলিষ্ঠ শত্রুরে বিনাশ করিবে।

২৮

সময়ে সময়ে অন্ধ—মূক—খঞ্জ— বধিরের ন্যায় করিবে ব্যভার,
কিন্তু সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সতর্কে সময় বুঝিয়া করিবে সংহার।

২৯

স্মরণ নিলেও বধিবে শত্রুরে, ছাড়িবে পশ্চাতে হয় অপকার।
পদানত শত্রু পাইয়া সুযোগ, বিক্রম করিয়া বসে আপনার!

৩০

অগ্রেতে শত্রুর মূল ধ্বংস করি, পশ্চাতে তাহার নাশ বহুলখা।
অগ্রে বৃক্ষ ছেদি পাড়ে ভূমিতলে, পশ্চাতে ছেদন করে কাণ্ডশাখা!

৩১

সর্ব্বদা সতর্কে, গুপ্তানুসন্ধানে, অরাতির ছিদ্র করিবে সন্ধান।
জলৌকার ন্যায় প্রবেশি শরীরে, করিবে আহ্লাদে শত্রুরক্ত পান।

৩২

অপকারী শত্রু পড়িলেও বিপদে দয়া অবিধেয়, প্রহারিও তারে।
লুকালেও তারে সন্ধান করিয়া, প্রস্তরে আছাড়ি মার একেবারে।

৩৩

নমিত করিয়া ফলবান শাখা, পক্ক পক্ক ফল তুলে যেই মতে,
সেই মত করি বাছিয়া বাছিয়া বধিবে শত্রুরে, ক্ষমিবে না তাতে।

৩৪

পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা, কিম্বা গুরু, শত্রু যদি হয় নাশিবে তাহারে!
ছলে কি বলেতে, বিষ প্রয়োগেতে, করিবে সংসার পার যে প্রকারে।

৩৫

ধরি জটাচীর, দণ্ড কমণ্ডলু, করিবে শত্রুর ভক্তি উৎপাদন।
অন্তরে প্রবেশি করিবে আঘাত, তাহাতেই যেন হয় সে নিধন।

৩৬

ক্রুদ্ধ হইলেও দেখাবে না ক্রোধ, ঈষৎ হাসিয়া কহিবে বচন।
কুপিয়া ভৎর্সনা করা অবিধেয়, প্রহার কালেও কবে সুবচন।

৩৭

অগ্রে প্রহারিয়া কৃপা কর পাছে, শোক অনুতাপে কাঁদ তার পর।
ক্ষতস্থানে দিয়ে দাও প্রলেপন, দেখাও সারল্য হইয়া কাতর!

৩৮

শত্রুর সহিত সন্ধি বদ্ধ হয়ে, অসতর্ক ভাবে থাকে যেই জন,
অসংশয় চিত্তে মিশে শত্রুসনে, অবশ্য তাহার নিকট মরণ!

৩৯

হইলেও সন্ধি থাকিবে সতর্কে, মন্ত্রগুপ্তি পক্ষে হবে দৃঢ় মন।
নিজ হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া, করিবে নীতিজ্ঞ শত্রু নির্যাতন।

৪০

কৌরবের শত্রু পাণ্ডু পুত্রগণ, ঘাঁটান শার্দ্দূল কখন কি করে!
বিশেষতঃ তারা মহাবলবান, মহৈশ্বর্য্যশালী হয়েছে সংসারে!

৪১

কাপুরুষ আমি নতুবা এখনো পাণ্ডবের বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে,
রয়েছি জীবিত কহিতেছি বাক্য! ধিক্ ধিক্, শত ধিক মোর প্রাণে!

৪২

শত্রুর সমৃদ্ধি দেখিয়া যে জন, ব্যথিত না হয়, প্রাজ্ঞ জন তারে,
অধম বলিয়া করেন নির্দ্দেশ! অধম যে, তার কি সুখ সংসারে?

৪৩

হে দেব! দেখিয়া পাণ্ডবের সেই দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মী নয়নেতে।
হস্তিনার এই সাধারণী লক্ষ্মী, প্রীতিকরী আর হয় না মনেতে।

৪৪

ঐশ্বর্য্যের কথা কি কহিব দেব? পৃথিবীতে যত আছে রত্নাকর
পরাস্ত সে সব পাণ্ডব সদনে, পরাস্ত কুবের যিনি ধনেশ্বর!

৪৫

প্রাজ্ঞ যোগ্য ভাবি যুধিষ্ঠির মোরে, সৎকার পূর্ব্বক রত্ন গ্রহণেতে—
করেছিল ব্রতি, কি কহিব দেব, দেখি নাই যাহা কখনো চক্ষেতে

৪৬

হেন মহামূল্য রত্নস্তূপ ! যেন অনতি বৃহৎ পর্ব্বতের প্রায়,
শোভিল প্রাঙ্গণে; এক দিক হ'তে দিগন্তর তার দেখা নাহি যায় !

৪৭

সেই রত্নরাশি করিতে গ্রহণ, পরাস্ত আমার হয়েছিল হাত
হয়েছিনু শ্রান্ত, অপারগ ! শেষ, উপহারকেরা না পেয়ে সাক্ষাৎ,

৪৮

দ্বারে দাঁড়াইয়া রত দলে দলে, লয়ে মহামূল্য রত্ন উপহার।
এমন বিচিত্র ঘটনা কখনো, শুনেছেন দেব ? শুনুন আবার ;

৪৯

মহাশিল্পিময়দানব আপনি, বিন্দুসর হ'তে আনি রত্নরাশি,
আনিয়া সুসচ্ছ স্ফাটীক প্রস্তর, নির্ম্মাইয়া ছিল কৃত্রিম সরসী।

৫০

স্ফটীক রতনে নির্ম্মিত সরসী, স্ফটীক—কমল বিকসিত তায়।
মণি মানিক্যের ভ্রমর ভ্রমরী, কমলে কমলে সুখে মধু খায়।

৫১

নানা বর্ণাত্মক রত্নেতে নির্ম্মিত, কল হংসকুল সন্তরে সুন্দর,
শ্যামল রতন শৈবালের দামে চঞ্চু ডুবাইয়া চরে মনোহর।

৫২

নানা বর্ণাত্মক রত্নেতে নির্ম্মিত, জলজ কুসুম শোভে চতুর্দ্দিতে।
মকরন্দ গন্ধে আমোদিত দিশি, স্ফটীকের মীন ক্রীড়া করে তাতে !

৫৩

কে বলে তাহারে কৃত্রিম সরসী ? দেবতার ভ্রম হয় তা দেখিলে।
দেখিয়া সে বাপী ভ্রমে পড়েছিনু ! নেমেছিনু তাহে, জলপূর্ণ ব'লে।

৫৪

পরিধেয় বাস করি উৎকর্ষণ, জলস্পর্শ তরে বাড়ায়েছি কর,
অমনি আমারে রত্নহীন ভাবি হর্ষে উচ্চ হাস্য করি বৃকোদর,

৫৫

অর্জ্জুনের দিকে চাহিল ইঙ্গিতে। ঈষৎ হাসিল তাহাতে অর্জ্জুন ;
সেই দৃষ্টি, সেই হাস্য, মোর হৃদে জ্বালিয়া দিয়াছে বজ্রের আগুন!

৫৬

সমর্থ হইলে সেই দণ্ডে আমি বধিতাম ভীমে! কিন্তু তাহা হ'লে,
শিশুপাল সম গতি হয় মোর। অহো দেব! প্রাণ দহে দুঃখানলে।

৫৭

অহো মহারাজ! কি কহিব? আমি আর এক জলপূর্ণ সরোবরে,
শিলাময় বাপী ভাবিয়া, তাহাতে পড়েছিনু, বস্ত্র ভিজেছিল নীরে!

৫৮

রাজ-আজ্ঞাক্রমে কিঙ্করেরা পুনঃ বস্ত্র দেয়, তবে করি পরিধান,
দেখিয়া আমায় অপ্রতিভ, দেব! সকলেই হয়েছিল ম্রিয়মান।

৫৯

কিন্তু ভীম আর অর্জ্জুন দুজনে উপহাস কত করিল সুস্বরে!
মর্ম্মে ব্যথা দিয়া স্ত্রীগণের সঙ্গে, দ্রৌপদীও হেসেছিল অন্তঃপুরে।

৬০

ভীম অর্জ্জুনের সেই উপহাস, দ্রৌপদীর সেই হাস্য শেলপ্রায়,
নিবিদ্ধ হইয়া রয়েছে মর্ম্মেতে! অহো! এ যন্ত্রণা কহিব কাহায়?

৬১

অহো দেব! পুনঃ কর অবধান, বলি আর এক বঞ্চনার কথা,
সে দুঃখ এ জন্মে যাইবে না মোর আজো ললাটেতে রহিয়াছে ব্যথা

৬২

বাস্তবিক দ্বার নহেক সে দিকে, স্ফটিক নির্ম্মিত কৃত্রিম দুয়ার,
প্রকৃত ভাবিয়া বাহিরেতে বেগে অমনি ললাটে লাগিয়া আছাড়

৬৩

বিলক্ষণরূপে হইল বিকৃত! ঘুরিয়া পড়িনু ভিত্তি সন্নিধানে!
দূর হ'তে আসি মাদ্রী পুত্রদ্বয়, করে ধরি মোরে তুলিল যতনে,

৬৪

করিল কপট আক্ষেপ নকুল, সহদেব মৃদু হাসি বারম্বার,
কহিল "রাজন! আসুন এ দিকে, ওদিকে নহেক, এই দিকে দ্বার!"

৬৫

দেখিয়া আমার সেইরূপ দশা সকলে বিষণ্ণ হইল অন্তরে,
কিন্তু বৃকোদর করি উচ্চ হাস্য, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল আমারে,

৬৬

"ওহে—ও সুবোদ্ধা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র! ওদিকে নহেক, এই দিকে দ্বার!"
ক্রোধ, অভিমান, যন্ত্রণায় আমি মূর্চ্ছাপন্ন! কিবা কব তারে আর?

৬৭

মহারাজ! ইথে বাঁচিতে কি পারি? সেই হ'তে এই বক্ষের ভিতরে
শতবজ্রশিখা জ্বলিছে নিয়ত, বলদেব! ইথে বাঁচি কি প্রকারে?

৬৮

মহারাজ! পূর্ব্বে যে সব রত্নের নাম পর্য্যন্তও করিনি শ্রবণ,
হেন মহামূল্য রত্ন রাশি রাশি, পাণ্ডব সদনে করিয়া দর্শন

৬৯

হতবুদ্ধি আমি হয়েছিনু, দেব! হয়েছিনু আত্মবিস্মৃত অন্তরে!
এমন অপূর্ব্ব অশ্রুত অদ্ভুত— সমারোহ কেহ দেখিনি সংসারে।

৭০

উত্তম, মধ্যম, অধম সকলে, হয়ে সমবেত পাণ্ডবগৃহেতে,
নানা দেশজাত নানা জাতি যত জীবকুল সব একত্র হওয়াতে,

৭১

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হয়েছিল সেই! অনুভব হল পাণ্ডবগৃহেতে,
সমস্ত পৃথিবী হয়েছে উদিত! অহো! সেই কাণ্ড কে পারে বর্ণিতে?

৭২

দেখিয়া তাদৃশ শত্রুর সমৃদ্ধি, অতুল সম্পদ, সম্মান, প্রতাপ,
মরণেচ্ছা মম জন্মেছিল, দেব! হয়েছিল গাত্রে মহাজ্বরোত্তাপ!

৭৩

অহো দেব! আরো করুন শ্রবণ; পাণ্ডবের ভৃত্য, আত্মীয় স্বজন,
অতিথি, অতুর, অভ্যাগত, যারা নিত্য রাজগৃহে হতেছে পালন।

৭৪

তিন পদ্মযুত গজারোহী আর অশ্বারোহী সৈন্য অর্ব্বুদেক রথী,
অসংখ্য প্রমত্ত মাতঙ্গের প্রায় বলিষ্ঠ প্রহৃষ্ট সশস্ত্র পদাতি।

৭৫

পরিচর্য্যা তরে দাস দাসী কত, সে সবার সংখ্যা করে কোন্ জন?
দশ সহস্রেক উর্দ্ধরেতা যতি, অষ্টাশি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ,—

৭৬

নিত্য রাজগৃহে হতেছে পালিত; সুখ সচ্ছন্দের কি কহিব কথা?
প্রত্যেক বিপ্রের পরিচর্য্যা তরে, ত্রিশ ত্রিশ দাসী রয়েছে নিযুক্তা।

৭৭

প্রত্যেক যতিতে দিব্য স্বর্ণপাত্রে উপাদেয় দ্রব্য করেন ভোজন।
অসংখ্য অতিথি, অভ্যাগত, অন্ধ, খঞ্জ, বধিরাদি আসুক যে জন,

৭৮

দ্রৌপদী আপনি থাকি অনশনা সকলে সযত্নে পরিচর্য্যা করে,
অভুক্ত, অপীত, নিরানন্দ আমি দেখিনি কাহারে পাণ্ডব আগারে!

৭৯

কোথায় অপক্ক দ্রব্য পরিমাণ হতেছে, কোথাও হতেছে পাকাদি,
কোথাও হতেছে পুণ্যাহ নির্ঘোষ, পরিবেশনের শব্দ—ভীম নাদী,

৮০

শঙ্খের নিনাদ দণ্ডে অণুদণ্ডে কোথাও হতেছে হর্ষ কোলাহল,
কোথাও বাজিছে বিবিধ সুবাদ্য! মধুর সংগীত, নর্ত্তকীর দল!

৮১

গাইছে, নাচিছে, সুস্বরে সুতালে, উঠিছে গগনে উচ্ছ্বাস মধুর,
কোথাও বাজিছে বিজয় দুন্দুভি, বীরের হৃদয় নাচে দুর্ দুর্!

৮২

কোথাও শিক্ষিত সৈন্য দলে দল শস্ত্র ক্রীড়া করে দেখিতে ভীষণ।
অশ্বারোহী সৈন্য ছুটে দুড় দুড়! গুড়্ গুড়্ মেঘ গর্জ্জে বীরগণ!

৮৩

সমুদ্র কল্লোল জিনি জননাদ, হস্তী অশ্ব আদি রব ঘোরতর,
একত্রে মিলিয়া কি অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল দেব! শুন অতঃপর;

৮৪

অভিষেক জন্য যত নরপতি, অব্যাকুল ভাবে হয়ে হৃষ্ট মন,
সৎকার পূর্ব্বক রত্নময় ভাণ্ড সহস্তে সকলে করি উত্তোলন

৮৫

আহরণ কৈল; বাহ্লীক রাজন স্বর্ণরথ আনি যোগালেন পরে,
কাম্বোজীয় শ্বেত অশ্ব চতুষ্টয়, রাজাবসুদান যুড়িল স্বকরে!

৮৬

হয়ে প্রীতমন সুনীথ আপনি, অণুকর্ষ কাষ্ঠ কৈল উত্তোলন,
চেদীরাজ নিজে বান্ধিলেন ধ্বজ, দাক্ষিণাত্য পতি কবচ বন্ধন

৮৭

করিল স্বহস্তে, মগধাধিপতি,— মালিকা—উষ্ণীশ করিল প্রদান,
বসুদান দিল রত্ন-সিংহাসন, মৎসরাজ রত্ন-দণ্ড দিল দান।

৮৮

একলব্য দিল পাদুকা যুগল, অবন্তী-অধিপ অভিষেক তরে,
দিল বহুবিধ পূততীর্থবারি; চেকিতান দিল তুণ সমাদরে!

৮৯

কাশিরাজ দিল ধনু মনোরম, শাল্য দিল অসি অতি মনোহর,
(রত্নমুষ্টিযুক্ত রত্ন-কোষাবৃত) অহো দেব! আরো শুন অতঃপর;—

৯০

মহাতপা ধৌম্য ব্যাস নারদাদি, মুনিশ্রেষ্ঠগণে লইয়া অগ্রেতে,
অভিষেক কার্য্য হইল আরম্ভ, শুন দেব! যাহা হইল পশ্চাতে!

৯১

মহর্ষিগণেতে হয়ে প্রীতিযুক্ত, বসিলেন সবে অভিষেক স্থানে,
জামদগ্ন্য সহ আরো বহুতর জ্ঞানতত্ত্বদর্শী মহোদয়গণে,

৯২

অমৃত জিনিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলা হয়ে হৃষ্ট চিত!
হইল তন্ময় সমস্ত প্রকৃতি! অবনী হইল গভীর স্তম্ভিত!

৯৩

গভীর আনন্দ, আশঙ্কা, বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হইল ইহ চরাচর!
সাগরসদৃশ জন-কোলাহল— নীরব! নিস্পন্দ ভাব ঘোরতর!

৯৪

মহাবাহু বীর সাত্যকি আপনি,— ধরিলেন দিব্য রত্নছত্র শিরে।
ধনঞ্জয় আর ভীমসেন দোঁহে, ধবল চামর লয়ে ধীরে ধীরে

৯৫

ব্যজন আরম্ভ কৈল যুধিষ্ঠিরে! কন্দর্প জিনিয়া মাদ্রীপুত্রদ্বয়,
রত্নমুষ্টিযুক্ত চামর লইয়া দাঁড়াইল পার্শ্বে হর্ষে অতিশয়।

৯৬

সাদরে যাদব দিব্যশঙ্খ দ্বারা, অভিষিক্ত তবে কৈল যুধিষ্ঠিরে,
মঙ্গল আরাবে পূরিল চৌদিক! লক্ষ লক্ষ মহাশঙ্খ একেবারে

৯৭

নিনাদিত হ'ল মহা ভীম রোলে! কাঁপিল তাহাতে ইহ চরাচর!
মহাঘোর শব্দ কল্লোলেতে যেন উথলি উঠিল সহস্র সাগর!

৯৮

নির্ব্বীর্য্য নিস্তেজ নরপতিগণ, সেই মহাশব্দে হয়ে অচেতন—
ভূমেতে পতিত হইল সকলে! আমিও রোমাঞ্চ হইয়া তখন,

৯৯

হতবুদ্ধিপ্রায় হয়েছিনু দেব! হইয়া অবাক বিহ্বল চিত্তেতে,
সচকিত ভাবে অর্থশূন্য দৃষ্টে চতুর্দ্দিকে মাত্র ছিলাম চাহিতে!

১০০

মহাবল পঞ্চপাণ্ডবের সহ শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর,
পরস্পর প্রিয় এই আট জন, রাজগণসহ আমায় অস্থির

১০১

অচেতনপ্রায় দেখিয়া নয়নে, হর্ষে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল!
সেই হ'তে আমি আছি জীবন্মৃত, অহো! ইহা হ'তে মরণ(ই) ভাল।

১০২

হে রাজন! আমি কি কহিব আর? করি রাজসূয় পাণ্ডব যেমন,
দীপ্তিমতী লক্ষ্মী করিয়াছে লাভ, অবনীর মধ্যে কেহই তেমন—

১০৩

পারিবে না! পূর্ব্বে পারে নাই কেহ! রন্তিদেব, মনু,যৌবনাশ্ব আর
নাভাগ, নহুষ, বেণপুত্র পৃথু, ভগীরথী কিম্বা যযাতি, সবার।

১০৪

শ্রেষ্ঠ রাজলক্ষ্মী লভিয়া পাণ্ডব, এক ছত্রাধীন করিল পৃথ্বীরে!
মহারাজ! এই শত্রু বৃদ্ধি দেখি, কিরূপে জীবিত রহিব সংসারে?

১০৫

অন্ধবিধাতায় কি বলিব আর? শ্রেষ্ঠ যে সে হ'ল নিকৃষ্ট সংসারে।
নিকৃষ্ট হইল শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, অহো! এ যন্ত্রণা কহিব কাহারে?

ইতি চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

১

শুনিয়া পুত্রের বাক্য সবিশেষ, কহিলা গম্ভীরে অম্বিকাকুমার,
"রে নির্ব্বোধ পুত্র! কথা শুন মোর, দ্যূতক্রীড়া করি কাজ নাই আর!

২

সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ তুমি মোর, পট্টমহিষীর গর্ভের সন্তান।
সবাহ'তে তুমি প্রিয় পাত্র মোর, সদা ভেবে থাকি তোমার কল্যাণ।

৩

যুধিষ্ঠির অতি ধার্ম্মিক, সুজন, অক্রূর, উদার চেতা, মতিমান,
হেন মহাত্মারে করিয়া বঞ্চনা দুস্তর নরকে ডুব না সন্তান!

৪

পাণ্ডব যেমন তুমিও তেমনি, সম্পদ সৌভাগ্যে সমান দুজনে;
বরম্ তা'হতে শ্রেষ্ঠ তুমি পুত্র, ভাবিয়া বিশেষ দেখ দেখি মনে!

৫

পিতৃহীন পঞ্চ ভাই মাত্র তারা, শত ভ্রাতা তব, আমি বর্ত্তমান।
সহায়ের তব কমিই বা কিসে? মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ বিদ্যমান।

৬

হয়ে মোহযুক্ত হিংস না পাণ্ডবে, ক্ষান্ত হও পুত্র, শোক করিও না।
ইচ্ছা যদি হয়, তুমিও তদ্রূপ কর মহাযজ্ঞ, নিষেধ করি না।

৭

রাজসূয় যজ্ঞ করেছে পাণ্ডব, সপ্ততন্তু মহাযজ্ঞ কর তুমি।
তোমারো দ্বারেতে হইয়া প্রণত, উপহার দিবে যত রাষ্ট্রস্বামী।

৮

পরধনে স্পৃহা কর না সন্তান, নীচাশয় জনে করে সে সকল।
সঙ্কীর্ণচিত্ততা কর পরিহার, ত্যজ কূটচিন্তা, হইবে মঙ্গল।

৯

পরধনে স্পৃহা না করে যে জন, কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় ব্রতধারী,
লব্ধ ধন রক্ষা করে হর্ষ চিত্তে, সংসারে সুকৃতি রক্ষা হয় তারি।

১০

বিপদে অটল, অব্যাকুলচিত্ত, কার্য্যদক্ষ, সদা অপ্রমত্ত, ধীর,
বিনীত, উদ্যমসম্পন্ন, সতত সচ্চিন্তানিরত, যুক্তিবুদ্ধি স্থির

১১

যাহার সংসারে, সেই ত পণ্ডিত, কখনো সন্তপ্ত হয় না সে জন,
সুখে বা দুঃখেতে হয় না চালিত, সেই সুখী, পুত্র! সেই বিচক্ষণ।

১২

হয়ো না প্রমত্ত 'শত্রু শত্রু' বলে, কারে শত্রু তুমি বল দুর্য্যোধন?
যুধিষ্ঠির তব বাহুর স্বরূপ, নিজ হস্তে বাহু কর না ছেদন।

১৩

বিপদে বান্ধব পাণ্ডব তোমার, মিত্রদ্রোহ ভ্রাতৃদ্রোহ মহাপাপ—
কর না রে পুত্র! বলি শুন কথা, শেষে সমধিক পাবে মনস্তাপ।

১৪

চিত্তশান্তি তরে হও অবহিত, প্রেমাস্পদ কার্য্য কর অনুষ্ঠান।
ভুল কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, মনঃশুদ্ধি তরে কর যজ্ঞ দান।

১৫

যদ্যপি তাহাতে না হয় প্রবৃত্তি, কর নির্জ্জনেতে শাস্ত্র আলোচনা।
কিন্তু সুকঠিন রাজনীতি শাস্ত্র—কিছু দিন তরে চক্ষেও দেখ না।

১৬

কোমল সরল মনোমদ সুধা, কাব্য রসাস্বাদ কর কিছু দিন।
কাব্য তাপহর, চিত্তশুদ্ধিকর, আত্ম-শিক্ষা-স্থল, মহান্ প্রবীণ

১৭

উপদেষ্টা, কাব্য মৃতসঞ্জীবনী—স্বর্গীয় নির্ম্মল অমৃত প্রবাহে,
পাষাণ কঠিন বজ্রর হৃদয় হয় দ্রবীভূত—মৃত কথা কহে।

১৮

কাব্যেও যদ্যপি না হয় প্রবৃত্তি, ইতিহাস শাস্ত্র দেখ পুনর্ব্বার।
দেখে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণের রীতি নীতি প্রীতি পাইবে অপার!

১৯

অধ্যাত্ম দর্শন লাগিবে না ভাল, চিত্ত শান্তি পরে দেখিবে সে সব,
দেখ পুরাবৃত্ত অতীত ঘটনা, সংসার সদ্‌জ্ঞান হবে অভিনব।

২০

তাহাতেও স্পৃহা না হয় যদ্যপি, প্রাজ্ঞ সহবাস কর দুর্য্যোধন।
জ্ঞানরত্নাকর শ্রেষ্ঠতম রত্ন কবিদের সঙ্গে কর আলাপন।

২১

কবিচিত্ত অতি পবিত্র প্রদেশ! রমণীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ; তথা
নরক স্বরগ উভয় বিরাজে! সম শান্তি সুখ সম দুঃখ ব্যথা।

২২

সাম্য বৈষম্যের অভিনয় ক্ষেত্র, শিক্ষার জীবন্ত বিদ্যালয়, তবে—
কবিরা স্বর্গীয়! শ্রেষ্ঠ বন্ধু জন, এমন সুশিক্ষা কোথাও না হবে।

২৩

তাহাতেও যদি না হয় প্রবৃত্তি মৃগয়া করিতে যাও দুর্যোধন!
বিনোদ ব্রততী-নীলি-লীলাস্থলী, দেখিয়া নয়নে জুড়াবে জীবন।

২৪

যেরূপে হউক সাধ চিত্ত শান্তি, কদাচ কুচিন্তা কর না অন্তরে,
পাণ্ডব নিগ্রহ আত্মহত্যা কার্য্য, কর না, অগ্রাহ্য কর না অন্ধেরে!”

২৫

পিতৃবাক্যে তবে কহে দুর্য্যোধন, ‘হে রাজেন্দ্র! কিবা কহ বারম্বার?
মহাশত্রু পাণ্ডুপুত্রে মিত্র বলি—কল্যাণ কামনা কর পুনর্ব্বার?

২৬

স্বার্থসাধনেতে উদাসীন হয়ে, শাস্ত্র উপদেশ করিয়া বিস্তার।
বিপরীত ভাবে বুঝাইয়া মোরে, মোহযুক্ত কেন কর বারম্বার?

২৭

মুখে বল করি মঙ্গল কামনা, কিন্তু মনোমধ্যে দেখি দ্বেষ ভাব !
শুভ কার্য্যে সদা বাধা দিয়া থাক, বুঝেও বুঝ না স্বার্থ লাভালাভ।

২৮

তব শাসনেতে হয়ে অবস্থিত, স্বার্থ নষ্ট—রাজ্য নষ্ট হবে শেষ।
তব আজ্ঞাক্রমে চলি অতঃপর কৌরবেরা কষ্ট পাইবে বিশেষ !

২৯

পর অভিপ্রায়ে চালিত যে জন, পথভ্রান্তি তার অনাসেই হয়।
তাদৃশ প্রভুর অধীনতা সদা প্রমাদসঙ্কুল নাহিক সংশয়।

৩০

কে শত্রু কে মিত্র বুঝে না যে প্রভু, অচিরাৎ তার ধ্বংস হয় কুল।
অসতর্ক, পরমুখপ্রেক্ষি প্রভু শক্তিতে সর্ব্বদা হয়ে থাকে ভুল।

৩১

"লোকব্যবহার" হইতে স্বতন্ত্র "রাজব্যবহার"; কহে প্রাজ্ঞ জন।
স্বার্থ চিন্তা রাজনীতি-মূলসূত্র; স্বার্থই সৌভাগ্য লাভের কারণ !

৩২

জয়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় ব্যবসা, ন্যায়ান্যায় জ্ঞান ভান মাত্র তার।
নিজ বৃত্তি বলি নির্দ্দিষ্ট যে কার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম তায় বিচার কি আর ?

৩৩

জাতীয় বৃত্তির অনুষ্ঠান তরে, পাপ পুণ্য—কিছু হবে না ভাবিতে।
যে ভাবে সে অতি নীতি-অনভিজ্ঞ. রাজধর্ম্ম অর্থ পারে না বুঝিতে।

৩৪

কার্য্য কালে যেবা হয় সশঙ্কিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম লয়ে বৃথা করে গোল।
রাজকার্য্যে সেই অতি অকর্ম্মণ্য, তাহাহ'তে কভু হয় না মঙ্গল।

৩৫

অহো মহারাজ !—প্রজ্ঞাচক্ষু ধীর, পরিণতবুদ্ধি, জ্ঞানের জলধি,
বৃদ্ধসেবী—প্রভো ! নীতিজ্ঞ হইয়া— কি জন্য হতেছ কর্ত্তব্য বিরোধী ?

৩৬

হে রাজন! ইহ সংসারের মধ্যে, স্বাভাবিক শত্রু কেহ কারো নয়,
যার সঙ্গে যার সমান ব্যবসা, সেই তার শত্রু যন্ত্রণা-আলয়।

৩৭

সংসারের মধ্যে—কে শত্রু, কে মিত্র, লেখ্য পরিমাণ আছে কি তাহার?
যে যাহার কার্য্যে হয় পরিতপ্ত, সন্তাপের মূল হয় যে যাহার,

৩৮

যে যাহারে ব্যথা দেয় এ সংসারে, সেই তার শত্রু নাহিক সংশয়।
যে যাহারে সুখী করে সর্ব্বক্ষণ, সেই মিত্র বলি পরিচিত হয়।

৩৯

সুখের পন্থায় সহায় যে জন, সেই শ্রেষ্ঠ মিত্র যুক্তি অনুসারে।
সুখহন্তা জন বান্ধব হলেও, শত্রু বোধে ধ্বংস করিবে তাহারে।

৪০

ধর্ম্মে বা অধর্ম্মে যেরূপে হউক, শত্রু-রাজলক্ষ্মী করিবে হরণ,
গুপ্ত বা প্রকাশ্যে যাহাতেই হয়, করিবে নীতিজ্ঞ শত্রু-নির্যাতন।

৪১

যে কোন উপায়ে রিপু ধ্বংস হয়, শস্ত্রজ্ঞদিগের সেই অসিধার,
যদ্দ্বারা ছেদন করা যায়, তাহা নহে কভু শস্ত্র, নাম শস্ত্র তার।

৪২

ছলে বলে কিম্বা কৌশলে সতত, "সুখ অন্বেষণ করিতে হইবে।"
এই উপদেশে পূর্ণ রাজনীতি, যেরূপেই পার সুখী হৈতে হবে।

৪৩

"প্রবঞ্চনা" রাজধর্ম্মের সোপান, "নিষ্ঠুরতা" দিব্য অট্টালিকা তার।
"পরস্ব" সুন্দর রাজসিংহাসন, "বল" দণ্ডরূপী জগতে প্রচার।

৪৪

ইন্দ্র, নমুচিরে ডাকিয়া সম্মুখে দ্রোহ আচরণ করিব না বলে,
অঙ্গীকার করি বধিল তাহারে, কি জন্য? কেবল রাজধর্ম্ম বলে।

৪৫

ব্যাধিরে উপেক্ষা করিলে যেমন, বিনাশ হইতে হয় অবশেষে!
বর্দ্ধমান শত্রু দেখিয়া উপেক্ষা করিলে তদ্রূপ জীবন বিনাশে!

৪৬

বৃক্ষ মূলজাত বল্মীক যেমন অচিরাৎ ধ্বংস করে সে বৃক্ষেরে,
সেই মত শত্রু ক্ষুদ্র হইয়াও বিনষ্ট করিয়া ফেলে মানবেরে!

৪৭

অহো আজমীঢ়! পাণ্ডু পুত্রগণ, বিষম বর্দ্ধিষ্ণু শত্রু আমাদের।
অতএব শীঘ্র ধ্বংস সুবিধের, নতুবা নিস্তার নাই কৌরবের।

৪৮

পাণ্ডব-ঐশ্বর্য্য যতক্ষণ আমি লভিতে না পারি, ততক্ষণ আর
নাই শান্তি, নাই সচ্ছন্দ, চিত্তেতে রহিব ব্যাকুল ত্যজি নিদ্রাহার!

৪৯

হয় পাণ্ডবের লভিব সমৃদ্ধি, না হয় করিয়া সংগ্রাম দুর্ব্বার,
হইয়া নিহত, সমরপ্রাঙ্গণে করিব শয়ন! প্রতিজ্ঞা আমার।

৫০

শত্রুর নিকটে হেয়মান হয়ে, জীবনধারণে নাই প্রয়োজন।
হয় সমুচিত দিব প্রতিফল, নয় ধ্বংস হব করি মহারণ।

৫১

ক্ষত্রিয় হইয়া ভয় কি মৃত্যুতে? মৃত্যু এ সংসারে না হইবে কার?
শত্রুনির্যাতনে হইলে মরণ, বিমুক্ত হইবে স্বর্গের দুয়ার!"

৫২

এতেক কহিয়া গান্ধারী নন্দন, হইল নীরব, শকুনি তখন
সুযোগ বুঝিয়া কহিল সত্বরে, "হে বিজয়ী কুলশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন!

৫৩

পাণ্ডবের যেই রাজলক্ষ্মী দেখে হয়েছ সন্তপ্ত, তাহা অনায়াসে
দ্যূত দ্বারা আমি করিব হরণ, তাহার কারণে এত দুঃখ কিসে?

৫৪

কতটুকু কার্য্য পাণ্ডব জিনিতে? ক্রীড়াকালে তুমি দেখো দুর্য্যোধন,
যতই অভিজ্ঞ হউক না কেন, না পাইবে বাজী কুন্তির নন্দন।

৫৫

মম সঙ্গে খেলে কে আছে এমন? দ্যূতে কে জিনিতে পারিবে আমারে?
যে খেলিবে সেই হারিবে নিশ্চয়, সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হইবে তাহারে।

৫৬

পণ মম বল, অক্ষ মোর ধনু, অক্ষের হৃদয় দৃঢ়তর গুণ,
কপটতা মোর দিব্য যুদ্ধরথ, কৌশল আমার অফুরন্ত তূণ।

৫৭

শীঘ্র যুধিষ্ঠিরে করহ আহ্বান, যতই বলিষ্ঠ হ'ক শত্রুগণ;
দ্যূতযুদ্ধ যদি হয় মোর সঙ্গে, কারো অব্যাহতি নাই দুর্য্যোধন।

৫৮

আমার সঙ্গেতে দ্যূতযুদ্ধ যদি করেন বাসব, অনন্ত আপনি,
বাজীতে বাজীতে করিব পরাস্ত! এই যে তোমার মাতুল শকুনি

৫৯

যার তার মত রয়েছে বসিয়া,—দেখো কার্য্যকালে বিক্রম আমার!
জীবন্তেতে এই, মৃত্যু হ'লে পরে মম অস্থিখণ্ড লয়ে যাদুকার—

৬০

দেখাইবে যাদু! শুন দুর্য্যোধন, সত্বর আহ্বান কর যুধিষ্ঠিরে,
এক বাজী নয়—শত শত বাজী জিনিব জিনিব কুন্তির কুমারে।"

৬১

দ্বিগুণ উৎসাহে হয়ে উৎসাহিত কহে দুর্য্যোধন, "অহো কুরুপতি!
অহো দেব, শুন মাতুল যা বলে, অহো তাত! রাখ পুত্রের মিনতি!"

৬২

মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তবে কহিলা "রে পুত্র! হয়ো না চঞ্চল।
প্রজ্ঞাসিন্ধু ভ্রাতা বিদুরের সঙ্গে পুনর্ব্বার এই কার্য্য ফলাফল,

৬৩

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য করিব বিচার, হয়ে অবস্থিত বিদুরের মতে।
তার পর চিত্তে চিন্তিয়া বিশেষ যুক্তিযুক্ত কথা কহিব পশ্চাতে।

৬৪

শুনি পিতৃবাক্য কহে দুর্য্যোধন, হে তাত! দাসের রাখ নিবেদন,
নহেক হিতৈষী বিদুর তোমার শত্রুদের করে হিত অন্বেষণ।

৬৫

শত্রুহিত চিন্তা করে যেই জন, কদাচ তাহারে মন্ত্র ভবনেতে,
প্রবেশিতে নাহি দিবে প্রাজ্ঞ জন, মন্ত্রগুপ্তি করি অতি দৃঢ়মতে

৬৬

তাহার সহিত সম্ভাষা বিধেয়, নতুবা অবশ্য নিকট মরণ।
হেন ব্যক্তি যদি হয় মন্ত্রেশ্বর, কি হয় তা হলে, জানে প্রাজ্ঞ জন।

৬৭

বিদুরের সঙ্গে কবিলে মন্ত্রণা, এ মহৎ কার্য্যে হইবে না মত।
বিশেষতঃ দেব, কার্য্য বিষয়েতে দুই ব্যক্তি কভু নহে এক মত।

৬৮

পুরুষ হইয়া কর্ত্তব্য চিন্তনে, স্বাধীন সচ্ছন্দ হওয়া আবশ্যক।
অন্যের উপর নির্ভর করিলে—মনোবৃত্তি জ্ঞাত হয় বহু লোক।

৬৯

সর্ব্বদা পরের চিন্তায় চালিত, আত্ম নির্ভরেতে অপটু মানব,
নীতিজ্ঞ-সমাজে হয় হেয়-মান, দুর্ব্বল বলিয়া না পায় গৌরব।

৭০

পর-পরামর্শ করি পরিহার, দাও অনুমতি দ্যূতক্রীড়া তরে,
ক্ষত্রিয় আমরা, শঙ্কা কি বিবাদে? মৃত্যু শঙ্কা? কেবা ডরায় মৃত্যুরে?"

৭১

প্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-বাক্য শুনি— বিষাদ বিমূঢ় অভিভূত প্রায়,
ক্ষণেক নীরবে চিন্তিয়া আবার কহিলা " হে পুত্র! কাজ নাই তায়!

৭২

পাণ্ডবেরা অতি বলিষ্ঠ দুর্দ্দম! বলিষ্ঠের সঙ্গে করিতে বিবাদ,
কদাচই ইচ্ছা হয় না আমার, পশ্চাতে তা হ'লে ঘটিবে প্রমাদ।

৭৩

শত্রুতা কখনো নহে শ্রেয়স্কর, শত্রুতা হইতে সমস্তই হয়,
শত্রুতা বিকার জন্মে দেয় মনে, তাহা হ'তে শেষে হয় কুলক্ষয়।

৭৪

হে কুমার! তুমি বুঝিছ না চিত্তে দ্যূতক্রীড়া অতি সর্ব্বনাশ কর
কলহের মূল, অনর্থ-নিদান, দ্যূত হতে কিছু নাই ভয়ঙ্কর!

৭৫

অহি বিনির্ম্মিত পাষ্টিকয়খানি,— দেখিতে সামান্য; তাহার ভিতর
রয়েছে ভীষণ বজ্র শত শত! তীক্ষ্ণ মর্ম্ম-ভেদী জীবনান্তকর—

৭৬

শায়ক সকল রয়েছে নিহিত! কিরূপে এ কার্য্যে করি অনুমতি?
জানিয়া শুনিয়া অনর্থ ঘটাতে কোন রূপে মোর হয় না প্রবৃত্তি।"

৭৭

শুনি পিতৃবাক্য গান্ধারীনন্দন কহিল "হে তাত! রাখ নিবেদন,
উপস্থিত কার্য্যে দিও না ক বাধা, না হইবে ইথে অনর্থ ঘটন।

৭৮

দ্যূতক্রীড়া যদি হইত কুকার্য্য, তা'হলে পূর্ব্বের প্রাজ্ঞ নরগণ
কেন এ দুষ্ক্রিয়া করিতেন তবে? কেন হ'ল দ্যূতক্রীড়া প্রণয়ন?

৭৯

দ্যূতে হত্যাকাণ্ড ঘটে নাই কভু, ক্রীড়ায় সংগ্রাম হয়েছে কোথায়?
পণে জয়ী হব—পণে জয়ী হবে, অত্যাহিত হয় কখনো কি তায়?

৮০

দ্যূতক্রীড়া করি হব শত্রুজয়ী— কৌশলে সাধিব মহৎ ব্যাপার,
হইবে অভীষ্ট সিদ্ধি অনায়াসে, হইবে বিমুক্ত স্বর্গের দুয়ার।

৮১

অতএব প্রভু হইয়া প্রসন্ন, মাতুলের বাক্যে হয়ে আস্থাবান,
সভা নির্ম্মাইতে করুন আদেশ, কৌরবের ইথে হইবে কল্যাণ।

৮২

বিধাতা প্রসন্ন হয়েছেন, তাই হয়েছে ঈদৃশ উপায় কল্পিত।
হে তাত! আপনি হউন প্রসন্ন— তবেই মঙ্গল হইবে নিশ্চিত!"

৮৩

বারম্বার অন্ধ—বুঝালেন পুত্রে বারম্বার তাহা খণ্ডি দুর্য্যোধন,
কুচক্রসঙ্কুল কুটিল পথেতে যদৃচ্ছা ভাবেতে চলিল, তখন

৮৪

অগত্যা প্রবুদ্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র— অপ্রসন্ন ভাবে হইয়া সম্মত,
কহিলেন, "পুত্র! শুনিলে না বাক্য— দ্যূত-ক্রীড়া কিন্তু অতীব গর্হিত!

৮৫

কদাচই এই অন্যায় প্রস্তাবে প্রবৃত্তি আমার নাই দুর্য্যোধন,
যাহা ভাল বুঝ, তাই কর তুমি— শেষে সন্তাপিত হবে বিলক্ষণ।

৮৬

ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য দ্যূতক্রীড়া, কখনো ইহাতে হবে না মঙ্গল,
মহাপ্রাজ্ঞ ভ্রাতা বিদুর পূর্ব্বেই— বুঝেছেন এই কার্য্য ফলাফল।

৮৭

এ সেই ক্ষত্রিয়-জীবনান্তকর ভয়ের কারণ হ'ল উপস্থিত,
সর্ব্বনাশ-সূত্র হ'ল এত দিনে, অহো! কি কহিব—দৈব বিড়ম্বিত!

৮৮

দুর্য্যোধন তব ইচ্ছা যা তা কর, করিব না আর নিষেধ তোমারে,
দৈব বশে বিশ্ব চালিত সতত, দৈবে যা ঘটাবে অন্যথা কে করে?

৮৯

জ্ঞান পারাবার রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দৈব ভাবে মুগ্ধ হইয়া অন্তরে,
শৃঙ্খল আবদ্ধ শার্দ্দূলের প্রায় অচ্ছেদ্য অপত্য স্নেহের নিগড়ে,

৯০

হইয়া বিবদ্ধ পুনঃ দৃঢ়মতে ভৃত্যগণ প্রতি কহিল তখন,
"শীঘ্র দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ সুহৃদ্দ্যূত তরে কর আয়োজন!"

৯১

রাজ আজ্ঞা ক্রমে হইয়া সত্বর সহস্র সহস্র শিল্পকারগণ,
হৈম বৈদূর্য্যাদি চিত্রিত সুন্দর, তোরণ "স্ফাটিক" নামে মনোহর—

৯২

প্রস্তরে নির্ম্মিত বিপুল বিস্তৃত সভা সুপ্রস্তুত করিয়া তাহাতে
বিবিধ বিচিত্র রত্নাদি খচিত— নানা বর্ণাত্মক আসন যত্নেতে

৯৩

বিছাইয়া, পরে হইয়া সত্বর— নিবেদন কৈল অন্ধ সমীপেতে।
"মহারাজ! যথা অনুমতিক্রমে হয়েছে প্রস্তুত সভা; বিধিমতে

৯৪

আয়োজন সব হয়েছে, এখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র দেখিয়া নয়নে
হইলে সন্তুষ্ট হইব কৃতার্থ— সফল প্রয়াস হবে শিল্পিগণে,"

৯৫

অতঃপর প্রাজ্ঞ অম্বিকানন্দন, বিদুরে ডাকিয়া কহিল যতনে;—
"হে ভ্রাতঃ কৌরবহিতৈষী বিদুর! গিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ত্বরিত গমনে।

৯৬

যুধিষ্ঠিরে এথা কর আনয়ন, আসি পাণ্ডুপুত্র ভ্রাতৃগণ সনে,
মম রত্নসভা করিয়া দর্শন, সুহৃদ্দ্যূত ক্রীড়া করুন এখানে!

৯৭

মহাপ্রজ্ঞাবান ধর্ম্মাত্মা বিদুর, জ্যেষ্ঠের এ হেন অন্যায় আজ্ঞাতে,
হইয়া ব্যথিত কহিলা তখন— "মহারাজ এই গর্হিত কার্য্যেতে

৯৮

প্রবৃত্তি আমার হতেছে না প্রভো! কদাচ এ কার্য্য কর না কর না,
দ্যূত হ'তে হবে কলহ নিশ্চয়, কলহ হইতে কি হবে জান না?

৯৯

হবে রক্তপাত সংগ্রাম দুর্ব্বার, শেষে বংশ নাশ হইবে তাহাতে,
বিদুরের কথা শুন মহারাজ, নহে সন্তাপিত হইবে পশ্চাতে!"

১০০

শুনি ভ্রাতৃবাক্য কহে অন্ধরাজ; "অহো ভ্রাতঃ! তুমি হও না চিন্তিত
দৈব অনুকূল থাকে যদি, তবে কখনো হবে না ইথে অত্যাহিত!

১০১

দৈব প্রতিকূল হয়ে থাকে যদি, হবে বংশ নাশ, অন্যথা কে করে?
দৈব বলে বিশ্ব চালিত হইয়া অদৃষ্ট পন্থায় ঘুরে চক্রাকারে।

১০২

সংসার স্বাধীন নহেক কখনো, দৈবেই সমস্ত হয় সম্পাদিত।
দৈব নিয়োগেতে নিয়োজিত জীব চেষ্টিত হইয়া ভ্রমে অবিরত।

১০৩

সুখ কি সৌভাগ্য, দুঃখ কিম্বা শোক, সমস্ত দৈবেতে রয়েছে নিহিত,
হবে যা, তা হবে, কে করে অন্যথা? অতএব ভ্রাতঃ! হয়ে ত্বরান্বিত

১০৪

গিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আন যুধিষ্ঠিরে, সুহৃদ্দ্যূতারম্ভ হউক সভাতে,
দৈব সুপ্রসন্ন থাকে যদি, তবে কভু অত্যাহিত হবে না তাহাতে!

ইতি পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

১

রাজ আজ্ঞাক্রমে হয়ে অনুরুদ্ধ, অনিচ্ছাক্রমেতে বিদুর ধীমান
বাতবেগী দিব্য অশ্বারূঢ় হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থমুখে করিলা প্রস্থান।

২

হস্তিনা হইতে হইয়া বাহির, নানা অমঙ্গল দেখিয়া নয়নে,
উৎকণ্ঠা আকুল হইয়া বিদুর, বিবিধ আশঙ্কা চিন্তিলেন মনে!

৩

যায় যায় আর থমকি থমকি দাঁড়ায় তুরঙ্গ চমকিত ভাবে,
শির হৈতে খসি পড়িল উষ্ণীষ, শৃগাল কুক্কুর কাঁদে ঘোর রবে।

৪

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ডাকে গাভীগণ, উড়ে গৃধ্রদল মাথার উপরে।
আকাশ হইতে খসে উল্কাপিণ্ড! বিনা মেঘে শূন্য গরজে গম্ভীরে!

৫

চিন্তিত হইয়া চলিলা বিদুর কানন প্রান্তর অতিক্রম করি,
ক্রমে দূর হ'তে হইল লক্ষিত কাঞ্চনকিরীটী পাণ্ডবনগরী।

৬

বাতবেগী অশ্ব দেখিতে দেখিতে যমুনা পুলিনে হ'ল উপনীত।
দেখি যমুনার অপূর্ব্ব মাধুরী, বিদুর আহ্লাদে হইলা মোহিত।

৭

নবনীলজলধর জিনি কান্তি কালিন্দী, মধুর তরঙ্গ হৃদয়ে
চল চল শ্যাম শোভাময়ী, কিবা কুলু কুলু সুধা সংগীতে জাগায়ে,—

৮

ভাবুক হৃদয়,—প্রবাহিত! তীরে কাঞ্চনকিরীটী পাণ্ডবনগরী
ইন্দ্রপ্রস্থ মর্ত্ত্যে ত্রিদশ আলয় জিনি বৈজয়ন্ত পাণ্ডবের পুরী।

৯

রতন কাঞ্চনে খচিত পতাকা সহস্র সহস্র উড়ে মনোরম!
কালিন্দীর গাঢ় সুনীল সলিলে পুরী প্রতিবিম্ব পড়ি অনুপম—

১০

মাধুরী বিকাসে, দেখিয়া বিদুর অতি বিমোহিত হইয়া অন্তরে।
করি পাণ্ডবের কল্যাণ কামনা প্রবেশিলা প্রাজ্ঞ সেই রত্নপুরে!

১১

বৈজয়ন্তধামে দেবেন্দ্র যেমতি দেবতার দলে হয়ে পরিবৃত,
সদা শান্তি সুখে পালেন প্রকৃতি, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির সেই মত,—

১২

দেবতা জিনিয়া ভ্রাতৃগণ সহ প্রাজ্ঞ মণ্ডলীতে হয়ে পরিবৃত,
সসাগরা পৃথ্বী পালেন সুন্দর স্বাধীন সচ্ছন্দ সদানন্দ চিত!

১৩

অশ্বপৃষ্ঠ হতে হয়ে অবতীর্ণ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক হয়ে পূজ্যমান,
রাজসভা মধ্যে করিলা প্রবেশ সত্য ধর্ম্মনিষ্ঠ বিদুর ধীমান।

১৪

দেখিয়া বিদুরে অতীব সম্ভ্রমে, ভ্রাতৃগণ সহ রাজা যুধিষ্ঠির—
হইয়া প্রণত পূজি বিধিমতে, কহিলেন পরে " হে মহাত্মা ধীর,—

১৫

প্রাজ্ঞ চূড়ামণি! কুশলত সব? অপ্রসন্ন চিত্ত দেখিতেছি কেন?
সর্ব্বসুমঙ্গলে আছেন ত তাত? রাজ-অকুশল ঘটেনিত কোন?

১৬

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধৃতরাষ্ট্র প্রতি, অনুকূল ভাবে আছেত সকলে?
প্রজাবর্গ তাঁর আছে ত সুবাধ্য? পুরবাসীগণ আছে ত মঙ্গলে?"

১৭

বিদুর কহিল " হে বিজয়ি শ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রকল্প মহামনা কুরুপতি,
জ্ঞাতিগণ সুখে হয়ে পরিবৃত সর্ব্ব সুমঙ্গলে আছেন সম্প্রতি।

১৮

বিনীত বিনম্র পুত্রগণ যারা　হয়ে প্রীত শোকশূন্য দৃঢ়মন,
হইয়া অনন্যচিত্ত স্থিরভাবে　আত্মোৎকর্ষে ব্রতী আছেন ; রাজন !

১৯

কুরুরাজ তব কুশল জিজ্ঞাসি,　জিজ্ঞাসি রাজ্যের বৃত্তান্ত বিশেষ,
কর্ত্তব্য প্রকৃতি পালন বিষয়ে　মনোযোগী হ'তে দিয়া উপদেশ ;

২০

এই কথাকটী বলেছেন—"পুত্র !　ভ্রাতৃগণ তব বহু যত্ন করি,
" দিব্য সভা এক করেছে নির্ম্মাণ,　তোমার সভার অনুরূপ করি !

২১

" অতএব তুমি আসি হস্তিনায়　এই দিব্য সভা কর দরশন।
" তব সম বিজ্ঞ সভ্য সমাগমে　সভার সৌন্দর্য্য হইবে বর্দ্ধন।

২২

" এই সভামধ্যে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে　সুহৃদ্দ্যূত ক্রীড়া কর আনন্দেতে।
" তোমা সভা সমাগমে পৌরজন　হবে সমধিক আহ্লাদিত চিত্তে!

২৩

" সমাগত সচ্চরিত্র কৌরবেরা　নিমন্ত্রিত যত রাজগণ সবে
" প্রীত প্রফুল্লিত হইবেন চিত্তে　এথা সমাগত দেখি তোমা সবে !"

২৪

হে বিজয়ি শ্রেষ্ঠ উদার সুধীর !　ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত্ত দ্যূতকারগণে
করেছে নিযুক্ত, দেখিবে সতর্কে !　এইজন্য আমি এসেছি এখানে !

২৫

কুরুরাজ আজ্ঞা করিয়া পালন　হস্তিনানগরে চল যুধিষ্ঠির !
সবিশেষ কথা কহিলাম এই,　যাহা শ্রেয় বুঝ, কর তাহা স্থির।"

২৬

বিদুরের কথা শুনি যুধিষ্ঠির　কহিলেন "তাত ! দ্যূতক্রীড়া হ'লে
হবে বিসম্বাদ প্রমাদ ঘটনা,　হেন কার্য্যে রত হইব কি ব'লে ?

২৭

জানিয়া শুনিয়া ভুজঙ্গের মুখে কি প্রকারে হস্ত করিব অর্পণ ?
জানিয়া শুনিয়া কি প্রকারে প্রাজ্ঞ, করেতে লইব জ্বলন্ত দহন ?

২৮

এ কার্য্যে আপনি কি বলেন ? মোরে বলুন সে কথা ; আমরা সকলে
আপনার মতে আছি অবস্থিত, আপনার বাক্য ব্রহ্মবাক্য ব'লে

২৯

মানি, জানি তাহা অভ্রান্ত অটল, হে তাত !—মহাত্মা মহাপ্রজ্ঞাবান।
ধার্ম্মিককুলের আদর্শ ধর্ম্মাত্মা ! পাণ্ডবে বিপদে রক্ষার নিদান !

৩০

আসন্ন বিপদ শঙ্কুল প্রস্তাবে কি আজ্ঞা পাণ্ডবে করেন আপনি ?
বিদুর বিমর্ষে কহিলেন তবে " দ্যূত যে অনর্থ নিদান তা জানি,

৩১

উপস্থিত ক্ষেত্রে নিশ্চয় কলহ হইবে, অনর্থ হইবে তাহাতে ;
এইরূপে কত বুঝাইয়াছিনু, তথাপি রাজন তোমায় লইতে

৩২

পাঠালেন মোরে, হে বিদ্বান ! ইথে— যাহা শ্রেয় বুঝ কর সেই কাজ,
সমস্ত বিদিত করিলাম আমি,—কর্ত্তব্য যা হয় কর মহারাজ।"

৩৩

বিদুরের বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন "তাত ! জিজ্ঞাসি আবার,
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ব্যতীত তথায় আর কোন কোন ধূর্ত্ত দ্যূতকার

৩৪

ক্রীড়ার্থে আহূত হয়েছে সম্প্রতি, যাহাদের সঙ্গে শত শত ধন
পণরাখি আমি খেলাইব অক্ষ ?" বিশেষ আমায় বলুন বিদ্বান।

৩৫

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনিয়া বিদুর কহিলেন " বলি শুন পৃথ্বীশ্বর !
অক্ষতত্ত্বাভিজ্ঞ কৃতহস্ত চক্রী মর্য্যাদা-বিলোপী গান্ধার-ঈশ্বর।

৩৬

ধূর্ত্তচূড়ামণি শকুনি, আপনি— রাজা বিবিংশতি, চিত্রসেন আর
সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় আদি ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক যত দ্যুতকার

৩৭

ক্রীড়ার্থে প্রস্তুত রয়েছে তথায়।” শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তি অকুশল,
কহিলেন “প্রাজ্ঞ! তবেইত, যত ভীষণ কুচক্রী দ্যুতকার দল

৩৮

রয়েছে তথায়!—থাকুক, তা বলে কি করিব আর? উপায় ত নাই!
দৈববশে বিশ্ব চালিত সতত, দৈবে যা ঘটাবে ঘটিবে তাহাই।

৩৯

হে কবে! জনক, সর্ব্বদা পুত্রের ইচ্ছা অনুগামী স্নেহ পরাধীনে।
পুত্র পক্ষপাতী কুরু রাজবাক্যে চাহি না প্রবৃত্ত হইতে দেবনে।

৪০

আপনি যে আজ্ঞা করিবেন, তাই করিব, হে প্রাজ্ঞ, হিতৈষী সুজন!
পরন্তু শকুনি প্রগল্ভ হইয়া ক্রীড়ার আহ্বান করিলে তখন

৪১

অবশ্য খেলিব, আহুত হইলে, পরাঙ্মুখ না হইব কোন মতে,
ইহাই আমার চিরন্তনব্রত, কিন্তু ইচ্ছাক্রমে শকুনি সহিতে

৪২

করিব না ক্রীড়া, ইচ্ছায় কে কবে বিপদে আহ্বান করে সংসারেতে?
অহো দৈব! তুমি সকলের মূল তোমার শাসন কে পারে লঙ্ঘিতে?”

৪৩

ভবিতব্য কার কিরূপ কে জানে? কে জানে কি কার্য্যে ঘটিবে কি ফল?
কে জানে কখন কোন নিয়মেতে ঘটে জীব ভাগ্যে কুশলাকুশল?

৪৪

ভবিতব্য দ্বার মুক্ত হত যদি— থাকিত জীবের প্রবেশাধিকার—
তাহলে কি বিশ্ববৈচিত্র থাকিত? হত দুঃখময় এ নর সংসার।

৪৫

মহাপ্রাজ্ঞ সত্যধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির
মানব-স্বভাবে হইয়া বিভ্রান্ত— অধীন হইয়া অন্ধ নিয়তির,

৪৬

কৌরবের চক্র বুঝেও, কেবল দৈবের উপরে করিয়া নির্ভর,
অনর্থের মূল দ্যুতক্রীড়া তরে হইয়া সম্মত, হইয়া তৎপর,

৪৭

গমনোপযোগী আয়োজন তরে করিলেন আজ্ঞা অনুচরগণে।
পরদিন প্রাতে ভ্রাতৃমাতৃসহ, দ্রৌপদী প্রভৃতি প্রিয়তমাগণে,

৪৮

অনুচর আদি, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, সকলেরে সঙ্গে লইয়া রাজন,
বাহ্লিক প্রদত্ত রথে আরোহিয়া হস্তিনাভিমুখে করিলা গমন!

৪৯

রত্নময় ভূষা দিব্য পরিচ্ছদ রাজলক্ষ্মী দ্বারা হয়ে দীপ্যমান,
ইন্দ্রকল্প মহাবাহু পঞ্চ ভাই বিদুরের সঙ্গে করিলা প্রস্থান!

৫০

হস্তিনানগরে হয়ে উপনীত প্রথমতঃ যথা ন্যায় সমাদরে,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা সহ সম্মিলিত হইয়া, সবারে

৫১

বন্দনালিঙ্গন করি বিধিমতে; পরে সোমদত্ত, শল্য, দুর্য্যোধন,
গান্ধারাধিপতি শকুনি প্রভৃতি, দুঃশাসন আদি যত ভ্রাতৃগণ,

৫২

জয়দ্রথ আদি কুরুগণ সবে, সমাগত যত নরপতিগণে,
যথা রীতি করি প্রিয় সম্ভাষণ, অতঃপর যত ভ্রাতৃগণ সনে—

৫৩

হয়ে পরিবৃত, রাজগৃহ মধ্যে— যথা প্রজ্ঞাবান কৌরবের পতি
ধৃতরাষ্ট্র ধীর আছেন বসিয়া সেই স্থানে গিয়া পার্থ মহামতি

৫৪

প্রণত হইয়া পাদপদ্মে যত্নে, দেবোপম অঙ্কে করিলা পূজন,
অন্ধ সকলেরে আশীর্ব্বাদ করি, করিল সাদরে ললাট চুম্বন।

৫৫

তদনন্তর রাজ্ঞী গান্ধারী যথায়, স্নুষাগণ সহ হয়ে পরিবৃতা,
পুষ্পবীথিকায় যেন পারিজাত! আছেন বসিয়া, গিয়া সবে তথা

৫৬

ভক্তিভাবে সেই পতিব্রতা পদে, হইয়া প্রণত, হলেন সম্প্রীত।
পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া নয়নে কুরুবৃদ্ধগণ হ'ল হর্ষান্বিত।

৫৭

দেখি সেই সব পুরুষ-সিংহেরে কাহার অন্তরে আহ্লাদ না হয়?
পুরুষ গুণেতে বিভূষিত সেই ইন্দ্রকল্পরূপে কোন্ সদাশয়

৫৮

না হয় মোহিত? নীচাশয় জন, গৌরবান্ধ হয়ে সন্তাপিত হয়!
ভাবে শত্রু বলে, কিন্তু সেই মূঢ় জানে না সৌন্দর্য্যে গর্ব্ব চূর্ণ হয়?

৫৯

পাণ্ডব সৌন্দর্য্যে ক্রূর দুর্য্যোধন অসন্তুষ্ট, দহে সন্তাপ-অনলে
পাণ্ডবের তাহে কি হইবে বল? কাঞ্চন পুড়িয়া দ্বিগুণ উজলে!

৬০

বধূগণ সবে দ্রৌপদীর সেই দীপ্তিমতী মহামহিমা মণ্ডিত
জগতদুর্লভ রূপরাশি হেরি অবশ্য হৃদয়ে হ'ল সন্তাপিত।

৬১

সহজে অবলা সৌন্দর্য্যের দাসী, যাহাদের ইহ সংসার মধ্যেতে,
সৌন্দর্য্যই আশা অবলম্ব যষ্টি, যারা দিবানিশি সৌন্দর্য্যের স্রোতে,

৬২

ভাসিয়া ভাসিয়া বিকাসে মাধুরী, সৌন্দর্য্য-গর্ব্বেতে করে টলমল!
কোমলাঙ্গী—কিসলয় কমকান্তে! কতক্ষণ? রূপ জুয়ারের জল।

৬৩

স্ফটিক সঙ্কাশ পদ্মপত্র বারি   টলমল ভাবে বিকাসি মাধুরী,
ভিতরে অসার অপদার্থ, আঁখি   পলকে মিলায়! এ হেন সুন্দরী

৬৪

অন্যের অতুল সৌন্দর্য্য নিরখি   হবে যে ঈর্ষিতা সন্দেহ কি তাতে,
রূপ অভিমানী অবলা তাহারা!   গুণ অভিমানী পুরুষ জগতে

৬৫

সমস্তই; যেই পরের সদ্গুণে   না হয় সন্তপ্ত, সেই সদাশয়।
পরগুণে যেই অন্ধ, সেই অতি   সংকীর্ণহৃদয় অবলার প্রায়

৬৬

নিজ ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ সতত,   নীচতা তাহার বড় ভয়ঙ্কর!
দুর্য্যোধন এই ধাতুতে নির্ম্মিত,   যার নামে ঘৃণা করে থাকে নর!

৬৭

গৌরবানুভব উন্নতির মূল,   কিন্তু সর্ব্বক্ষণ হয়ে সাবধান,
আত্মবৎ পর গৌরবের প্রতি   করিও সুবিজ্ঞ মর্য্যাদা বিধান।

৬৮

আত্মগৌরবেতে না হইয়া অন্ধ,   পরের গৌরব বুঝে যেই জন,
তিনিই মহাত্মা, চিত্তবৃত্তি তাঁর   বিশুদ্ধ প্রশস্তে পরশে গগন!

৬৯

গর্ব্ব আর আত্মগৌরব উভয়ে   একবস্তু, নয় স্বতন্ত্র দুয়েতে।
আত্মগৌরবেতে অন্ধ হয়ে যেই   পরের গৌরব না পায় দেখিতে,

৭০

সেই সে গর্ব্বিত, সংসার কণ্টক!   আপনার সহ পরের মর্য্যাদা
বুঝে যেই নর, পালে বিধিমতে,   মাহাত্মা সে, ইহা নহেক অন্যথা।

৭১

যাহা হৌক সেই পুরুষসিংহেরা   লয়ে অনুমতি করিয়া বিশ্রাম
(রঙ্গমন্দিরেতে) তদন্তর সবে   হৃষ্টচিত্ত হয়ে করিয়া ব্যায়াম

৭২

স্নান দান পূজা ভোজনাদি করে নিত্যকৃত্য সব করি সমাপন,
পরম সুখেতে যাপিলা যামিনী, ক্রমে প্রতিভাত প্রভাত লক্ষণ।

৭৩

গৃহে ম্লান মণিময় দীপপ্রভা গগনে সুধাংশু ক্রমে পরিম্লান,
ক্রমে পরিম্লান নিবু নিবু ভাতি— স্ফুট তারাবলী, উষার নিশান

৭৪

হেমাম্বুদ দাম পূর্ব্বাকাশপটে প্রভাসিত ! বিশ্ব হাসিছে আনন্দে,
বহিছে মৃদুল প্রাতঃসমীরণ, কুসুম সুরভি মকরন্দ গন্ধে

৭৫

আমোদিয়া দিশি ! গাইছে প্রভাতি প্রকৃতির পিক পাপিয়া ময়ূর,
হু—কুহু, পিও—পিও, কেকা গানে, (জাগিছে ভারত গগন সুদূর !)

৭৬

.াইছে প্রভাতি মধু মাতয়ারা অলি, ফুলবধূ প্রেমভাব ভরে,
শুনি সে সঙ্গীত তরুব্রততীর পল্লবে পল্লবে নীহারাশ্রু ঝরে।

৭৭

গাইছে প্রভাতী বন্দী রাজগৃহে, জাগাইতে পাণ্ডুরাজ পুত্রগণে,
"গা তোল প্রতীপকুলরত্নধ্বজ যুধিষ্ঠির, রাজরাজেন্দ্র ! এক্ষণে

৭৮

প্রভাত শর্ব্বরী, জাগ্রত প্রকৃতি, প্রফুল্লিত পৃথ্বী নরনারীদল,
বহিছে সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ বিতরি সুরভি পুষ্প পরিমল,

৭৯

ডাকিছে দৈয়াল, ডাহুক, ডাহুকী, ফিঙ্গা, শুক, শারী, শামা, পারাবত
পাপিয়া, কোকিল, অলিকুল কিবা করিছে মধুর বীণার সঙ্গত !

৮০

পূর্ব্বাকাশপটে রক্তরাগচ্ছটা অরুণ অলক্তে উজলি ভুবন
উঠিল হে ! উঠ উঠ পৃথ্বীপতি, চেয়ে দেখ সূর্য্য-সুবর্ণ-কিরণ

৮১

প্রসাদ পাদপচূড়ে প্রতিভাত! বাষ্পধবলিত জাহ্নবী-সলিলে
ভাসে রবিরশ্মি, যেন দ্রবীভূত তপ্তকাঞ্চনের স্রোতঃ ঢলঢলে

৮২

বয়ে যায়! উঠি দেখ পৃথ্বীপতি, আর কতক্ষণ রহিবে শয্যাতে?
ত্যজি নিদ্রা ঐ অরুণের সহ কিরণ বিস্তার কর ভুবনেতে।

৮৩

সর্ব্বলোক চক্ষু ভাস্করের প্রায় তুমিও পৃথ্বীর চক্ষু পৃথ্বীপতি!
সৃষ্টিস্থিতিলয় হয় সূর্য্যকরে, তব করে প্রভু হয় সৃষ্টিস্থিতি।

৮৪

নাশের বাসনা নাই তব তাই, নতুবা তোমার প্রচণ্ড প্রভায়,
কতক্ষণ সৃষ্টি থাকে মহাবাহো? তোমার প্রভাব অলঙ্ঘ্য ধরায়!

৮৫

মহারাজ! গা তোল হে, সুপ্রভাত। পর রাজবেশ প্রকৃতিরঞ্জন;
ন্যায়, সত্য, ধর্ম্ম, দিব্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে প্রকৃতি পালন

৮৬

কর হে ধর্ম্মাত্মা! মহাত্মা, তুমি হে প্রতীপকুলের প্রদীপ্ত ভাস্কর,
সমৃদ্ধি, সম্মানে, সদ্গুণে হে তুমি অতুল পৃথ্বীতে, পুণ্যের আকর!

৮৭

গাতোল হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব! রজনী প্রভাত, প্রভাত অরুণ কিরণ,
মুক্ত বাতায়ন পথে ধীরে ধীরে প্রবেশিছে দেখ মেলিয়া নয়ন।

৮৮

তপ্তকাঞ্চনাভ বর্ণেতে তোমার, হইয়া বালার্ক কিরণ সম্পাত,
দ্বিগুণিত জ্যোতিঃ প্রকাশে! গাতোল, গাতোল হে, ওহে পাণ্ডবের নাথ!

৮৯

উঠ মহাবাহো মধ্যম পাণ্ডব! বিক্রমকেশরী বীরচূড়ামণি!
ভ্রাতৃধর্ম্মভক্ত, উদার, তেজস্বী, অসমসাহস সমরে অগ্রণী।

৯০

তব সম যুদ্ধবীর ভূমণ্ডলে আর নাই, তব বিক্রম প্রভাতে
ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, অরুণ, সকলে নিষ্প্রভ, সম্মুখ রণেতে

৯১

কালান্তক গদা লয়ে যবে করে, দাঁড়াও সক্রোধে ওহে মহাবল!
কোন্ দেব, নরাসুর, কোন্ অদ্রি, কোন্ মহাসিন্ধু থাকে হে অটল?

৯২

ওহে বীরত্রাস, মহাযোধ ভীম! আর কতক্ষণ রহিবে শয়নে?
সুপ্রভাত সুখযামিনী, দেখ হে অলিন্দ উজলে অরুণ কিরণে।

৯৩

সুপ্রভাত সুখযামিনী, গাতোল তৃতীয় পাণ্ডব বীরেন্দ্র বিজয়ী
ত্রিভুবন-ত্রাস মহারথকুল- অগ্রগণ্য, মহাতেজস্বী, বিনয়ী,

৯৪

একাধারে সত্ব রজঃ তমো আদি পরস্পর সুবিরোধি গুণত্রয়
প্রাপ্ত পরিপাক! চন্দ্রবংশে প্রভো নর নারায়ণ! জ্ঞানের আলয়।

৯৫

ভ্রাতৃধর্ম্মভক্ত জিতেন্দ্রিয় বীর, জিতআত্মা, জগদীশ প্রিয়মিত্র!
যোগেন্দ্র, রাজেন্দ্র, বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র! যোগিরাজ, প্রাজ্ঞকুলপূজ্যপাত্র!

৯৬

নবজলধর বরণ সুন্দর, বিশাল আয়ত পদ্মপত্র নেত্র,
বিশাল প্রশস্ত কপাল, কপোল— কোমল শ্যামল চলদল পত্র—

৯৭

জ্যোতির্ম্ময়! তাহে বিস্রংসিত কিবা হেম মণিময় কুণ্ডল কণ্ঠেতে
মণিময় হার দুলেছে উরসে, যেন তারাবলী শ্যাম গগনেতে—

৯৮

প্রকাশিছে দ্যুতি! আহা হেনরূপে কার চিত্ত নাহি হয় বিগলিত?
সুপ্রভাত সুখযামিনী, অর্জ্জুন! গা তোল হে, রূপ কর প্রকাশিত।

৯৯

সুপ্রভাত সুখযামিনী, গা তোল নকুল সুরথ মন্মথ মূরতি,
মহাবাহো, মহাপ্রাজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মন্ সত্যনিষ্ঠ ভ্রাতৃভক্ত মহামতি।

১০০

সুপ্রভাত সুখযামিনী, গা তোল সহদেব! সাধুচিত্ত বীরবর!
জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত ন্যায়নিষ্ঠ, ভ্রাতৃধর্ম্মভক্ত ঔদার্য্য-আকর।

১০১

সুপ্রভাত সুখযামিনী, গা তোল ভুবনমোহিনী যাজ্ঞসেনী সতী,
বীরবালা, বীরললনী, সম্রাজ্ঞী, পাণ্ডবগৃহিণী মহাগুণবতী,

১০২

নারীকুলনিধি, রাজ্ঞীকুলসিংহী, বীরা তেজস্বিনী, বীরবিনোদিনী!
সত্য-ধর্ম্ম-জ্ঞানরত্নে বিভূষিতা, রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, পদ্মিনী,—

১০৩

পদ্মগন্ধা, পদ্মপলাশনয়না, নীলপদ্মনিভ নীরদবরণী,
সুদীর্ঘ সুনীল কুটিলকুন্তলা, নধর যৌবনা, গুরুনিতম্বিনী।

১০৪

শ্রবণে রুচির হৈমরত্নময় কুণ্ডল, কণ্ঠেতে মণিময়হার,
মৃণাল কোমল করে মণিময় কঙ্কণ, কটিতে চন্দ্রমণিহার।

১০৫

পরিধান দিব্য পীতপট্টবাস রতন-কাঞ্চন-জড়িত, যে মরে
শ্যামপত্রভার দল্মলিতা লতা, আচ্ছাদিত পীত কুসুম আন্তরে।

১০৬

সুপ্রভাত সুখযামিনী, গা তোল পাণ্ডব মহিষী যাজ্ঞসেনী সতী!
উঠ উঠ, চেয়ে দেখ বরাঙ্গনে! গগন প্রাঙ্গণে গগনের ভাতি।

১০৭

উঠ চেয়ে দেখ গবাক্ষের পথে, স্বচ্ছ শ্যামদ্যুতি সরসীর নীরে
বালার্ক কিরণ হইয়া সম্পাত, ফুটে সুহাসিনী কমলিনী ধীরে।

১০৮

সুপ্রভাত সুখযামিনী, গা তোল পাণ্ডবমহিষি ! দেখ নেত্র মেলি
মুক্ত বাতায়নে প্রাতঃসমীরণ প্রবেশি শয্যায় করিতেছে কেলি

১০৯

করিতেছে কেলি তব কেশদামে, গণ্ডস্থল স্পর্শি অলকার স্তরে,
নানা ফুলরেণু মকরন্দকণা ফুলে ফুলে আহরিয়া সমাদরে

১১০

সাধিছে তোমায়! নিকুঞ্জ হইতে, অলিকুল, আহরিয়া ফুলমধু।
তব পদ্মগন্ধ মুখপদ্মোপরে বসিতেছে উড়ি, উঠ বীরবধূ!

১১১

অগুরুচন্দন আদি গন্ধরস অঙ্গরাগ যাহা ছিল যামিনীতে
এবে মুছে গেছে, বিম্ব ওষ্ঠাধরে তাম্বুলের রাগ মলিন প্রভাতে।

১১২

চরণ অলক্ত রাগ শয্যাস্পর্শে প্রভাহীন, উপাধান সংঘর্ষণে
সখীস্বরচিত রুচির কবরী বিশিথিল, কণ্ঠহার বিমর্দ্দনে

১৩

পীনোন্নত সুরুচির উরসিজে কমনীয় চিহ্নরাজি অলঙ্কৃত
শ্রুতির কুণ্ডল কমগণ্ডস্থলে চাপি মনোহর দৃশ্য রেখাঙ্কিত!

১১৪

আর কেন? উঠ উঠ পৃথ্বীশ্বরি! সুপ্রভাত সুখযামিনী এক্ষণে
তব নিদ্রা ভঙ্গ হেতু ঐ শুন প্রকৃতি আপনি গায় কুঞ্জবনে।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

১

অপূর্ব্ব দর্শন স্ফটীক তোরণ— স্থপতি বিদ্যার সীমা সুখধাম।
বৈদূর্য্য রতনে উজ্জ্বল কাঞ্চনে খচিত বিচিত্র চিত্র অভিরাম।

২

অতি সুশোভন রতন কাঞ্চন জড়িত বিচিত্র আস্তরণ তায়
বিস্তৃত সুন্দর, শোভে তদুপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন, যাহায়

৩

বিবিধ রতনে উজ্জ্বল কাঞ্চনে সাগরাবর্ত্তীয় মুকুতা ঝালরে,
সূক্ষ্ম শিল্পিগণে অতীব যতনে করেছে সজ্জিত জীবন্ত আকারে।

৪

এ হেন আসন শোভে অগণন উপবিষ্ট তায় রাজন্য মণ্ডল
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ হয়ে একমন উপবিষ্ট, ইন্দ্রকল্প মহাবল

৫

কৌরবের পতি অন্ধমহামতি অগ্রে, পরে ভীষ্ম দ্রোণ মহাবীর,
মহাপ্রজ্ঞাবান বিদুর ধীমান, কৃপ-কর্ণ-অশ্বত্থামা-শল্য ধীর;

৬

সহ ভ্রাতৃগণ রাজা দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি দ্যূতপ্রাজ্ঞ যত
ক্রূরচক্রীদল! জিনি আখণ্ডল পঞ্চভ্রাতা সহ হয়ে সমবেত

৭

কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে সভার! রত্নগৃহে রত্ন আসনে সুন্দর,
রত্নময় দিব্য পরিচ্ছদধারী সিংহগ্রীব বীরকান্তি মনোহর,

৮

রাজেন্দ্রগণেতে হয়ে সমবেত! যেন সুরলোকে বৈজয়ন্তপুরে
একত্রিত যত দেবতা মণ্ডল! কোন গূঢ় কার্য্য সম্পাদন তরে।

৯

একতান মন গভীর নিস্তব্ধ! শব্দমাত্র শ্রুত হয় না সভাতে,
প্রলয়ের পূর্ব্বে যেন মহাসিন্ধু অক্ষুব্ধ গম্ভীর! অথবা তা হ'তে

১০

গুরুতর মহাপ্রলয় পূর্ব্বেতে যেন স্তব্ধ স্থির নির্ম্মল গগন!
সহসা চৌদিক কম্পিত করিয়া নরকণ্ঠ ধ্বনি হইল তখন!

১১

গান্ধারাধিপতি শকুনি সম্ভ্রমে করি সম্বোধন কহিল পার্থেরে,
"হে রাজেন্দ্র, সত্যব্রত যুধিষ্ঠির! এই দিব্য সভা দ্যুতক্রীড়া তরে

১২

সমবেত, চেয়ে দেখ মহারাজ দর্শনার্থী আর ক্রীড়ার্থীগণেতে
সমাকীর্ণ, সভা সাগরসদৃশ গম্ভীরদর্শন, তব অপেক্ষাতে,

১৩

সভ্যগণ সব উপবিষ্ট, তবে ক্রীড়ার নিয়ম করি অতঃপর
কর ক্রীড়া, আর বিলম্ব কি জন্য? এই লও পার্থ! অক্ষ মনোহর!"

১৪

শকুনির বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন "শুন গান্ধারের পতি,
কপটতাপূর্ণ ক্রীড়া পাপকর্ম্ম— হেন কর্ম্মে মোর হয় না প্রবৃত্তি।

১৫

ক্ষত্রিয় বিক্রম নাই কিছু ইথে, নাহিক নৈতিক ফলের সম্ভব।
প্রাজ্ঞনিন্দনীয় গর্হিত কুকার্য্য— দুর্ব্বলের অবলম্বন কৈতব।

১৬

কিতবের যাহা গৌরব সংসারে, বৃথা সে গৌরব! বঞ্চনা হইতে
জন্মে যাহা, তাহা অবশ্যই পাপ পাপের প্রশংসা কে করে জগতে?

১৭

হে গান্ধারপতি! করি কপটতা— অন্যায়ে পরাস্ত ক'র না পাণ্ডবে।
নৃশংসের মত করিয়া ব্যভার সংলিপ্ত আমায় কর না কৈতবে!"

১৮

শকুনি কহিল "হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! বৃথা কেন নিন্দা করিছ কিতবে?
ধনের মমতা করিয়া যদ্যপি শঙ্কা ক'রে থাক কাজ নাই তবে!

১৯

জয় পরাজয় মর্ম্মজ্ঞ যে জন, সেই জন জানে ক্রীড়ার গৌরব।
পুরুষার্থহীন ভীরু গ্রন্থকীট— ক্রীড়ার মহিমা কি বুঝিবে সব?

২০

হে রাজেন্দ্র! তুমি পুরুষকেশরী হইয়া নিতান্ত অপদার্থ প্রায়,
বালকের মত ভীত হয়ে কেন কৈতবের নিন্দা করিছ সভায়?

২১

ভীত যদি হও হইলাম ক্ষান্ত! আবশ্যক কিবা? চাহিনা খেলিতে।
হইয়া আহুত ধনের মায়ায় হলে পরাঙ্মুখ সভার মধ্যেতে?

২২

অহো! কি অখ্যাতি? ক্ষত্রিয় সন্তান! আহুত হইয়া হইলে বিমুখ?
প্রাণের মমতা করে না ক্ষত্রিয়, সামান্য ধনেতে বাঁধিলে না বুক?"

২৩

শুনি শকুনির কপটোক্তি, ধীর প্রাজ্ঞ সত্যসন্ধ কুন্তীর কুমার—
কহিলেন "শুন গান্ধার রাজন! পাণ্ডব যে ভীরু জানে তা সংসার!

২৪

অক্ষক্রীড়া কভু নয় বীরধর্ম্ম, ধর্ম্মসহকারে যুদ্ধে জয়ী হলে
পুরুষার্থ! সেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সংসার তাহারে পূজে বীর ব'লে!

২৫

ক্রূরতা শঠতা নহে ক্ষত্রধর্ম্ম— ধর্ম্মযুদ্ধ মাত্র ক্ষত্রিয়ের ব্রত।
ধনের মমতা করি নাই আমি— কৈতবে কিছুই নাহিক মহত্ব।

২৬

অধর্ম্মেতে যার স্ফূর্ত্তি, সংসারেতে পুরুষার্থ যায় কিছুমাত্র নাই,
এ হেন যা কার্য্য দুর্ব্বলের বৃত্তি— কৈতবের আমি নিন্দা করি তাই।

২৭

শঙ্কায় বিমুখ হইবে পাণ্ডব? আহুত যখন হয়েছি এথায়,
পরাঙ্মুখ নাহি হইব কদাচ, অবশ্যই ক্রীড়া করিব সভায়।

২৮

দৈব বশবর্ত্তী সংসার সতত যা হবার হবে বিধাতা-ইচ্ছায়!
অকার্য্য সুকার্য্য সকলি কর্ত্তব্য, নিয়তির লক্ষ কে বুঝে ধরায়?

২৯

কার সঙ্গে মোর হবে দ্যূতক্রীড়া? মম প্রতিপক্ষে কে রাখিবে পণ?
হেন সভ্য বল কে আছে এথানে? মমপ্রতিপক্ষ হবে যেই জন?

৩০

বল অগ্রে, ক্রীড়া হইবে পশ্চাৎ ধন অপচয়ে ডরে না পাণ্ডব।
ধর্ম্ম অপচয়ে আশঙ্কা কেবল! ধর্ম্মই আমার অমূল্য বৈভব।

৩১

ক্ষুদ্রজনসেবী ধন ত সংসারে, রত্নকাঞ্চনাদি জন্মে অবনীতে।
ধর্ম্ম ধন অতি অমূল্য—স্বর্গীয়! স্বর্গেও দুর্ল্লভ! ধর্ম্মের জন্যেতে,

৩২

এই পঞ্চভূত মাংসপিণ্ড দেহ, এই যে চৈতন্য, বিধাতৃজীবন,
তৃণবৎ ত্যজ্য করিতেও পারি! হে শকুনে! তুমি ভেবনা তেমন।

৩৩

বল কার সঙ্গে হবে মোর ক্রীড়া? পণের মীমাংসা হ'ক অতঃপর,
ধর্ম্মে অগ্রবর্ত্তী করি সাবধানে দেবন আরম্ভ হ'ক তারপর।

৩৪

শুনি দুর্য্যোধন কহিল তখন "হে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ রাজধুরন্ধর!
আমি ধনরত্ন দিতেছি সমস্ত, আমার নিমিত্তে গান্ধার ঈশ্বর

৩৫

মাতুল আমার করিবেন ক্রীড়া, ফলভোগী আমি হইব তাহার।
পরাস্ত হইলে দিব রত্নধন, জয় যা হইবে সমস্ত আমার!"

৩৬

শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুনঃ একথা কখনো নহে সুসঙ্গত ;
একের ক্রীড়ায় অন্যে ফলভোগী হইবে, ইহা কি ব্যবস্থাসঙ্গত ?

৩৭

হে বিদ্বন! তুমি করিয়া বিচার, বল দেখি একি সুসঙ্গত হয়?
নিতান্তই যদি হয় তাই শ্রেয়, আপত্তি কি ? তাই হউক না হয়!"

৩৮

দ্যূতক্রীড়া স্থির হইল তখন, সভ্যগণ অতি কৌতুহলী সবে।
কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য আর ধর্ম্মাত্মা বিদুর বিমর্ষ নীরবে,

৩৯

অতি মৌনভাবে উপবিষ্ট! এঁরা যথার্থ মহাত্মা, এই চারি জন
কুরুপাণ্ডবের যথার্থ হিতার্থী, কাজেই ইহাঁরা বিরসবদন!

৪০

অতঃপর পৃথ্বীপতি যুধিষ্ঠির— কহিলেন "অহো রাজা দুর্য্যোধন!
"এই যে সাগর আবর্ত্ত সম্ভূত রত্নময়—মহামূল্য সুদর্শন—

৪১

রত্নহার মম কণ্ঠে রহিয়াছে, এই হার আমি রাখিলাম পণ।
বিলম্বে কি কার্য্য ? সত্বর হইয়া দ্যূতক্রীড়া তবে হউক এখন।"

৪২

অতঃপর সেই মহাক্রূরমতি— অক্ষতত্ত্ববিদ গান্ধার রাজন,
লয়ে অক্ষসারি ফেলাইয়া, ধূর্ত্ত- কহিল সদম্ভে "জিনিলাম পণ"!

৪৩

শকুনির সেই দম্ভোক্তি শুনিয়া কহিলেন সেই কুন্তীর কুমার ;—
"সৌবল! কাপট্যে হইয়া বিজয়ী— বৃথা কেন গর্ব্ব কর পুনর্ব্বার ?

৪৪

আচ্ছা, এস দেখি খেল পুনর্ব্বার! সহস্র সহস্র রাখিতেছি পণ।
নিষ্ক পরিপূর্ণ অসংখ্য মঞ্জুষা— কোষপরিপূর্ণ শৈলাকৃতি ধন।

৪৫

শৈলাকৃতি স্বর্ণ রৌপ্যময় ধাতু— আছে বহুতর পরিমাণ নাই,
খেল দেখি তুমি গান্ধার রাজন! এ বাজীতে পণ রাখিলাম তাই।"

৪৬

শুনিয়া শকুনি লয়ে পাষ্টিসার কপটতা করি ফেলায়ে আবার,
কহিল সদম্ভে "দেখ মহারাজ! এ বাজীও জিত হয়েছে আমার!"

৪৭

কহিল কৌন্তেয় "কি হইবে তায়? খেল পুনর্ব্বার, রাখিলাম পণ—
জলদ-জলধি-নিনাদী গম্ভীর, সহস্রেক রথ তুল্য সুদর্শন,

৪৮

ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রত্ন সমুন্নিত কাঞ্চন-কিঙ্কিণী জাল বিভূষিত,
হৃদয়াহ্লাদন অপূর্ব্ব দর্শন রাজরথ যার তুলনা রহিত

৪৯

অবনীমণ্ডলে, যাহাতে আরোহি— সম্প্রতি আমরা এসেছি এস্থানে,
যার ঘোরতর গতি বিক্রমেতে কাহারো নিস্তার নাই ত্রিভুবনে;

৫০

কুমুদসদৃশ কান্তি মনোরম রাষ্ট্র প্রশংসিত অশ্ব চতুষ্টয়
যাহারে বহন করে মহাবেগে, সেই জয়শীল রথসহ হয়,

৫১

রাখিলাম পণ ক্রীড়ার কারণে; জিত দেখি বাজী গান্ধার ঈশ্বর!"
শুনিয়া শকুনি করি কপটতা ফেলাইয়া অক্ষ, হইয়া তৎপর

৫২

কহিল "এবারো জিনিলাম পণ, এই দেখ পার্থ!" শুনি যুধিষ্ঠির—
কহিলেন "জিন, কি হইবে তায়? পুনর্ব্বার খেল দেখি ধূর্ত্ত বীর!

৫৩

সুকেশী—ষোড়শী—সুন্দরীর শেষ স্বর্ণ রত্নময় ভূষণ ভূষিতা,
সুগন্ধ চর্চ্চিতা রুচির বসনা চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষিতা, পণ্ডিতা,

৫৪

নৃত্য সংগীতাদি নিপুণা, প্রসন্না, মধুরভাষিণী গুণবতী অতি—
এক লক্ষ দাসী আছে রাজগৃহে, দেব দ্বিজ রাজ শুশ্রূষায় ব্রতী;

৫৫

সেই সব দাসী রাখিলাম পণ, খেল দেখি, বাজী জিত পুনর্ব্বার?
শুনিয়া শকুনি কহিল সদম্ভে, "এই আমি বাজী জিতিনু আবার!"

৫৬

কহিল কৌন্তেয় "রাখিলাম পণ সহস্র সহস্র ভদ্র দাসগণ,
বয়সে তরুণ—প্রাজ্ঞ বুদ্ধি—ধীর— কার্য্যপটু—প্রিয় বিশ্বাসী, সুজন

৫৭

রঞ্জন কল্পেতে নিযুক্ত সতত, সতত নিযুক্ত অতিথিসৎকারে,
সতত সৎকর্ম্ম কুশল, এ হেন দাসগণে পণ রাখিনু এবারে।"

৫৮

শুনিয়া শকুনি করি কপটতা ফেলাইয়া অক্ষ কহিল দম্ভেতে,
"এবারো আমার হইয়াছে জয়! সত্য মিথ্যা এই দেখুন চক্ষেতে।"

৫৯

শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুনঃ— "হে সৌবল! দম্ভ করিও পশ্চাতে,
খেল পুনর্ব্বার কতই জিতিবে? পুনঃ আমি এই ধরিনু পণেতে,

৬০

নব মেঘ তুল্য বর্ণ মনোরম হেমমালী দিব্য পদ্মক রঞ্জিত
হল দণ্ড তুল্য দন্ত—মহাকায় মত্তহস্তী মোর আছে বহু শত,

৬১

সংগ্রামে তাহারা শব্দসহ, অতি বিক্রান্ত! সমর্থ পুর ভেদনেতে,
প্রত্যেকের আট আট মাতঙ্গিনী আছে বিদ্যমান, সে সব সহিতে

৬২

ধরিলাম পণ, শুনিয়া শকুনি যেন উপহাসি কহিল পার্থেরে,
ইহাও জিনিনু দেখ মহারাজ! আর যাহা আছে বলুন সত্বরে,

৬৩

শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুন "যত হস্তী মম, সেই পরিমাণ
হেমদণ্ডান্বিত পতাকা শোভিত সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত যুদ্ধযান,—

৬৪

প্রত্যেকেই রথ উপপন্ন রথী— সংগ্রামে অটল মহাবলাধার,
হেন রথী সহ সেই সব রথ পণীভূত মম হইল এবার।"

৬৫

শুনি কৃতবৈর ক্রূর দুষ্টচিত্ত শকুনি সদম্ভে ফেলি পাশ্টিসার
কহিল, "রাজন! এই দেখ চক্ষে এবারেও জিত হইল আমার।"

৬৬

শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুন "মম অগণিত যান বাহনাদি
শ্রেষ্ঠ রথ আরো আছে বহু শত, আছে লক্ষ লক্ষ বীর ভীমযোধী।

৬৭

ভীম পরাক্রমী অরিন্দম, ঘোর মল্ল—ভল্ল যুদ্ধে আঁটে কোন্ জন?
এই সব যানবাহনাদি সহ বীরগণে আমি রাখিলাম পণ।"

৬৮

শুনিয়া শকুনি করিয়া কপট অক্ষ নিক্ষেপিয়া কহিল দম্ভেতে,
"এই ত এবারো জিনিলাম বাজী— সত্য কি অসত্য নিরখ চক্ষেতে!"

৬৯

শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুন "হে সৌবল! দম্ভ করিও পশ্চাতে,
খেলিতেছ, তাই খেল ধীরে ধীরে, পাণ্ডবের ধন কত লবে জিতে?

৭০

তাম্রপত্রাবৃত চারি শত নিধি আছে মম, যাহা অমূল্য সংসারে,
জাতরূপস্বর্ণে নির্ম্মিত, প্রত্যেক পঞ্চদ্রোণ পরিমিত (স্তূপাকারে।)

৭১

সেই সব নিধি রাখিলাম পণ, হে সৌবল! ক্রীড়া কর পুনর্ব্বার।
শকুনি সদম্ভে অক্ষ নিক্ষেপিয়া কহিল "এবারো জিতিনু আবার!"

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

১

এইরূপ যথা সর্ব্বস্বাপহারী ঘোর দুরোদর হলে প্রবর্ত্তিত,
মহাপ্রাজ্ঞ ন্যায়দর্শী স্পষ্টবাদী— বিদুর ধীমান হইয়া ক্রোধিত,

২

সেই সভামধ্যে সম্বোধি অন্ধেরে কহিলেন অতি পরুষবচনে,
"মহারাজ! দিব্য নিশ্চিন্তে বসিয়া দেখিছ কৌতুক! ভাবিছ কি মনে?

৩

নির্ব্বংশ হইতে নাহিক বিলম্ব! এই যে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন,
কুল নাশকারী পাপাত্মা পাষণ্ড মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ যখন

৪

হয়েছিল, মনে আছে মহারাজ? গর্দ্দভের শব্দ করিল তখন,
সেই দুর্ব্বিকট শব্দ শুনি আমি— যাহা বলেছিনু আছে কি স্মরণ?

৫

"বলেছিনু—এই পাপাত্মার জন্ম বংশ নাশ হেতু নাহিক সন্দেহ,
এই বেলা এরে বিনাশ, নহিলে তর্পণ করিতে না রহিবে কেহ!

৬

মহারাজ! সেই ভবিষ্যত কথা সফল হইতে চলিল এখন,
এখনো উপায় আছে, যাহা বলি— অসংশয় চিত্তে শুনুন রাজন!

৭

এখনো ইহারে করি পরিত্যাগ, কুল রক্ষা কর হয়ে সাবধান,
একে ত্যাগি রক্ষা কর বহুজনে, নতুবা কাহারো নাই পরিত্রাণ!

৮

হে রাজন! হয়ে মোহপরবশ অকিঞ্চিৎকর ধনের কারণে,
পাণ্ডব নিগ্রহ-কার্য্য বিগর্হিত ক'র না ক'র না শুনহ শ্রবণে

৯

ত্যজি এই মূঢ় পাপাত্মা সন্তানে পাণ্ডবেরে রক্ষা কর মহারাজ,
শৃগাল বদলে কিন সিংহযূথ, কাকের বদলে কিন হংসরাজ।

১০

হে রাজন! তুমি নির্ম্মম কুঠারে ছেদন কর না দিব্য পুষ্পবন,
অঙ্গারকারের বৃত্তি পরিহরি মালাকার-বৃত্তি করহ গ্রহণ,

১১

পাণ্ডব তোমার ফলিত পুষ্পিত উদ্যান পাদপ, না করি বিনাশ,
নিত্য নব নব ফল পুষ্প তুলি— হও মহারাজ! হৃদয়ে উল্লাস।

১২

তাহা না করিয়া নিজ হস্তে যদি কুঠার-আঘাতে নাশ তরুবরে,
পশ্চাতে স্মরিবে বিদুরের বাক্য ভাসিয়া দারুণ শোকের সাগরে!

১৩

এই দ্যূতক্রীড়া সর্ব্বনাশ-মূল মহাভয়ঙ্কর কলহের হেতু,
দুস্তর নরক বর্ত্ম ভয়ঙ্কর, যমালয় যেতে বৈতরণী-সেতু।

১৪

মহারাজ! ঘোর সেনা সমন্বিত প্রতীপবংশীয় শান্তনুসুতেরা,
বাহ্লীক প্রভৃতি রাজবর্গ আর বৃদ্ধ যোষা শিশু আদি ভারতেরা,

১৫

এই পাপাত্মার অপরাধে সবে কষ্টের সাগরে ভাসিবে নিশ্চয়!
মহারাজ! শীঘ্র হও সাবধান, নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা কর্ম্ম নয়।

১৬

মদমত্ত হয়ে বৃষভ যেরূপ আপনার শৃঙ্গ ভগ্ন ক'রে ফেলে,
তদ্রূপ তোমার পাপাত্মা সন্তান মদমত্ত হয়ে আপনার বলে

১৭

আপনি বিনষ্ট হ'ল মহারাজ! শান্তিরে তাড়ায়ে দিল রাষ্ট্র হ'তে,
ক্ষত্রিয়-জীবন-অন্তকারী ভয় আহ্বান করিয়া আনিল গৃহেতে!

১৮

বালক-চালিত তরণী আরোহি সমুদ্র তরীতে চাহে যেই জন,
বিপদ তাহার সহচর, সেই কূলেই তরণী হয় নিমগন!

১৯

তদ্রূপ আপনি হয়ে প্রজ্ঞাবান, কবি বীরশ্রেষ্ঠ, উপেক্ষি প্রজ্ঞারে,
পর চিন্তাধীন হয় যেই জন বিপদ সতত সঙ্গে তার ফিরে।

২০

মূঢ় দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির সঙ্গে পণ রাখি ক্রীড়া করি প্রতিবারে,
হইতেছে জয়ী, তাহাতেই তুমি— প্রীত প্রফুল্লিত হতেছ অন্তরে?

২১

একবার চিন্তা করিছ না মনে, এই জয় হ'তে হবে সর্ব্বনাশ!
হবে ঘোর যুদ্ধ, মহারক্ত পাতে— উৎপন্ন করিবে মহা ঘোর ত্রাস!

২২

হে প্রতীপবংশী শান্তনুসুতেরা! কৌরবের এই সভার মধ্যেতে,
মম প্রাজ্ঞোচিত হিতবাক্য শুন, মহাপাপী দুর্য্যোধনের সঙ্গেতে

২৩

সংস্রব সবে কর পরিহার! করিয়া উহার পাপানুবর্ত্তন,
ঘোর প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে কর না প্রবেশ, হইবে নিধন!

২৪

ধর্ম্মাত্মা সুধীর যুধিষ্ঠির যদি অক্ষমদে অভিভূত চিত্ত হয়ে
ক্রোধ সম্বরণ না করেন, শেষ বৃকোদর আদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে,

২৫

হইবে দারুণ ক্ষিপ্ত ক্রোধান্বিত! নিকলিবে অগ্নি ললাট-ফলকে,
প্রলয়ের ভীম ঘন ঘোর রাবে বজ্র নিকলিবে, বিদ্যুত আলোকে—

২৬

চমকিবে দিশি! হেন মহা ঘোর তুমুল সময়ে দাঁড়াবে কোথায়?
বিপর্য্যস্ত হবে আকাশ মেদিনী—তখন সবার কে হবে আশ্রয়?

২৭

মহারাজ ! এই বিদুরের কথা শুনিয়া সত্বর হও সাবধান,
নিজে হয়ে ধনাকর, রত্নাকর, কেন এ পাণ্ডব নিগ্রহ বিধান ?

২৮

ক্রীড়ায় যদ্যপি জিন বহু ধন, তাহাতেই কিবা হইবে রাজন ?
অমূল্য পাণ্ডবধনে রক্ষা করি—খুলুন অক্ষয় রত্ন-প্রস্রবণ !

২৯

সৌবলের ক্রীড়া বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত মোরা আছি বহুদিন,
এই পার্ব্বতীয় দ্যূতের ছলনে অতি সুনিপুণ বঞ্চনা প্রবীণ।

৩০

মহারাজ ! এই চতুর শকুনি যথা হৈতে আসিয়াছে, সেই স্থানে
করুক প্রস্থান, এই মম ইচ্ছা, দ্যূতক্রীড়া আর না হয় এক্ষণে।”

৩১

শুনি বিদুরের পরুষোক্তি, ক্রোধে অধীর হইয়া কহে দুর্য্যোধন,
“ক্ষত্ত ! জানি তুমি পণ্ডিত ধীমান ! জানি তুমি বড হিতৈষী সুজন !

৩২

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে নিন্দি দিবানিশি, শত্রুদের শ্লাঘা কর শতমুখে !
সভার মধ্যেতে যা ইচ্ছা বকিছ, বিন্দুমাত্র ভয় হয় না ক বুকে ?

৩৩

আমাদিগে মহামূর্খ জ্ঞান করি— নিয়ত উপেক্ষা করে থাক তুমি—
মঙ্গলাভিলাষ ভান মাত্র তব, কে তোমার প্রিয় জানি তব আমি !

৩৪

শত্রুর কুশল কামনা যাহার, হেন দুর্জ্জনেরে না দিবে আশ্রয়।
যে দেয়, সে করে ক্রোড়ে কালসর্প ! মৃত্যু তার প্রতি হয়েছে সদয় !

৩৫

হে কপট ! তুমি কালসর্প প্রায় কৌরবের ক্রোড়ে লয়েছ আশ্রয় !
হে ক্রূর ! তোমায় বিশ্বাস কেবল সর্ব্বনাশ হেতু নাহিক সংশয় !

৩৬

স্বামীদ্রোহী! স্বামিদ্রোহ মহাপাপে বিন্দুমাত্র ভয় না হয় হৃদয়ে?
যার আশ্রয়েতে হতেছ পালিত, তাহারি অনিষ্ট চিন্তিছ নির্ভয়ে?

৩৭

ওহে ক্ষত্ত! আমি শত্রুজয়ী হয়ে সহজে পেতেছি গুরুতর ফল,
ইথে তুমি বৃথা হও কেন ক্ষিপ্ত? কেন বা প্রলাপ বকিছ বিফল?

৩৮

শত্রুজয় কার্য্যে দিও না ক বাধা, কৌরবে অন্যায় না বলিহ আর,
হে কঠোরভাষি! কঠোর বাক্যেতে হৃদয়ে যন্ত্রণা দিও না আমার।

৩৯

শত্রুদের সঙ্গে সমতা করিতে বৃথা উপদেশ দাও বারম্বার,
সেই মোহে মুগ্ধ হয়ে অল্পমতি, বৃথা বাক্য জাল ক'র না বিস্তার!

৪০

হে নির্লজ্জ! তুমি আশ্রিত হইয়া— কি জন্য উঠেছ মস্তক উপরে?
যাহা ইচ্ছা, তাই বলিতেছ মুখে কাহাকেও শঙ্কা কর না অন্তরে!

৪১

অহে ক্ষত্ত! তুমি বৃদ্ধদের কাছে জ্ঞানী বলে হইয়াছ সম্মানীত,
লোকমধ্যে দিব্য হয়েছ যশস্বী, তাইতে কি এত হয়েছ স্পর্দ্ধিত?

৪২

স্পর্দ্ধা ক'রে তাই সাজিয়াছ প্রভু পরুষোক্তি করি সভার মধ্যেতে,
আমাসবাজনে করিছ অবজ্ঞা, হে নির্লজ্জ! লজ্জা হয় না মনেতে?

৪৩

হিতবাক্য যবে সুধাব তোমায়, বলিও তখন, আপনা হইতে
কর্ত্তৃত্ব বিস্তারি বক কেন বৃথা? ও শাসনবাক্য কে শুনে কর্ণেতে?

৪৪

বিশ্বেতে ঈশ্বর সকলের শাস্তা, অন্য কেহ নাই করিতে শাসন,
তাঁহারি শাসন অনুবর্ত্তী হয়ে অদৃষ্ট-পথেতে করি বিচরণ।

৪৫

একমাত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান নিযুক্ত সতত বিশ্ব শাসনেতে,
গর্ভশয্যাক্ষেত্রে শয়িত পুরুষো— শাসিত পালিত তাঁহারি আজ্ঞাতে!

৪৬

সেই ঈশ্বরের নিয়োগে সতত সলিল যেরূপ নিম্নাভিমুখেতে,
হয় প্রধাবিত, তদ্রূপ মানব ভ্রমিতেছে সদা সংসার ধর্ম্মেতে।

৪৭

ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক বুদ্ধি সকলেরি আছে, এ নর সংসারে,
সেই বুদ্ধিবলে সদসৎ কর্ম্ম করে থাকে নর কে শিখায় কারে?

৪৮

তুমি মনে কর সংসারের মধ্যে— আমিই কেবল বুদ্ধির সাগর!
আর সব মূর্খ—অপদার্থ! তাই বল কত কথা করি আড়ম্বর।

৪৯

কাহারে কিরূপ উপদেশ দেয় জান না, কেবল করি আড়ম্বর।
রূঢ়কষায়িত বাক্য বিন্যাসিয়া— আপনা আপনি হও বিজ্ঞবর!

৫০

বলে বুঝাইতে চেষ্টা করে যেই, জিগীষার বৃদ্ধি করে সেই জন,
প্রাজ্ঞজনে তারে উপেক্ষে নিয়ত, বৈরানল সেই করে উদ্দীপন।

৫১

হে নির্লজ্জ! তুমি শক্র শুভাকাঙ্ক্ষী, গুরুতর শক্র আমা সবাকার।
যথা ইচ্ছা তথা যাও তুমি চলি!— কৌরব তোমারে চাহেনাক আর।

৫২

কৌরবের গৃহে কালসর্প প্রায় রহিয়াছ তুমি করিতে দংশন।
তোমারে পোষিয়া হবে সর্ব্বনাশ, ভুজঙ্গেরে বাধ্য করে কোন্ জন?

৫৩

অসতী নারীরে শত যত্ন কর তথাপি স্বামীরে উপেক্ষে নিয়ত,
পর প্রতি সেই হয়ে অনুরক্তা— কদাচই নাহি হয় বশীভূত!

৫৪

মূঢ় সেই স্বামী, পুনঃ সে পত্নীরে বিশ্বাস করিয়া রাখে হৃদি'পরে;
মৃত্যু প্রতি তার নাহিক আশঙ্কা! সাধে সাধে সেই আত্মহত্যা করে।

৫৫

অহে কন্তু! তুমি তাহ'তে ভীষণ, স্বামিদ্রোহী—পরসেবী—ক্রূর মন,
তোমা হেন জনে পরিত্যাগ শ্রেয়, যথা ইচ্ছা তব করহ গমন!"

৫৬

দুর্য্যোধন বাক্য শুনিয়া বিদুর কহিলেন " বলি শুন দুর্য্যোধন!
নিতান্ত দুর্ম্মতি হইয়াছে তোর, নিতান্তই দেখি নিকট মরণ।

৫৭

স্পষ্ট কথা তোরে মিষ্ট না লাগিবে, নীতিবাক্য কেন শুনিবি দুর্ম্মতি?
মস্তকেতে তোর মৃত্যু নাচিতেছে, মহৌষধে রুচি হবে না সম্প্রতি।

৫৮

রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তুই— গর্ব্বে অন্ধ হয়ে চিনিলি না মোরে?
শ্মশ্রূৎগম মাত্রে হয়েছ সর্ব্বজ্ঞ! তাইতে উপেক্ষা করিলি বিদুরে?

৫৯

রে দুর্ম্মতি! আমি জানি ভালমতে রাজাদের চিত্ত বড়ই চঞ্চল!
অগ্রেতে সান্ত্বনা করিয়া তাহারা পশ্চাতে মস্তকে প্রহারে মুষল।

৬০

পূর্ব্বদিন যারে ডাকে মিত্র বলি, পরদিন তারে শত্রু ব'লে দোষে।
তাহাতেও শান্তি না হয় যদ্যপি— অপবাদ দিয়া দূর করে শেষে!

৬১

রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তুই স্পষ্ট পথ্য কথা শুনিলি না কানে।
কেন বা শুনিবি? মনোমত বাক্য— হইত যদ্যপি শুনিতে তৎক্ষণে।

৬২

শ্রোত্রিয়ের গৃহে ভ্রষ্টা স্ত্রীর মত, উপদেশ দিয়া মন্দ বুদ্ধি জনে
কল্যাণের পথে আনিবার চেষ্টা বিফল সর্ব্বথা কে না তাহা জানে?

৬৩

রে সঙ্কীর্ণচেতা! বৃদ্ধ স্বামী প্রতি কুমারীর স্পৃহা হয় না যেমতি,
তদ্রূপ রে পাপী অনার্য্যচরিত, তোমারো অশ্রদ্ধা উপদেষ্টা প্রতি!

৬৪

অতঃপর সব হিতাহিত কার্য্যে প্রিয়বাক্য যদি শুন দুর্য্যোধন!
পুরুষে সে কথা জিজ্ঞাস না তবে, পুরুষের স্পষ্ট—অপ্রিয়বচন।

৬৫

অবলা কি অন্ধ জড় কিম্বা খঞ্জ অথবা তাদৃশ দুর্ব্বল মানবে
জিজ্ঞাসিও নীতি, কবে মনোমত প্রিয়বাক্য শুনি চিত্তে সুখী হবে।

৬৬

দিব্য প্রিয়ভাষি চাটুকার ঘোর বঞ্চকের সংখ্যা অধিক সংসারে।
অপ্রিয় সুবক্তা নীতিপ্রাজ্ঞ শ্রোতা, উভয়ি দুর্ল্লভ পৃথিবী ভিতরে।

৬৭

যে জন প্রভুর প্রিয় বা অপ্রিয় করি পরিহার ধর্ম্ম অনুসারে
অপ্রিয় হলেও কহে পথ্য কথা, সেই ত মহাত্মা এ বিশ্ব সংসারে।

৬৮

রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তোরে এখনো যা বলি, শোন্ সাবধানে।
কর্ত্তব্যের প্রতি হয়ে অবহিত, বলে নির্ব্বাসন কর না কল্যাণে।

৬৯

সাধুদের যাহা পেয় সেই কটু প্রতপ্ত, দুর্গন্ধ, রুক্ষ তিক্ত আর
মর্ম্মচ্ছেদী তীব্র হৃদিজ্বালাকর নীতি মহৌষধি পান কর, যার

৭০

সুধাসমগুণে বিকার-মত্ততা কাটিবে এখনি ওরে দুর্য্যোধন!
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র তুই, তাই তোর বারম্বার সহ্য করি কুবচন।

৭১

মমতার পাশে আবদ্ধ হইয়া হিত উপদেশ দিতেছি আবার;—
আর আমি কিছু বলিব না, এই পাদপদ্মে তোর করি নমস্কার!”

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

১

অতঃপর ধীর দুর্ম্মতি শকুনি অতি দম্ভভরে কহিল তখন ;—
"ওহে কুন্তিপুত্র! পাণ্ডবের তুমি— হারিলে বিস্তর সম্পত্তি, এখন

২

আর যদি কিছু থাকে তাহা বল ; শুনিয়া কৌন্তেয় কহিল তখন
"হে সুবল পুত্র শকুনে! তুমি কি ভেবেছ পাণ্ডব হয়েছে নির্ধন ?

৩

কি নিমিত্তে তুমি ধনের উল্লেখ কর বারম্বার ক্ষুদ্রজন প্রায় ?
কত ধন তুমি জিতেছ সৌবল ? অল্পেতেই এত দম্ভ ? হায়! হায়!

৪

অযুত প্রযুত কোটি কি অর্ব্বুদ খর্ব্ব কি নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম আর
মহাপদ্ম মধ্য পরার্দ্ধ, তাহতে বেশি পণ এই রহিল এবার।

৫

এই ধনদ্বারা করিতেছি ক্রীড়া, খেল পুনর্ব্বার সুবলনন্দন !
ধনের মমতা দেখ পাণ্ডবের ? সামান্য ধনেতে মুগ্ধ ক্ষুদ্রজন !"

৬

শুনিয়া শকুনি হয়ে হৃষ্টচিত্ত ফেলাইয়া অক্ষ কহিল দম্ভেতে ;—
"এই দেখ বাজী জিতেছি রাজন," কহিল কৌন্তেয় "পার্ণাসা হইতে

৭

সিন্ধু পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত, অসংখ্য— গোউ, অশ্ব, ধেনু, ছাগ মেষ, আর
যে কিছু সম্পত্তি আছে পাণ্ডবের সমস্তই পণ রহিল এবার।"

৮

শুনিয়া শকুনি অতি দম্ভভরে ফেলাইয়া অক্ষ কহিল আবার ;—
"এই দেখ পড়িয়াছে পঞ্চদশ! এবারেও জিত হয়েছে আমার

৯

কহিল কৌন্তেয় "ব্রাহ্মণের ভিন্ন— পুর জনপদ ভূমি ধন আর
ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাম্রাজ্যের মধ্যে— সমস্ত পুরুষ অধীন আমার ;

১০

সেই সব পণ রহিল এবার, খেল পুনর্ব্বার সুবল তনয়।"
শুনিয়া শকুনি—ফেলাইয়া অক্ষ কহিল "এবারো হইয়াছে জয়।"

১১

কহিল কৌন্তেয় "যদ্বারায় এই রাজপুত্রগণ ভূষিত সুন্দর,
হেন মহামূল্য রত্নকাঞ্চনাদি বিনির্ম্মিত রাজভূষণ নিকর

১২

পণ রাখি ক্রীড়া করিতেছি আমি, শুনিয়া সহর্ষে সুবল তনয়,
ফেলাইয়া অক্ষ কহিল অমনি, "এইত আমার হইয়াছে জয়।"

১৩

শকুনির কথা শুনিয়া কৌন্তেয় কহিলেন "এই উপবিষ্ট ধীর,
শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু যুবা শত্রুঞ্জয় বীর,

১৪

নকুল সদৃশ অমূল্য রত্নেরে, ক্রীড়ার কারণে রাখিলাম পণ।"
শুনিয়া শকুনি করি কপটতা ফেলাইয়া অক্ষ কহিল তখন—

১৫

"এই ত আমার হইয়াছে জয়, প্রিয়পাত্র তব নকুল সুধীর
আমা সবাকার হইলেন বাধ্য, আর যাহা আছে বল ধর্ম্মবীর!

১৬

কহিল কৌন্তেয় "এই যে ধর্ম্মাত্মা প্রাজ্ঞ অগ্রগণ্য সহদেব, যিনি
রূপেতে মন্মথ গুণে রত্নাকর যে রত্ন প্রভায় উজলে অবনী,

১৭

এ হেন অতুল্য অমূল্য রতন পণের অযোগ্য হইলেও এঁরে,
পণ রাখি আমি করিতেছি ক্রীড়া," শুনিয়া শকুনি দম্ভসহকারে,

১৮

কেলাইয়া অক্ষ কহিল কপটে "এ বাজীও জয় হইল আমার,
সহদেব বাধ্য হলেন মোদের, বোধ হয় ভীম অর্জ্জুন তোমার

১৯

মাদ্রীপুত্রদ্বয় হ'তে প্রিয়পাত্র।" শুনি যুধিষ্ঠির কহিল তখন
"রে মূঢ় বর্ব্বর! নীতি অতিক্রমি, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ বন্ধন

২০

ছিন্ন করিবার অভিলাষে তুই বলিলি যে কথা, ক্ষমিনু এবার,
পুনর্ব্বার যদি বল এই কথা, কখনই ক্ষমা করিব না আর।"

২১

শুনিয়া শকুনি কহিল বিনয়ে "হে রাজন! দোষ ক'র না গ্রহণ,
মত্ত হলে গর্ত্তে পড়ে থাকে লোক, নীতিভ্রষ্ট হয়ে কহে অকথন,

২২

হে রাজন, মম বয়োজ্যেষ্ঠ তুমি গুণেও গরিষ্ঠ জ্ঞানের জলধি,
করি নমস্কার ক্ষম মম ত্রুটি, কিতবের কথা শুননাক সুধী।

২৩

কিতবেরা যাহা বলে ক্রীড়াকালে মত্ততাবশতঃ প্রলাপ সে সব,
জাগ্রতের কথা দূরে থাক, তাহা স্বপ্নেতেও নাহি হয় অনুভব।"

২৪

কহিল কৌন্তেয় "উপবিষ্ট এই রাজপুত্র রাজরাজেন্দ্র ; রূপেতে
নবজলধর শ্যামলসুন্দর বরণ, বিশাল আয়ত নেত্রেতে

২৫

স্ফুরিত প্রতিভা, সুন্দর প্রশস্ত হৃদয় ললাট, যার বাহুবলে
অবনী কম্পিত, শঙ্কিত দেবেন্দ্র, যার সমকক্ষ নাই ভূমণ্ডলে,

২৬

যিনি ঘোরতর সমর সাগরে, তরণীর প্রায় আমা সবাজনে
পরপারে লয়ে যান অনায়াসে! হেন লোকবীর সোদর অর্জ্জুনে

২৭

পণ রাখি আমি করিতেছি ক্রীড়া, খেল পুনর্ব্বার সুবল তনয়!”
শুনিয়া শকুনি দন্তে অক্ষ ফেলি কহিল “এবারো হইয়াছে জয়।

২৮

হে রাজন! এই প্রধান ধানুকী ধনঞ্জয়ে আমি জিনিলাম পণে,
অবশিষ্ট আছে মধ্যম পাণ্ডব, এ বাজীতে পণ রাখ ভীমসেনে।”

২৯

কহিল কৌন্তেয় এই যে বসিয়া রাজপুত্র সিংহস্কন্ধ মহাবল
সন্নতভ্রূ বক্রদর্শী, সংগ্রামেতে অগ্রণী প্রমত্ত অটল অচল।

৩০

যিনি বজ্রপাণি বাসবের তুল্য একমাত্র আমা সবার আশ্রয়,
বিপদসাগরে যিনি পাণ্ডবের এক মাত্র সেতু, শঙ্কটে অভয়,

৩১

যার সহ গদাযুদ্ধে জয়ী হয় হেন মহাবীর নাই ভূমণ্ডলে,
ভূচর খেচর জলচর আদি কাহারো নিস্তার নাই যার বলে,

৩২

যিনি ভক্তি স্নেহে বালিকা প্রকৃতি, ক্রোধ অভিমানে আগ্নেয় ভূধর,
একাধারে উগ্র শান্তি দুই রস প্রাপ্ত পরিপাক অপূর্ব্ব সুন্দর,

৩৩

হেন সহোদর ভীমসেন মোর পণের অযোগ্য হইলেও, এঁরে
পণ রাখি আমি করিতেছি ক্রীড়া।” শুনিয়া শকুনি প্রফুল্ল অন্তরে

৩৪

করি কপটতা দম্ভসহকারে ফেলাইয়া অক্ষ কহিল তখন,
“এই ত এবার জিনিলাম ভীমে! পুনর্ব্বার কিসে খেলিবে রাজন?

৩৫

রাজ্য, ধন, জন, ভ্রাতৃগণ সহ সমস্ত হারিলে! অতঃপর আর
অবিজিত কিছু থাকে যদি তাহা ব্যক্ত করি ক্রীড়া কর পুনর্ব্বার।”

৩৬

কহিল কৌন্তেয় "রহিয়াছি আমি, ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠ প্রেমাস্পদ অতি,
আপনিই পণ রহিনু এবার, খেল পুনর্ব্বার গান্ধারের পতি।"

৩৭

শুনিয়া শকুনি করি কপটতা ফেলাইয়া অক্ষ কহিল তখন,
"এই ত আমার হইয়াছে জয় এবার স্বয়ং হারিলে রাজন!

৩৮

আত্মপরাজয় অধর্ম্মের মূল, অতএব যদি থাকে অন্য জন,
পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিয়া সত্বরে আত্মোদ্ধার কার্য্য সাধুন রাজন!

৩৯

হে রাজন! তব প্রেয়সী এখন রয়েছে অজিতা, দ্রুপদসুতারে
পণ রাখি ক্রীড়া করি পুনর্ব্বার, আপনা উদ্ধার করুন সত্বরে।"

৪০

অক্ষমদে মত্ত হৃতরাজ্যধন হৃতবুদ্ধি রাজা কহিল অমনি,
"সেই নাতিদীর্ঘা, নাতিখর্ব্বাকৃতি নকৃশা, নস্থূলা, মুকুতা যৌবনী,

৪১

সুদীর্ঘ সুনীল কুটিলকুন্তলা উৎপল পলাশনেত্রা সুভাষিণী,
শারদ উৎপলগন্ধা মনোরমা, রূপে লক্ষ্মী গুণে সৌভাগ্য রূপিণী।

৪২

ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, সিদ্ধি প্রয়োজিকা, দয়া স্নেহ প্রেমময়ী সুহাসিনী,
কি রূপে, কি গুণে অতুল্যা জগতে, সেই রাজরাজেশ্বরী রাজেন্দ্রাণী,

৪৩

গৃহিণী, সচিব, সখীত্ব একত্রে বিরাজিত যাতে, সংসার মধ্যেতে
পাণ্ডবের প্রাণসর্ব্বস্ব দ্রৌপদী দ্রৌপদীরে পণ রাখিনু ক্রীড়াতে।

৪৪

হে সৌবল! যার বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিজড়িত ফুল্লবদনমণ্ডল,
কমলে মল্লিকা নিভ শোভমান, সেই সুমধ্যমা, সুকেশী, বিমল

৪৫

শ্যামল সুন্দর জলধরবর্ণা, দ্রৌপদীরে পণ রাখিনু এবার!"
শুনিয়া শকুনি হয়ে আহ্লাদিত দম্ভ সহকারে ফেলি পাশাসার,

৪৬

কহিল সহর্ষে "এই ত জিনিনু—!!" ইহা বলি অক্ষ লইল করেতে।
ধিক্ ধিক্! শব্দ করিল বৃদ্ধেরা, মহা ক্ষুব্ধমান সভা আচম্বিতে।

৪৭

রাজগণ সব হইল শোকার্ত্ত— ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি গুরুজন
কাঁপিলেন চিত্তে, শীহরিল সবে, দেহে ঘর্ম্ম-স্রোত বহিল, তখন

৪৮

বিদুর করেতে ধরিয়া মস্তক বসি অধোমুখে যেন অচেতন।
ভুজঙ্গের মত বেগে ঘন ঘন ছাড়িতে লাগিলা নিশ্বাস ভীষণ।

৪৯

আনন্দে উৎফুল্ল রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনোবৃত্তি গুপ্ত রহিল না আর,
"জয় কি হইল? জয় কি হইল?" এই প্রশ্ন উক্তি কৈল বারম্বার!

৫০

দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি অতিমাত্র হর্ষ হইল অন্তরে!
অন্যান্য সকল সভ্যদের চক্ষে দুঃখে বারিধারা ঝর ঝর ঝরে।

ইতি নবম সর্গ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দশম সর্গ।

১

অতঃপর সেই কুরুকুলাঙ্গার দুর্য্যোধন হর্ষে সম্বোধি বিদুরে
কহিল "হে ক্ষত্ত! যাও শীঘ্র করি, আন গিয়া সেই দাসী দ্রৌপদীরে।

২

পাণ্ডবের মনোমোহিনী দ্রৌপদী আসিয়া কৌরব-রাজ-অন্তঃপুরে,
দাসীদের সঙ্গে গৃহমার্জ্জনাদি করুক, ভজনা করুক আমারে।

৩

পাঞ্চালী ত আর নহে রাজেন্দ্রাণী, পণেতে বিজিতা দাসী সে এখন।
নির্ভয়ে তাহারে লয়ে এস এথা, কি করিবে তার দাস স্বামিগণ?"

৪

শুনিয়া বিদুর অতিমাত্র ক্রোধে কহিল "রে মন্দমতি কুলাঙ্গার!
মূঢ় তুই, তাই হেন দুর্ব্বাক্যেতে কলঙ্কিত কর জিহ্বা আপনার।

৫

রে নারকী! তোর রসনা জীবন্ত— জলন্ত দুর্গন্ধ নরক ভীষণ।
জাননা পাপাত্মা নিকট নিপাত? নির্ব্বংশ হবি যে তাহার লক্ষণ।

৬

যে প্রপাতে তুমি হয়েছ লম্বিত, বুঝিছ না চিত্তে হইয়াছ খুশী;
শীঘ্রই পড়িয়া অত্যূর্দ্ধ হইতে একেবারে চূর্ণ হবে অস্থি রাশি!

৭

শৃগাল হইয়া ব্যাঘ্রগণে তুই অত্যন্ত কোপিত করিলি পামর!
জানিস না এই পুরুষসিংহেরা নখে কণ্ঠ-নলি ছিঁড়ে খাবে তোর?

৮

কোপাবিষ্ট মহাবিষ ভুজঙ্গেরা শিরোপরে তোর করিছে গর্জ্জন,
পুনঃ তাহাদিগে করিয়া কোপিত, যমালয়ে আর কর না গমন।

৯

বিনাশকালেতে বিপরীত বুদ্ধি হয়েছে তোমার ওরে দুরাত্মন্!
তাহা না হইলে মদমত্ত হয়ে পাণ্ডবেরে কেন কবে কুবচন?

১০

গৃহেতে অনল জ্বলিয়া উঠেছে, নির্ব্বাণের চেষ্টা কর ত্বরাতরি,
তাহা না করিয়া ফুৎকারে অনল দ্বিগুণ জ্বালায়ে পোড়াও না পুরী।

১১

পরমর্ম্মভেদী পরুষোক্তি করি— পুরুষার্থ কিছু হয় না, পামর!
দুষ্কৃত জনের রসনায় তাহা— ক্রীড়া করে, কিন্তু অন্যের অন্তর

১২

পোড়ে বিষদাহে! অতএব আর দুর্ব্বাক্যের উক্তি করি বারম্বার,
পাণ্ডবের চিত্তে দিলে পরে ব্যথা, কদাচই তোর নাহিক নিস্তার।

১৩

রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তুমি যে দুর্ব্বাক্য উক্তি করিছ পাণ্ডবে,
এখনো উহারা করিতেছে সহ্য,— অসহ্য হইলে বলত কি হবে?

১৪

শৃঙ্খল-আবদ্ধ শার্দ্দূলের প্রায় ধর্ম্মপাশবদ্ধ পাণ্ডুপুত্রগণ
নীরবে বসিয়া করিতেছে সহ্য— তাইতে দুর্ম্মতি বল কুবচন?

১৫

মহাক্রোধী ভীম একবার যদি— সুপ্তোত্থিত ঘোর শার্দ্দূলের প্রায়
হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়ায় সম্মুখে, তখন কে রক্ষা করিবে তোমায়?

১৬

রে দুর্ব্বৃত্ত! তুই কুক্কুরের মত, গৃহী বানপ্রস্থ প্রাজ্ঞ তপস্বীরে,
সকলেই বলি রূঢ় কুবচন, দারুণ ব্যথিত করিস অন্তরে।

১৭

এবার সুশিক্ষা পাবি ভালমতে, যমালয় যেতে দেরি নাই আর।
অরে কুলাঙ্গার! তোর অপরাধে কুরুকুল ধ্বংস হইবে এবার!

১৮

দুঃশাসন আদি মহাবৃষগণ এই কুকার্য্যেতে বড় তুষ্ট মনে।
থাক থাক অরে দুর্ব্বৃত্তের দল! বিদুরের কথা থাকে যেন মনে।

১৯

সুহৃদবর্গের এই নীতি উক্তি মদমত্ত হয়ে শুনিছ না কানে,
এখন এ কথা অতি তুচ্ছ, কিন্তু— স্মরণ হইবে সমরপ্রাঙ্গণে!"

২০

শুনি বিদুরের পরুষোক্তি, ঘোর দর্পভরে মত্ত হয়ে দুর্য্যোধন
কহিল "ক্ষত্তারে ধিক শতবার! হে নির্লজ্জ ভীরু কুমতি দুর্জ্জন!

২১

জানিলাম তুমি আশঙ্কা করিয়া— বারম্বার রূঢ় বলিছ আমারে।
অহে প্রতিকামী! শীঘ্র যাও তুমি— আন গিয়া সেই দাসী দ্রোপদীরে।

২২

দাসত্বে বিজিত স্বামিগণ তার, কদাচ আশঙ্কা কর না কাহারে।
বিষহীন ফণি, শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্র— কোপিত হইয়া কি করিতে পারে?

২৩

ক'র না বিলম্ব, শীঘ্র যাও তুমি— যেমন যাইবে, আসিবে তেমনি;
কোনরূপে যেন কর না অপেক্ষা, দ্রোপদী এখন নহে রাজেন্দ্রাণী।

২৪

দাসী সে, দাসীত্ব করুক আসিয়া কৌরবের অন্তঃপুরের মধ্যেতে,
দাসীদলসহ হইয়া মিলিত গৃহ মার্জ্জনাদি করুক ত্বরিতে।"

২৫

রাজ-আজ্ঞাক্রমে প্রতিকামী তবে, সশঙ্কিতভাবে যায় ধীরে ধীরে।
কুক্কুর যেমন সিংহের সদনে প্রবেশে, তদ্রূপ কম্পিত অন্তরে;—

২৬

রাজরাজেন্দ্রাণী ভুবনমোহিনী দ্রোপদী যথায় রত্নহর্ম্ম্য মাঝে,—
কৌমুদীর দলে সুধাংশুর প্রায় নারীদল মধ্যে আনন্দে বিরাজে—

২৭

সেই স্থানে উপনীত প্রতিকামী, দ্রৌপদীর মহামহিমামণ্ডিত
দীপ্তিমতী রাজরাজেশ্বরী রূপ— মাধুরী হেরিয়া হইয়া মোহিত,

২৮

জড়বৎ ভাবে রহিল দাঁড়ায়ে! কি বলিতে হবে হ'ল না স্মরণ।
বহুক্ষণ পরে হয়ে প্রকৃতিস্থ— ভয়-বিজড়িত কণ্ঠেতে তখন,

২৯

সেই প্রতিকামী কহিল "মহিষি! কহিতে শঙ্কায় কাঁপিছে অন্তর।
কিন্তু কি করিব? রাজ-আজ্ঞা দেবি! না পালিলে মোর নাহিক নিস্তার।

৩০

দ্যুতমদে মত্ত হয়ে মহারাজ শকুনির সঙ্গে ঘোর দুরোদরে
হইয়া প্রবৃত্ত হারিয়াছে তোমা দুর্য্যোধন তাই পাঠালেন মোরে

৩১

তোমায় লইতে, চল রাজেন্দ্রাণি! দাসীত্ব করিতে হইবে তোমারে।
দূত আমি, দোষ লওনা আমার, দেবি! সভামধ্যে চলহ সত্বরে।"

৩২

শুনি দূতবাক্য পাণ্ডবমহিষী জ্ঞানশূন্যা, শূন্য দেখিল নয়নে।
ঘুরিল ব্রহ্মাণ্ড, শতবজ্র যেন পড়িল মাথায়, চমকিল প্রাণে!

৩৩

ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিল নাসায়, দরদর ঘর্ম্ম ঝরিল অঙ্গেতে,
মুহুর্মুহু চিত্ত উঠিল চমকি, কণ্টকিত তনু লাগিল কাঁপিতে।

৩৪

স্বেদবিজড়িত বদনমণ্ডল কমলে মল্লিকা নিন্ত মনোরম,
ম্লান আরক্তিম শঙ্কা বিজড়িত ভুবনমোহিনী শোভা অনুপম।

৩৫

উৎপল পলাশ নিভ নেত্রদ্বয় নিস্পন্দ, ললাটে শিরা সুশোভিত।
অকস্মাৎ সেই রূপের সাগরে মহাঝঞ্ঝাবাত! বাতবিক্ষোভিত—

৩৬

তরঙ্গে তরঙ্গে সেই দেহলতা সেই অনুপম পারিজাত দাম,
কম্পিত প্লাবিত আহা মরি মরি! সেই প্রভাময়ী নবঘন শ্যাম

৩৭

কোমলাঙ্গী, সেই রাজরাজেন্দ্রাণী, পাণ্ডবের প্রাণসর্ব্বস্ব সুন্দরী,
দ্রৌপদী ক্রমেতে হয়ে প্রকৃতিস্থা, প্রিয়ম্বদা প্রিয় সম্বোধন করি—

৩৮

বীণা-বিনিন্দিত মধুর বচনে কহিলেন "দূত! একি কথা শুনি?
কোন্ রাজপুত্র ভার্য্যা পণ রাখি—করে দ্যূতক্রীড়া বল দেখি শুনি?

৩৯

দ্যূতমদে মত্ত হয়ে মহারাজ নিঃসন্দেহ মুগ্ধ হইয়া চিত্তেতে,
করেছেন হেন কার্য্য বিগর্হিত, নতুবা কিছু কি ছিল না রাজ্যেতে?

৪০

সসাগরা ধরা করস্থা যাঁহার, ধনে জনে যিনি অতুল সংসারে,
হেন রাজপুত্র রাজেন্দ্র কখনো ধনাভাবে পণ রাখেনি ভার্য্যারে।"

৪১

শুনি প্রতিকামী কহিল আবার "একে একে রাজা রাজ্য, ধন, জন,
ভ্রাতৃগণ সহ আপনি হারিয়া, পশ্চাৎ তোমারে রাখি অক্ষপণ

৪২

হেরেছেন, দেবি! চলুন সত্বরে, বিলম্ব করিতে নাই অনুমতি।"
শুনিয়া পাঞ্চালী কহিল তখন "প্রাতিকামী! আমি সুধাই সম্প্রতি—

৪৩

অগ্রে রাজপুত্র হইয়া বিজিত, পশ্চাৎ কি মোরে হেরেছে পণেতে?
কিম্বা অগ্রে আমি হইলে বিজিত, রাজপুত্র নিজে বিজিত পশ্চাতে?

৪৪

পুনর্ব্বার ফিরে যাও সভামধ্যে, এই প্রশ্ন মম জিজ্ঞাসি কিতবে,
আন সদুত্তর, তার পর আমি অভিপ্রায় বুঝি যাইব নীরবে।"

৪৫

শুনি প্রতিকামী হয়ে প্রত্যাগত, দ্রৌপদীর প্রশ্ন করি নিবেদন,
যুধিষ্ঠির প্রতি কহিল "রাজন! সদুত্তর যাহা বলুন এখন।"

৪৬

যার পদাশ্রিতা সসাগরা পৃথ্বী, গুণে, জনে, ধনে, মানে, সমৃদ্ধিতে,
সহায়ে, প্রতাপে অদ্বিতীয় যেই, সেই যুধিষ্ঠির সময়চক্রেতে

৪৭

হইয়া চালিত অতি ভয়ঙ্কর ভবিতব্য ঘোর দুর্গম পথেতে
উপনীত; দেখ বিচিত্র ব্যাপার নিয়তির ক্রীড়া কে পারে বুঝিতে?

৪৮

রাজসূয় যজ্ঞে যেই যুধিষ্ঠিরে পৃথিবীর যত নরপতিগণ
মহার্ঘ সম্মান ধন রত্ন দিয়া প্রণত হইয়া করিল পূজন,

৪৯

যেই যুধিষ্ঠিরে করিতে দর্শন, বহু আয়াসেও না পাইয়া দ্বার,
কত কত রাজ মহারাজগণ অদৃষ্টে ধিক্কার দিল আপনার,

৫০

ইন্দ্র সমতুল্য সেই যুধিষ্ঠির প্রহরেক মধ্যে রাজ্য ধন জন
ভ্রাতৃ-ভার্য্যাসহ হারিয়া কৈতবে, শত্রুর দাসত্বে বিক্রীত এখন।

৫১

ঘোরতর লজ্জা দুঃখ অভিমানে— নীরব নিস্পন্দ নির্জ্জীবের প্রায়,
মূর্চ্ছা অবনত মাথে উপবিষ্ট— অবিরাম স্বেদধারা বহে গায়!

৫২

ক্ষণে ক্ষণে মহা অজগর প্রায় দীর্ঘশ্বাসমাত্র ছাড়ে ভয়ঙ্কর!
প্রতিকামী বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির ভাল মন্দ কিছু দিল না উত্তর।

৫৩

দুর্য্যোধন তবে কহিল হাসিয়া "আপনি পাঞ্চালী আসিয়া সভাতে
অভিপ্রায় ব্যক্ত করুক যা হয়, মীমাংসা তাহার হইবে পশ্চাতে।

৫৪

যাও প্রতিকামী! যাও পুনর্ব্বার ত্বরাতরি গিয়া আন দ্রৌপদীরে।"
কি করিবে দূত? রাজ-আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার গিয়া দ্রৌপদী-আগারে

৫৫

কহিল অতীব ব্যথিত হৃদয়ে, "রাজেন্দ্রাণি! ভয় হতেছে বলিতে;—
কিন্তু দূত আমি কর্ত্তব্যের দাস, রাজআজ্ঞা মোরে হইবে পালিতে।

৫৬

তোমায় লইতে এসেছি আবার, রাজআজ্ঞা ক্রমে চলহ সভাতে,
অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত কর তথা, অনুমতি নাই বিলম্ব করিতে।

৫৭

হে দেবি! হতেছে বিবেচনা মোর কৌরবের ধ্বংস হইবে ত্বরায়,
কুললক্ষ্মী তুমি—তোমারে যখন দুর্য্যোধন লয়ে যেতেছে সভায়,

৫৮

তখন তাহার শ্রেয় নাই আর, পারিল না রাজসমৃদ্ধি রাখিতে,
অতি লঘুচেতা রাজপুত্র সেই বিনাশের হেতু প্রমত্ত চিত্তেতে—

৫৯

ঈদৃশ দুষ্ক্রিয়া করিতেছে দেবি! একবার চিন্তা করিছে না চিতে—
চতুর্দ্দিকে ঘোর কোপিত সিংহেরা রয়েছে উন্মুখ বিনাশ করিতে!"

৬০

কহিলেন দেবী দ্রৌপদী তখন "বিধাতার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে?
বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় সতত কুমতি সুমতি প্রাপ্ত হয় নরে।

৬১

প্রাজ্ঞযোগ্য কবি ধার্ম্মিক জনেরে কষ্টের কঠোর পরীক্ষার তরে
দুঃখ লাঞ্ছনার সাগরে ভাসায়ে বিবিধ যাতনা দেন, তার পরে

৬২

বিবেকের ভেলা ধরিয়া যে জন দুঃখের সাগর পারে তরিবারে,
সেই কৃতকার্য্য হয়, পরিণামে সূক্ষ্ম ধর্ম্মগতি বুঝিবারে পারে।

৬৩

বারম্বার দগ্ধ হইয়া যেমন কাঞ্চন বিশুদ্ধ হয় অতিশয়
সুজন তদ্রূপ দুঃখের অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া সুবিশুদ্ধ হয়।

৬৪

বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহা হবে, ধর্ম্ম যেন ত্যাগ না করে পাণ্ডবে,
মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্র ধীর করেছেন যাহা অন্যথা না হবে।

৬৫

আজিও সধর্ম্মে আছে কৌরবেরা, যাও দূত! গিয়া বল তা সবারে,
ঋতুমতী হয়ে আছি একবস্ত্রা— কিরূপে যাইব? এস জিজ্ঞাসিয়ে!"

৬৬

শুনি প্রতিকামী আসিয়া সভায় সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল তখন,
দুর্য্যোধন-ভয়ে হেঁটমাথে বসি নীরবে রহিল যত সভ্যগণ।

৬৭

দুর্য্যোধন অতি ক্রোধিত হইয়া, ঘুরাইয়া রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর
কহিল "রে ভীরু প্রতিকামী! শীঘ্র আন সে দাসীরে আশঙ্কা কাহার?

৬৮

শুনি প্রতিকামী কহিল তখন "মহারাজ! রাজ-আজ্ঞা থাক্ শিরে,
কৃষ্ণারে আনিতে সাধ্য নাই মোর, ভিক্ষা মেগে যদি খাই দেশান্তরে—

৬৯

তাও শ্রেয়, তবু সেই ভয়ঙ্কর— সিংহিনীর কাছে যাব না ক আর।
দুইবার অতি সাবধানে আমি— আত্মরক্ষা করে এসেছি, এবার

৭০

আবার যদ্যপি—যাই তার কাছে, নিশ্চয় কোপিতা হইবে সিংহিনী,
সেই বিশ্বধ্বংসকারিণী-কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী

৭১

প্রাণেতে যদ্যপি বাঁচি মহারাজ! অনেক দাসত্ব যুটিবে সংসারে,
যা হয় তা প্রভো! করুন আপনি, কি সাধ্য আমার আনি পাঞ্চালীরে?"

৭২

প্রতিকামী-উক্তি শুনি দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রতি কহিল তখন,
অনুমতি এই প্রতিকামী হ'তে হবে না, তুমিই যাও দুঃশাসন!

৭৩

যেমন অবস্থা হউক না কেন, দাসী সে, দাসীরে আন কেশে ধ'রে,
অস্বাধীন শত্রু, বিষহীন ফণী— কোপিত হইয়া কি করিতে পারে?

৭৪

কোনরূপে শঙ্কা কর না চিত্তেতে, বলেতে ধরিয়া আন দ্রৌপদীরে,
যদৃচ্ছা প্রভুত্ব আছে তার প্রতি, যা ইচ্ছা, তাহাই করিব তাহারে!"

৭৫

শুনি দুঃশাসন কালান্তক প্রায় লোহিত নয়নে করিয়া উত্থান,
দ্রুতগতি গেল দ্রৌপদীর গৃহে; দেখি দ্রৌপদীর শিহরিল প্রাণ!

৭৬

হাসি দুঃশাসন কহিল "পাঞ্চালি! এস এস, পণে পরাজিতা তুমি,
লজ্জা এর পর করিও এখন, চল সভামধ্যে, লয়ে যাব আমি।

৭৭

হে কৃষ্ণে! বিশাল কমল নয়নে হেরগে এখন রাজা দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডবে তোমার নাই অধিকার, ভজনা করগে সুখে কুরুগণে।

৭৮

ধর্ম্মানুসারেতে আমরা তোমায় করিয়াছি লাভ, চল যাজ্ঞসেনি!
দাস পাণ্ডবেরে কাজ কি তোমার? চল, হবে গিয়ে কৌরবের রাণী!"

৭৯

দুঃশাসন-বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী, ব্যাকুল বিবশা পাগলিনী প্রায়,
করি গাত্রোত্থান দৌড়িলেন বেগে বৃদ্ধা মহাদেবী গান্ধারী যথায়।

৮০

ব্যাঘ্রমুখ হ'তে কাতরা কুরঙ্গী কতদূর যাবে? দুষ্ট দুঃশাসন
পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া দারুণ ক্রোধকষায়িত বিকট তর্জ্জন

৮১

ফরিয়া ফেলেছে ধরিল অমনি! যেই নীল নবঘন-তরঙ্গিত
সুদীর্ঘ কুন্তলদাম রাজসূয়ে মন্ত্রপূত জলে হয়েছিল সিক্ত,

৮২

যেই কেশপাশ স্পর্শিলে পবন, পাণ্ডবের সহ্য হইত না চিতে,
সেই সে ভ্রমরকৃষ্ণকেশপাশ কলঙ্কিত আজ পিশাচের হাতে!

৮৩

বিশ্ববিমোহিনী রাজরাজেন্দ্রাণী দ্রৌপদীর কেশে ধরি দুঃশাসন,
বেগে লয়ে যায় অনাথার প্রায় পাঞ্চালী ভূতলে লুটায়ে তখন,

৮৪

কাতর ব্যাকুলা ভয়েতে বিহ্বলা, ঋতুমতী রক্তারক্ত বসনেতে,
যেন ছিন্ন লতা ধূলিধূসরিতা আনীতা হইল সভার মধ্যেতে।

৮৫

যত রাজগণ যত গুরুজন, অগণন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ, সকলেতে
সমুদ্র সমান সভা শোভমান, অবাতক্ষোভিত ভীষণ দৃশ্যেতে

৮৬

পূর্ণিত! তাহাতে ক্রোধদগ্ধচিত্তে শৃঙ্খলিত মহাশার্দ্দূলের প্রায়
ধর্ম্মশৃঙ্খলেতে বদ্ধ দৃঢ়মতে নর-ব্যাঘ্রগণ অতি দুর্দ্দশায়

৮৭

উপবিষ্ট, মুখে নাই কোন কথা, অন্তরে জ্বলিছে যন্ত্রণা-অনল,
ত্বক্‌, পেশী, মাংস, অস্থি ভেদ করি প্রবেশি ভিতরে কর নিরীক্ষণ,

৮৮

অন্তঃস্তলস্পর্শী হৃদিদগ্ধকারী মহাভয়ঙ্কর ঘোর বহ্ন্যানল
জ্বলে ধূধূ শব্দে পাণ্ডব-হৃদয়ে, ইহাতেই দগ্ধ হইবে সকল।

৮৯

ঐ বৃকোদর, ক্ষুধিত শার্দ্দূল! যে অনল ওর জ্বলিছে বক্ষেতে,
সহজে কি উহা হইবে নির্ব্বাণ? ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্র-রুধিরেতে

৯০

নিভাবে ও বহ্নি! যবে ভীমসেন দুঃশাসনবক্ষ করি বিদারিত
ভীষণ আগ্নেয় রক্ত-তৃষ্ণা শান্তি করিবেন, তবে হবে সুস্থ চিত।

৯১

দুঃশাসন কেশে ধরিয়া কৃষ্ণারে তর্জ্জন করিয়া করে আকর্ষণ,
দ্রৌপদী নমিত করি দেহযষ্টি, কাতর কণ্ঠেতে কহিল তখন,

৯২

"অরে মন্দবুদ্ধে! আছি একবস্ত্রা, আমি ঋতুমতী, ছেড়ে দে আমারে,
এই লজ্জাকর কদর্য্য দশায় গুরুজনান্বিত সভার ভিতরে

৯৩

আনি দুরবস্থা করিস না আর! ছাড় ছাড় ওরে ছাড় দুঃশাসন,
বাজিছে কেশেতে, ছাড় রে দুর্ম্মতি! দিস্ না রে লজ্জা, আছে গুরুজন!"

৯৪

শুনি দুঃশাসন ক্রোধকষায়িত তর্জ্জন করিয়া বল সহকারে
ধরি কেশপাশ বেশি নিগৃহীত করিতে করিতে কহিল কৃষ্ণারে,—

৯৫

"রে দাসি! তোমার লজ্জা কি আবার? একাধিক স্বামী যার সংসারেতে,
সে ত বেশ্যা ঘোর যদৃচ্ছাচারিণী— তার লঘু গুরু আছে কি পৃথ্বীতে?

৯৬

দ্যূতে পরাজিতা হইয়াছ তুমি, - যদৃচ্ছপ্রভুত্ব আছে তব প্রতি,
পাণ্ডবেরা তব স্বামী নহে আর, ঐ যে বসিয়া কৌরবের পতি

৯৭

দুর্য্যোধন, ঐ দেখ আঁখি মেলি, উহাঁরে ভজিতে হবে অতঃপর,
স্বামিগণ তব দাস আমাদের, দাসপত্নী হওয়া বড় নিন্দাকর!

৯৮

ভেব না—হবে না দাসীত্ব করিতে; হবে রাজরাণী থাকিবে সুখেতে,
পাণ্ডব-মহিষী ছিলা ইন্দ্রপ্রস্থে, কৌরবের রাণী হবে হস্তিনাতে!"

৯৯

কাতর কণ্ঠেতে দ্রৌপদী তখন বিপদ ভঞ্জন ঈশ্বরের প্রতি—
কহিল "হে প্রভো! করুণা-নিধান! লজ্জা নিবারণ করুন সম্প্রতি।

১০০

প্রাজ্ঞ গুরুগণ সম্মুখেতে আমি— একবস্ত্রা অতি জঘন্য দশায়,
দুঃশাসন হাতে হই নিপীড়িতা দয়াময়! রক্ষা করুন আমায়।

১০১

কাতরে ঈশ্বরে ডাকে রাজপুত্রী; পাপমতি ঘোর দুষ্ট দুঃশাসন
অঙ্গ ভঙ্গ করি ব্যঙ্গ সহকারে নানা মন্দ উক্তি করিয়া তখন,

১০২

কহিল "রে দাসি! বৃথা কেন আর ঈশ্বরে ডাকিয়া করিস্ রোদন?
ঋতুমতী একবস্ত্রা, কি বিবস্ত্রা, যাহা কেন হও, পণেতে যখন

১০৩

পরাজিতা তুমি হয়েছ, দ্রৌপদি! তখন তোমার রক্ষা নাই আর!
দাসী তুমি প্রভু-ইচ্ছায় চালিতা, তোমায় আমরা যদৃচ্ছা ব্যভার

১০৪

করিব, কে রক্ষা করিবে তাহাতে? স্বামিগণ তব দাসত্বে বিক্রীত,
বিষহীন ফণী, শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্র কি করিতে পারে হইয়া কোপিত?

১০৫

দাসেদের স্থান পদতলে, তারা প্রভুর আজ্ঞায় ভুজ্যান্নের প্রায়
পদে পদে পরিচালিত সতত, কে তা'দিকে গণে? কেই বা সুধায়?"

১০৬

দুঃশাসন এই দুর্ব্বাক্যের সহ বারম্বার কেশে করি আকর্ষণ,
বলে নিগৃহীত করিছে কৃষ্ণারে, নীরবে বসিয়া দেখে সভ্যগণ।

১০৭

বিকর্ণকুন্তলা পতিতার্দ্ধবাসা লজ্জা অমর্ষেতে বিদগ্ধা সুন্দরী,
দ্রৌপদী কাতরে ধীরে ধীরে পুনঃ কহিল "রে মূঢ়—নীচ কর্ম্মকারী!

১০৮

সভাস্থিত এই প্রাজ্ঞ ক্রিয়াবন্ত ইন্দ্রকল্প মহামান্য রাজগণ,
সকলেই গুরুস্থানীয়, অনেকে পূজ্য পিতৃতুল্য মহাগুরুজন।

১০৯

রে দুর্ম্মতি নরাধম দুঃশাসন! হেন গুরুজন সম্মুখে আমায়
আনিয়া এরূপে বায়ু-নিপীড়িতা অনাশ্রিতা ছিন্নাব্রততীর প্রায়

১১০

পদবিদলিতা করিস না আর, কর না উলঙ্গ ছাড়রে বসন।
ক্ষান্ত হ'রে কেশ ছাড়রে দুর্ম্মতি! রে নিষ্ঠুরকর্ম্মকারী দুঃশাসন!

১১১

যে অনলে তুই দিয়াছিস হাত, যেই মহাবিষ আশীবিষগণে,
লোষ্ট্র নিক্ষেপিয়া করেছিস রুষ্ট, যে নিদ্রিত সিংহে যষ্টির পীড়নে

১১২

জাগাইলি তুই, ওরে দুঃশাসন! তা হইতে তোর নাই অব্যাহতি,
ইন্দ্র যম আদি দেবতা সকলে হয় যদি তোর সাহায্যেতে ব্রতী,

১১৩

তথাপিও তোরে রাজপুত্রগণ না করিবে ক্ষমা, কহিনু নিশ্চয়,
রে পাপাত্মা—ঘোর দুর্ব্বৃত্ত! তোমার আসন্ন মৃত্যুতে নাই কি রে ভয়?

১১৪

ধর্ম্মে অবস্থিত ধর্ম্মপুত্র ধীর, ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ সংসারে,
নিচাশয় জনে কি বুঝিবে তাহা? ধার্ম্মিক যে, সেই বুঝিবারে পারে।

১১৫

স্বামিকৃত কার্য্যে হয়ে রুষ্টমনা ক্ষুদ্র নীচ বুদ্ধি অবলার মত
স্বামিগুণরাশি হইয়া বিস্মৃত বাক্যে, ঘৃণাক্ষরে, বিন্দু পরিমিত

১১৬

দোষারোপ নাহি করিব কদাপি মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র চরিত্রেতে,
রে দুর্ম্মতি, পাপী, অনার্য্য-চরিত! তুই যে আমার এই অবস্থাতে,

১১৭

এই রজঃসিক্ত বস্ত্রে কেশে ধরে উৎপীড়িতভাবে আনিয়া সভাতে,
এখনো বলেতে করিস পীড়ন, কুরু বৃদ্ধগণ বসিয়া চক্ষেতে

১১৮

দেখিছেন তাই, ইহাই বিচিত্র! কারো কোন কথা স্ফরিছে না মুখে,
কেহই ভর্ৎসনা করিছে না, বসি এ হেন অকার্য্য দেখিছেন সুখে!

১১৯

বোধ হয় তোর এই নিদারুণ কার্য্যে অনুবর্ত্তী হয়েছেন সবে,
নতুবা ঈদৃশ ঘোর অত্যাচার সম্মুখে, সকলে বসিয়া নীরবে

১২০

কেন বা কৌতুক দেখিবে? হা ধিক! যখন ঈদৃশ সভার মধ্যেতে,
কুলবধূ আমি, আমারে আনিয়া করে ধর্ম্ম নষ্ট, তাই সচ্ছন্দেতে

১২১

কুরুবীরগণ দেখিছেন চক্ষে, ইথে বিবেচনা হতেছে আমার,
ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের ধর্ম্ম প্রতি আস্থা নাই কারো আর।

১২২

দূষিত হয়েছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম! রাজগণ ঘোর মতিভ্রষ্ট এবে।
মহাগুরু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি মাহাত্মারা বুঝি স্বত্বহীন সবে?

১২৩

হা ধিক্! কি কব কুরুবৃদ্ধগণে? সকলে স্বতত্ত্বে হয়েছে বঞ্চিত।
হায় ধর্ম্ম! তুমি একেবারে বুঝি পৃথিবী হইতে হ'লে অন্তর্হিত?

১২৪

হায়! হায়! হয়ে রাজরাজেন্দ্রাণী অনাশ্রিতা ছিন্না ব্রততীর প্রায়
পিশাচের পদে বিদলিতা এবে, এ দারুণ দুঃখ কহিব কাহায়?

ইতি দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

১

এইরূপে কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে দারুণ কোপিত স্বামিগণ পানে
লজ্জা, ঘৃণা, কোপ মিশ্রিত কটাক্ষে চাহিল দারুণ সন্তাপিত মনে।

২

মর্ম্মচ্ছেদী, সৃষ্টিবিধ্বংসপ্রমুখ, তীব্র বিদ্যুন্নিভ ঘোর কটাক্ষেতে
কোপপূরিতাঙ্গ পাণ্ডবদিগকে সন্দিপিত করি তুলিল চিত্তেতে!

৩

শৈলভেদী সেই বিষম কটাক্ষ মরমে মরমে বিঁধিল সবার,
উদ্বেলিত হ'ল বিষাদ-তরঙ্গ উথলিল হৃদে অগ্নি-পারাবার!

৪

রাজ্য, ধন, জন, জীবন, সর্ব্বস্ব— যাউক, সন্তাপ নাহিক তাহাতে!
জীবন অধিক প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রৌপদীর সেই কটাক্ষ বিদ্যুতে,

৫

বিষম সন্তপ্ত হইল পাণ্ডব; কি করে আবদ্ধ ধর্ম্ম শৃঙ্খলেতে।
আগ্নেয় পর্ব্বতগর্ভে ভয়ঙ্কর, অগ্নির প্রবাহ, তরঙ্গ সংঘাতে

৬

ঘোর উদ্বেলিত হইতেছে, কিন্তু দুর্ভেদ্য কঠিন পাষাণ হৃদয়
এখনো বিদীর্ণ হতেছে না, থাক হইবে, হইবে, হউক সময়!

৭

সময়ে সকলি হয়ে থাকে ধীর, সময় প্রতীক্ষা কর দৃঢ়মনে,
"সহিষ্ণুতা" "কালপ্রতীক্ষা" উভয়ে স্বতন্ত্র, সহিষ্ণু সহে সব প্রাণে!

৮

যত উৎপীড়ন করই না কেন সহিষ্ণু সমস্ত সহে অকাতরে,
মান অপমান সমান তাহার, দেবতা সে, কিম্বা হীন পক্ষান্তরে।

৯

কেহ পদাঘাত করিল তোমায় তুমি পদাঘাত না করি তখন,
দিন-মাস-বর্ষ—যুগযুগান্তর কাল প্রতীক্ষায় রহিলে, যখন

১০

উপযুক্ত মত পাইলে সময়, তখনি দারুণ বজ্র পদাঘাতে
মস্তকের খুলি করি চূর্ণমান সময়ের ক্রীড়া দেখালে জগতে!

১১

"সহিষ্ণুতা" "কালপ্রতীক্ষা" উভয়ে এতই অন্তর; পাণ্ডব হৃদয়ে,
যেই ভয়ঙ্কর অগ্নির প্রবাহ গর্জ্জিতেছে তাহা অবশ্য সময়ে

১২

বাহিরিয়া ঘোর উত্তাল তরঙ্গে সৃষ্টি ছার খারে দিবে এক দিন
সে অনল স্রোতে কৌরবগণেরা পতঙ্গের প্রায় হইবে বিলীন!

১৩

দীনভাবাপন্ন স্বামিগণ প্রতি বারম্বার কৃষ্ণা কাতর নয়নে।
চাহিতেছে, দেখি দুষ্ট দুঃশাসন কৌতুক বিভোর আনন্দিত মনে,

১৪

সমধিক বল দম্ভ সহকারে, উচ্চ স্বরে হাস্য করি বারম্বার
কহিল "রে দাসি! দেখ দুর্য্যোধনে দাসদিগে দেখে কি হইবে আর?"

১৫

দ্রৌপদী ব্যথায় হইয়া বিবশা সহকার চ্যুত মাধবীর প্রায়
ভূতলে লুটায়ে পড়িল, তখন দেখি কর্ণ অতি আনন্দিত, তায়।

১৬

হাঃ হাঃ শব্দে হাস্ত করি দুঃশাসনে, প্রশংসিল কর্ণ যথা বিধি মতে!
সুবল নন্দন শকুনি তখন, হাসি আনুকূল্য করিল তাহাতে!

১৭

কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, আর শকুনি প্রভৃতি অতি হৃষ্ট মন,
দ্রৌপদী নিগ্রহ দেখিয়া নয়নে দুঃখিত হৃদয় অন্য সভ্যগণ।

১৮

সকলেই ঘোর বিষাদে বিমুগ্ধ নিস্তব্ধ নীরব অবনত শিরে
উপবিষ্ট, দুষ্ট দুর্য্যোধন ভয়ে—কাহারো মুখেতে শব্দ না কিন্তু রে।

১৯

ভীষ্ম মহামনা করি গাত্রোত্থান, কহিলেন তবে "দ্রৌপদীর প্রতি
"কল্যাণি! কি আমি কহিব ইহাতে? ধর্ম্মের মহান স্থির সূক্ষ্মগতি,

২০

এই দৃশ্যমান লোক সংসারেতে বুঝিবে সম্যক কে আছে এমন?
বলবানে যাহা আচরে সংসারে অধর্ম্ম হলেও তাই সর্ব্বজন.

২১

ধর্ম্ম বলে মান্য করে থাকে, আর ইহসংসারেতে ধার্ম্মিক যে জন
তার ধর্ম্ম মত যথার্থ হলেও লোক মধ্যে তাহা প্রলাপ বচন।

২২

উপস্থিত এই জয় পরাজয়ে যেই প্রশ্ন তুমি করেছ সভাতে,
অতি সূক্ষ্ম অতি গুঢ় প্রশ্ন তাহা চিন্তিয়া বিশেষ পারি না বুঝিতে।

২৩

অস্বতন্ত্র ব্যক্তি পরধন পণ রাখিতে কদাচ পারেনা কল্যাণী,
অথচ স্বামীর ভার্য্যার উপরে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে তাও জানি,

২৪

এই পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থা বারম্বার চিত্তে করি আলোচনা,
ধর্ম্মের মহান সূক্ষ্মতা বশতঃ যথার্থ কিছুই হয়না ধারণা!

২৫

দেখ, যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধি সম্পন্ন বসুন্ধরা ত্যাগ করিবেন, তবু
প্রাণ মন রক্ত মাংস অস্থি গত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেনা কভু।

২৬

আপনার মুখে বলেছেন উনি পরাজিত আমি হইলাম দ্যূতে,
এ নিমিত্ত তব প্রশ্ন সবিশেষ বিবেচিয়া কিছু পারিনা বুঝিতে।

২৭

দ্যূতে অদ্বিতীয় শকুনি সংসারে জানিয়া শুনিয়া কুন্তির কুমার
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন দেবি! বারম্বার যবে হারিলেন, আর

২৮

না খেলিলে কিবা করিত শকুনি? শকুনির ক্রীড়া কপটতাময়।
তাহাও কৌন্তেয় ভাবেন না মনে, অতএব এই জয় পরাজয়—

২৯

প্রশ্নের বিষয়ে কি কহিব দেবি? সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ভাব বিভ্রান্ত চিত্তেতে
উচিতানুচিত মীমাংসা কিছুই, হতেছেনা, কিছু পারিনা বুঝিতে!"

৩০

ভীষ্মের উক্তিতে কহিল দ্রৌপদী, "অহো দেব! আমি করি নিবেদন,
কৌশলসম্পন্ন মহাপ্রতারক দুরাত্মা, অনার্য্যচরিত দুর্জ্জন,

৩১

দ্যূতপ্রিয়গণ ধর্ম্মপুত্রে যবে আহ্বান করিয়া আনিয়া গৃহেতে,
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করেছিল, দেব! তখন কিরূপে আপনা হইতে

৩২

পণ রাখি ক্রীড়া করিলেন? অহো! ধূর্ত্তগণ সব হইয়া মিলিত,
আর্য্যপুত্রে মুগ্ধ করেছিল, তাই চিত্তেতে হইয়া অত্যন্ত মোহিত—

৩৩

ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা না বুঝি বিশেষ, বারম্বার দ্যূতে হয়ে পরাজিত,
বারম্বার ক্রীড়া করেছেন, এবে সমস্ত চক্রান্ত হয়েছেন জ্ঞাত।

৩৪

যাহা হ'ক, এই সভার মধ্যেতে, পুত্র, পুত্রবধূ অধীশ্বর সব
কুরুবৃদ্ধগণ আছেন বসিয়া সকলেই বিজ্ঞ, সম্মান, গৌরব

৩৫

সকলেরি আছে, আছে বিবেচনা. পঞ্চর রাজত্ব হয়নি এখনো,
এখনো আকাশে উঠিতেছে সূর্য্য, বহিছে পবন, বরষিছে ঘন,

৩৬

এখনো মনুষ্য সংসারের মাঝে আছে মনুষ্যত্ব, আছে লোকাচার,
এখনো সকলে মাতা, ভগ্নী, ভার্য্যা, পুত্রবধূ আদি সম্বন্ধ বিচার

৩৭

করিছে সংসারে, অতএব আমি কাতরে আবার নিবেদি সবারে,
উপস্থিত এই ঘটনার সহ মম কৃত প্রশ্ন সম্যক প্রকারে

৩৮

পরি-আলোচনা করিয়া সকলে, যথার্থ সিদ্ধান্ত করুন যা হয়,
দুঃশাসন হাতে প্রাণ যায়, অহো! রক্ষা কর মোরে হইয়া সদয়!"

৩৯

এইরূপ উক্তি করিয়া দ্রৌপদী, দীন ভাবাপন্ন স্বামিগণ প্রতি,
পুনর্ব্বার অতি কাতর নয়নে চাহিল, দেখিয়া হয়ে ক্রোধমতি,

৪০

দুঃশাসন অতি বলসহকারে কৃষ্ণকেশপাশ করি আকর্ষণ,
নীচ জনোচিত অকথ্য, অশ্রাব্য, কর্কশ, অপ্রিয় নানা কুবচন

৪১

কহিয়া কৃষ্ণারে, সমধিকরূপে পীড়ন করিতে লাগিল দুর্জ্জন,
কি করে দ্রৌপদী অচেতন প্রায় পুনর্ব্বার ভূমে লুণ্ঠিত, তখন

৪২

তাদৃশ দশার অযোগ্যা, অসহ্য দুর্দ্দশা-দলিতা দেবী দ্রৌপদীরে
দেখি বৃকোদর, অসহ্য ক্রোধেতে মত্ত সিংহপ্রায় গর্জ্জিয়া গম্ভীরে

৪৩

যুধিষ্ঠির প্রতি কহিল সক্ষোভে "মহারাজ! আমি কি কহিব কারে?
দ্যূতক্রীড়া করি এই হ'ল শেষ? কৃষ্ণারে আনিয়া সভার ভিতরে,

৪৪

শত্রুরা বলেতে করে অপমান! নীরবে বসিয়া দেখিতেছি তাই,
পাণ্ডব-গৃহিণী রাজরাজেন্দ্রাণী পাঞ্চালীর যেন বিশ্বে কেহ নাই!

৪৫

অনাথার মত কাঁদে রাজবালা, পিশাচের পদে লুটাইয়া কায়,
নীরবে বসিয়া দেখে বৃকোদর, কি বলিব কারে হায়, হায়, হায়!

৪৬

বায়ু যারে স্পর্শ করিত না ভয়ে, ম্লান হবে ব'লে রবিরশ্মি যারে
করিত না স্পর্শ, সেই পাণ্ডবের জীবন-সর্ব্বস্ব দেবী দ্রৌপদীরে

৪৭

শত্রুপদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া, কে সহিতে পারে ? অহো মহারাজ !
ধর্ম্ম মস্তকেতে থাকুক ভীমের, ধর্ম্মেতে এখন নাই কোন কাজ।

৪৮

শত্রুদের রক্তে প্রক্ষালি চরণ, অগ্রে ক্রোধ শান্তি করি, তার পরে
ধর্ম্মের কাহিনী শুনা যাবে কর্ণে, আর কতক্ষণ রব সহ্য ক'রে ?

৪৯

মহারাজ ! যত বঞ্চক পামরে শঠতা করিয়া রাজ্য, ধন জন,
বাহন, পদাতি, দাস, দাসী আর যাহা কিছু ছিল করিয়া হরণ,

৫০

শেষে আমাদিগে লইল জিতিয়া, তাহাতেও কোপ হয়নি আমার,
যে হেতু আপনি গুরু আমাদের ; আপনার সব আছে অধিকার।

৫১

কিন্তু দ্রৌপদীরে পণ রাখি ক্রীড়া করেছেন, ইহা বড়ই অন্যায়,
এই রাজবালা কোন প্রকারেই হেন দুর্দ্দশার উপযুক্ত নয়,

৫২

মহারাজ ! রাজগৃহে যে সকল পরিচর্য্যা তরে থাকে দাসীগণ,
অথবা নগরে যে সকল নারী বেশ্যাবৃত্তি করি কাটায় জীবন।

৫৩

দয়াপরবশে তা'দিগেও কেহ দ্যূতক্রীড়া হেতু রাখে না ক পণ,
বেশ্যাদের প্রতি হেন অত্যাচার করিলেও সহ্য হয় না রাজন !

৫৪

রাজার কুমারী রাজরাজেন্দ্রাণী, পরিণীতা পত্নী আমা সবাকার,
হেন রূপ-গুণ-সমৃদ্ধি-শালিনী নারী-রত্ন প্রতি হেন অবিচার,

৫৫

হেন অত্যাচার অবৈধ নিতান্ত, কেন দ্রৌপদীরে রাখিলেন পণ?
আপনার জন্য হেন নারী-রত্ন শত্রুপদতলে লুণ্ঠিতা, রাজন!

৫৬

পাঞ্চালীর জন্য আপনার প্রতি ক্রোধ নিপতিত হতেছে আমার,
সহদেব! শীঘ্র উঠ ত, এখনি— এই দুষ্কর্ম্মের করি প্রতীকার!"

৫৭

ভীমের ক্রোধোক্তি শুনিয়া অর্জ্জুন মধুর গম্ভীরে কহিল তখন
"জ্যেষ্ঠ ভীমসেন! এ কেমন কথা? আপনি ত পূর্ব্বে হেন অকথন—

৫৮

কন নাই, আজ একি বিপরীত? অনুভব করি দুষ্ট শত্রুগণে
আপনার সত্য ধর্ম্মের গৌরব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে এক্ষণে।

৫৯

পরম আরাধ্য গুরু জ্যেষ্ঠ-দেব— ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা লোকসংসারেতে,
আমা সবাকার অদ্বিতীয় প্রভু, ঈদৃশ জ্যেষ্ঠের তৃপ্তির জন্যেতে

৬০

আত্মোৎসর্গ মোরা করিয়াছি, দেব! তবে কেন বৃথা হইয়া ক্রোধিত,
মহান্ ধর্ম্মের গৌরব ভুলিয়া, শত্রুদের বাঞ্ছা করেন পূর্ণিত?

৬১

শত্রুগণ হ'তে হইয়া আহূত ক্ষত্রিয়ের ব্রত করিয়া স্মরণ,
পরের ইচ্ছায় করি দ্যূতক্রীড়া হেরেছেন তাহে রাজ্য ধন জন।

৬২

বাহুবলে শঙ্কা করি শৃগালেরা— বঞ্চনার জাল করিয়া বিস্তার,
উদার অমিত বলশালী সিংহে বেঁধেছে, তাহাতে পৌরুষ কি আর?

৬৩

শৃগাল সদৃশ হীন শত্রুগণ　বঞ্চনা বিস্তারি কি করিতে পারে ?
আপাততঃ ফেরু করিছে চীৎকার　করুক্—সিংহের একই হুঙ্কারে

৬৪

কোথায় কে রবে স্থির নাই তার !　হে রাজন ! এই নরসংসারেতে
দুর্ব্বল বলিষ্ঠে করে যে পীড়ন,　এ কৌতুক অতি সুন্দর দেখিতে !

৬৫

পাণ্ডব-সিংহেরে কৌরব-শৃগাল　দুর্ব্বলের বৃত্তি বঞ্চনা বিস্তারি,
করিছে পীড়ন, ক্ষমতা সত্বেতে　পাণ্ডব তাহাই আছে সহ্য করি।

৬৬

পাণ্ডবের ইথে অগৌরব নাই,　বরং মহতী কীর্ত্তির বিষয়,
হে রাজন ! ইথে ক্রোধিত হইলে　শত্রুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

৬৭

সিংহের যাদৃশ বিক্রম তেমনি—　ক্ষমারো ক্ষমতা আছে বিলক্ষণ,
দুর্ব্বল শৃগাল কোথা পাবে ক্ষমা ?　ভীরু সেই, তার কতটুকু মন ?

৬৮

ক্ষমাবীর ধর্ম্ম অহো বীরবর !　ক্ষমাই বীরের দিব্য অভরণ,
ক্ষুদ্র শত্রুদিগে করিয়া উপেক্ষা　আপাততঃ ক্ষমা করুন রাজন !

ইতি একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

১

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বিকর্ণ তখন— কৃষ্ণার দুর্দ্দশা দেখিয়া নয়নে,
দেখি ক্লিশ্যমান পাণ্ডবদিগকে অতীব ব্যথিত হইলেন মনে।

২

বয়সে বিকর্ণ তরুণ তথাপি জ্ঞানে গুণে বৃদ্ধসেবী বাক্যবীর
তেজস্বী ধার্ম্মিক কৌরবকুলের গৌরবকেতন সুজন সুধীর।

৩

অবনী-সম্রাট পাণ্ডবের দুঃখ হইল অসহ্য, ক্রোধিত চিত্তেতে,
সেই রাজপুত্র বিকর্ণ তখন করিয়া উত্থান সভার মধ্যেতে,

৪

জলদগম্ভীর মধুর নির্ঘোষে সম্বোধি সভারে কহিল তখন,
"হে ধার্ম্মিক ধীর! প্রাজ্ঞ মহামান্য, বিবেকসম্পন্ন সভ্য রাজগণ!

৫

যাজ্ঞসেনী যাহা বলিলেন, সবে সদুত্তর তার করুন যা হয়,
বাক্যের বিচার না করিলে সদ্যঃ নরক হইবে, নাহিক সংশয়!

৬

কুরুগণ মধ্যে বৃদ্ধতম ভীষ্ম অম্বিকেয় দোঁহে হইয়া মিলিত
বাক্যের বিচার করুন, নহিলে কৌরবের শ্রেয় নাই কদাচিত।

৭

প্রাজ্ঞ রত্নাকর বিদুর ইহাতে ভাল মন্দ কিছু না বলেন কেন?
সকলের গুরু ভারদ্বাজ বৃদ্ধ বিক্রম-কেশরী মৌন কেন হেন?

৮

সকলের মান্য কৃপ মহামতি কেনবা বসিয়া আছেন মৌনেতে?
শোভনা দ্রুপদ-তনয়া কাতরে বারম্বার যাহা বলিল, সভাতে

৯

কেহ সদুত্তর না করিয়া শুদ্ধে অন্ধমূকজড়বধিরের প্রায়
উপবিষ্ট, একি বিপরীত ভাব! ধিক্ এ পুরুষপূর্ণিত সভায়!

১০

পুরুষ যদ্যপি থাকে কেহ এথা— যথার্থ উত্তর করুন প্রশ্নের,
কেবা, কোন্ পক্ষ বলুন প্রকাশি, মৌন হয়ে থাকা কার্য্য স্ত্রীলোকের।

১১

এইরূপ পুরুষোক্তি সহকারে বারম্বার রাজপুত্র মতিমান,
বিকর্ণ সকলে কহিল, তথাপি করিল না কেহ উত্তর প্রদান।

১২

ভালমন্দ কেহ কহিল না দেখি,— ক্রোধে করে করে করি নিষ্পেষণ,
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিকর্ণ পুনর্ব্বার সবে কহিল তথন,—

১৩

"হে পার্থিববর্গ! হে কৌরবগণ! কি জন্য প্রশ্নের না কর উত্তর?
উত্তর কর বা না কর, ইহাতে আমি যাহা বুঝি, বলি অতঃপর।

১৪

স্পষ্ট ন্যায্য কথা কহিব, তাহাতে কাহারো আশঙ্কা করি না সংসারে,
পিতা কিম্বা গুরু যিনিই না হ'ন, অন্যায় করিলে বলিব তাঁহারে।

১৫

কিবা শত্রু কিবা মিত্র সর্ব্বজনে অপক্ষপাতেতে ন্যায্য কথা কব,
না বুঝিয়া রুষ্ট হন যদি কেহ হইবেন,—তাহে কি জন্য ডরিব?

১৬

স্পষ্ট পথ্য কথা মিষ্ট নয়, তাই অবিবেক জনে শুনেনা কর্ণেতে,
পাপপরায়ণ প্রিয়ভাষী নষ্ট চাটুকারগণে পূজে বিধিমতে।

১৭

হে পার্থিববর্গ! রাজনীতিশাস্ত্রে আছে উল্লিখিত "ক্ষিতিপতিদের
পান, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, সুরতে অত্যন্ত আশক্তি, মহা অনিষ্টের

১৮

নিদান এ চারি, ঈদৃশ ব্যসনে, কোন মহামতি নৃপতিসন্তান
আশক্ত যদ্যপি হন, তাহা হ'লে কদাচই তাঁর নাই পরিত্রাণ।

১৯

ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া সে জন মোহপরবশ বিভ্রান্তচিত্তেতে
করেন যে কার্য্য, কার্য্যই সে নয়, তাদৃশ অযুক্ত মনুষ্য হইতে

২০

অনুষ্ঠিত যাহা হয়, তা অসিদ্ধ! এই যে পাণ্ডব কিতব হইতে
হইয়া আহূত অতি ঘোরতর ব্যসনে বিভ্রান্ত হইয়া চিত্তেতে,

২১

দ্রৌপদীরে পণ রেখেছেন, ইহা কখনই সিদ্ধ নহে যুক্তিমতে,
এই অনিন্দিতা দ্রুপদতনয়া পাণ্ডবের সাধারণী পত্নী তাতে।

২২

বিশেষতঃ এই যুধিষ্ঠির অগ্রে— আপনি বিজিত হইয়া পণেতে,
কৃষ্ণারে পশ্চাৎ রেখেছেন পণ, অধিকন্তু ইনি আপনা হইতে

২৩

দ্রৌপদীর নাম লন নাই, অগ্রে কপট ক্রীড়ার্থী সুবলনন্দন
দ্রৌপদীর নাম করেন উল্লেখ, পরে যুধিষ্ঠির রেখেছেন পণ।

২৪

এই সব কথা করি আলোচনা, সবিশেষরূপে বিচারি চিত্তেতে,—
কৃষ্ণারে বিজিতা বলি না ক আমি, বলে দ্রৌপদীরে আনিয়া সভাতে,

২৫

ঈদৃশ দুর্দ্দশা করা অতিশয় অন্যায়! মঙ্গল হবে না ইহাতে,
এ হেন কুকার্য্যে বংশের কলঙ্ক হইবে, নির্ব্বংশ হইবে শেষেতে!"

২৬

বিকর্ণের বাক্য হইলে নিঃশেষ, মহাকোলাহল উঠিল সভাতে,
মহাসিন্ধু যেন হ'ল আন্দোলিত, প্রলয়ের মহা ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে।

২৭

রাজগণ সবে হয়ে হৃষ্টচিত্ত　বিবিধ প্রশংসা করি বিকর্ণের
শকুনির নিন্দা করিল সকলে,　দেখি ক্রোধোদিত হইল কর্ণের।

২৮

ক্রোধবিমূর্চ্ছিত হয়ে কর্ণবীর　দিব্য বাহুদণ্ড করি আন্দোলন,
তুলি সিংহগ্রীব বিকর্ণের প্রতি,　আরক্ত লোচনে কহিল তখন,—

২৯

"হে বিকর্ণ! একি দেখি বিপরীত?　একি অসভ্যতা সভার মধ্যেতে?
বালক হইয়া জিনিলে যে বৃদ্ধে?　প্রজ্ঞামানী! তুমি আপনা হইতে

৩০

হয়ে প্রাজ্ঞবর স্পর্দ্ধা কর যেন—　সকলের প্রভু পিতামহ পিতা,
হে বিকর্ণ! তুমি বালক যেমন,　থাক সেইমত—বকিও না বৃথা!

৩১

অরণী সম্ভূত অনলের প্রায়　আপনা আপনি পুড়িও না আর,
হইয়া উদ্ধত প্রগল্ভের মত　বাচালতা কেন কর বারম্বার?

৩২

আরো সব সভ্য আছেন ত বসি,　সকলের চক্ষু কর্ণও ত আছে,
সকলেই অনুরুদ্ধ কৃষ্ণা হ'তে,　কিন্তু বল দেখি কেবা কি বলিছে?

৩৩

সকলেই জানে ধর্ম্মত বিজিতা　দ্রৌপদী, কাজেই কি আর কহিবে?
হে বিকর্ণ! শুদ্ধ তুমিই কেবল　ক্রোধেতে বিদীর্ণ হও কেন তবে?

৩৪

হে অকালবৃদ্ধ! সেজেছ ধার্ম্মিক? কিন্তু ধর্ম্ম যে কি, পার না বুঝিতে,
জয়লব্ধা এই দ্রৌপদীরে তাই　অবিজিতা বলি সভার মধ্যেতে

৩৫

অতি মন্দ বুদ্ধি প্রকাশিলে তুমি,　হে বিকর্ণ! যবে কুন্তির তনয়
সর্ব্বস্ব পণেতে হয়েছে বিজিত,　সর্ব্বস্বের মধ্যে দ্রৌপদী কি নয়?

৩৬

সর্ব্বস্ব যখন হেরেছে কৌন্তেয়, দ্রৌপদী তখন অবশ্য বিজিতা,
হে বিকর্ণ! সেই সর্ব্বস্বের মধ্যে দ্রৌপদীও গণ্যা—নহেক অন্যথা!

৩৭

কথায় কথায় সুবল-নন্দন দ্রৌপদীর নাম করিল গ্রহণ;
আপনি কৌন্তেয় হইয়া সম্মত, পশ্চাৎ ক্রীড়ায় রেখেছিল পণ,

৩৮

তাতেই কি কৃষ্ণা হ'ল অবিজিতা? হে বিকর্ণ! তুমি কোন্ কারণেতে
পাণ্ডবগৃহিণী কৃষ্ণারে অজিতা নির্দ্দেশ করিয়া ফাটিছ রোষেতে?

৩৯

রজঃসিক্ত একবস্ত্রা অবস্থায় সভার মধ্যেতে এনেছে কৃষ্ণারে,
এতেই কি তুমি হইয়া দুঃখিত হতেছ বিদীর্ণ অতি রোষভরে?

৪০

এ বিষয়ে আমি বলি যা, তা শুন, হে বিকর্ণ! বৃথা হও না ক্রোধিত,
দেবতারা স্ত্রীর একমাত্র ভর্ত্তা করেছেন বিধি, শাস্ত্রাদি সম্মত

৪১

ব্যবস্থাই তাই, দ্রুপদনন্দিনী বিপরীত ধর্ম্মালোক সংসারেতে,
এক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী এ ব্যবস্থা বটে সুসঙ্গত বেশ্যার পক্ষেতে।

৪২

দ্রৌপদীও সেই বেশ্যামধ্যে গণ্যা, মান অপমান কি আছে কৃষ্ণাতে?
সভায় আনিতে হানি কি উহারে, একবস্ত্রা কিম্বা বিবস্ত্রা কিছুতে

৪৩

ক্ষতি নাই ওর! সমস্ত সঙ্গত, সকলি উহারে শোভে, দুঃশাসন!
প্রজ্ঞা-অভিমানী বালক বিকর্ণ বলে কিছে? পণে পাণ্ডব যখন

৪৪

রাজ্য, ধন, জন আপনা সহিতে দ্রৌপদীরে হারিয়াছে ধর্ম্মমতে;
সুবলনন্দন শকুনি যখন সর্ব্বস্ব ওদের জিনেছে পণেতে,

৪৫

তখন অধর্ম্ম কি আছে? বিকর্ণ নিতান্ত বালক—বুদ্ধি কি উহার?
দুঃশাসন! তুমি শুন ত সত্বর, পাণ্ডবের সহ দ্রৌপদী বেশ্যার

৪৬

বসন সমস্ত লও ত কাড়িয়া, উলঙ্গ করিয়া ফেল ত কৃষ্ণারে!
বেশ্যা পাঞ্চালীর কি আছে গৌরব? ত্বরায় বিবস্ত্রা কর ত উহারে!"

৪৭

কর্ণের বচন শুনি পাণ্ডবেরা নিজ নিজ দিব্য উত্তরীয় সবে,
আপনা হইতে করি উন্মোচন দুঃখে নিরাসনে বসিল নীরবে।

৪৮

মহাপাপী ঘোর দুর্বৃত্ত নিষ্ঠুর দুঃশাসন শুনি কর্ণের বচন,
সেই কম্পমানা লজ্জাবতী অতি, দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরিয়া তখন

৪৯

সমধিক বলদম্ভসহকারে টানিতে লাগিল, দ্রৌপদী তখন
ব্যাঘ্র-কবলিতা-কুরঙ্গীর প্রায় নিরুপায় হয়ে বিপদভঞ্জন

৫০

অনাথ-বান্ধব পরম ঈশ্বরে ডাকিল কাতরে কায়মনপ্রাণে,
"দীনবন্ধো! সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিন্! নভঃ, পৃথ্বী, শৈল, সাগর, গহনে,

৫১

উদ্যানে, প্রান্তরে, মরু কি পাথারে, ভীষণ আঁধার ভূধর-গহ্বরে,
ভীষণ শ্মশান, মশান দুস্তরে, রাজনিকেতনে, ভয়াল সমরে,

৫২

তরুপত্রে, ফুলে, ফলে, ত্বকে, মূলে, লতা, লূতাতন্তু, ধূলি, বালুকাতে,
ক্ষুদ্রকীট-অণু, সূক্ষ্ম পরমাণু, মন, প্রাণ, রক্ত, মাংস, মজ্জাস্থিতে,

৫৩

কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়ে, বাক্যে, অনুমানে, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদিতে,
এই দৃশ্যমান, যুক্তি অনুমান, অন্তর, বাহির, বিশ্বসংসারেতে,

৫৪

সর্ব্বত্রেই, সর্ব্বপদার্থেই প্রভো! পরাৎপর! পরমেশ! বিরাজিত;
দীনবন্ধো, ভবসাগরকাণ্ডারী! বিপদসাগরে হইয়া পতিত—

৫৫

ভেসে যাই, রক্ষা কর দয়াময়! হে অনাথবন্ধু, অগতির গতি!
অনাথার প্রায় গতিহীনা আমি— দারুণ অসহ্য লাঞ্ছনায় অতি

৫৬

কাতর, কাতরে ডাকি দয়াময়! গুরুজনাকীর্ণ সভার মধ্যেতে
দুঃশাসন বলে করিছে বিবস্ত্রা, বিপদভঞ্জন, হেন শঙ্কটেতে

৫৭

রক্ষা কর, নাথ! কুলবধূ আমি— মূঢ় মহাপাপী, দুষ্ট দুঃশাসন
রাজগণ মধ্যে আনিয়া আমায় করিছে বিবস্ত্রা, লজ্জা-নিবারণ!

৫৮

দারুণ লজ্জায় মৃতুপ্রায় আমি,— সতীর সতীত্ব, লজ্জামাত্র ধন!
কুলাঙ্গার দস্যু দুঃশাসন তাহা, হরিতে উদ্যত, যত কুরুগণ

৫৯

উৎসাহিত তাহে! অহো বিশ্বময়! সতীর সতীত্ব লজ্জা রক্ষা করি
আশ্রিতারে ত্রাণ করুন শঙ্কটে, হে করুণাসিন্ধু পরাৎপর হরি!

৬০

অন্তর বাহির সর্ব্ব পরিজ্ঞাত, সর্ব্বব্যাপী, প্রভো সচ্চিত চিন্ময়,
মঙ্গলস্বরূপ সূক্ষ্ম স্থূল সর্ব্বে সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞান প্রাণ ধ্যানময়!

৬১

নিত্যানিত্যকাল দিবা রাত্রি উষা, প্রাতঃসন্ধ্যা আর আলোকান্ধকার,
জলন্ত ভাস্কর, নিশাকর, গ্রহ, নক্ষত্র নিকর, মেঘ, বজ্র, আর

৬২

বিদ্যুৎ, করকা, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত, বরষা, শরত, শিশির, হিমানী,
বসন্ত, নিদাঘ আদি ঋতুচয়, সমস্ত সমস্তে, জীবনে জীবনী।

৬৩

নরকে, স্বরগে না আছ কোথায়? এই মহাঘোর নরকের প্রায়
কৌরব-সভাতে নাই কি হে তুমি? থাক যদি, তবে রাখ হে আমায়!

৬৪

সর্ব্বভূত-আত্মা অন্তর্যামী প্রভো, পরমেশ! রক্ষা কর শঙ্কটেতে,
মনোময়! মম হৃদয় বৈকল্য, সমস্তই জ্ঞাত আছ অলক্ষেতে!"

৬৫

সহসা স্বর্গীয় সৌরভবাসিত মৃদু গন্ধবাহ বহিল মধুরে!
গগনে সুবাদ্য তরঙ্গ উচ্ছ্বাস হ'ল, মহাজ্যোতিঃ স্ফুরিল অম্বরে!

৬৬

নিশ্চয় চকিত হইল সংসার মুহূর্ত্তে প্রকৃতি গম্ভীর স্তম্ভিত,
সহসা জলদমধুর গম্ভীরে হ'ল শূন্যবাণী—শুনিতে অদ্ভুত!

৬৭

সেই জ্যোতির্ম্ময় শূন্যের আসনে কে যেন বসিয়া কহিল তখন,
"কি আশঙ্কা বালে! স্থির হও, তুমি— সতী পতিব্রতা রমণীভূষণ!

৬৮

কার সাধ্য করে বিবস্ত্রা তোমারে? ধর্ম্মাত্মনে! তুমি ধর্ম্মে অবস্থিত,
ধর্ম্ম ধর্ম্ম রক্ষা করিবে তোমার, আশঙ্কা কি?—আমি আছি উপস্থিত।"

৬৯

অতঃপর সেই দুষ্ট দুঃশাসন, কৃষ্ণারে বিবস্ত্রা করিবার তরে,—
বলে বস্ত্র ধরি করে আকর্ষণ, সাধ্য কি উলঙ্গ করিবে সতীরে?

৭০

যত বস্ত্র ধরি করে আকর্ষণ ততই বিবিধ বিচিত্রদর্শন
বস্ত্র রাশি রাশি খসে কটি হতে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হল সর্ব্বজন!

৭১

দিব্য শ্বেত, নীল, পিঙ্গল, বসন্ত, হরিত, কপিশ, পাটল রঙ্গেতে
রঞ্জিত সুন্দর বস্ত্র স্তূপাকার হল সংগৃহীত সভার মধ্যেতে।

৭২

এক দুই করি অসংখ্য বসন বাহিরিল, তবু মূঢ় দুঃশাসন,
বারবার অতি দম্ভ সহকারে করিতে লাগিল বাস আকর্ষণ।

৭৩

পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপাকার বস্ত্র বাহিরিল, ক্রমে শ্রান্ত দুঃশাসন,
কত আকর্ষণ করিবে দুর্ম্মতি ? শ্রান্তে ক্লান্ত হয়ে বসিল তখন।

৭৪

এরূপ অপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া চক্ষেতে যত সভ্যগণ,
বিস্মিত হৃদয়ে পরস্পর সবে মহা কোলাহল করিয়া তখন,—

৭৫

তরঙ্গিত করি তুলিল সভারে, একবাক্যে সবে মূঢ় দুঃশাসনে
ধিক্ ধিক্ শব্দে নিন্দিয়া, কৃষ্ণারে করিল প্রশংসা বিবিধ বিধানে।

৭৬

বৃকোদর ক্রোধে হইয়া অধীর, ঘোর সিংহনাদ করিয়া তখন,
মহাভীম দৃশ্য পর্ব্বতের প্রায় দাঁড়ায়ে সভাতে, ভীষণ দর্শন

৭৭

অগ্নি-গোলা সম জ্বলদগ্নি নেত্র, নাসারন্ধ্র দিয়া ঝলকে ঝলকে
ক্ষরে তেজঃপুঞ্জ মহাভয়ঙ্কর ! কটাক্ষ-সম্ভূত বিদ্যুত-আলোকে,

৭৮

চমকে সভয়ে সমস্ত সংসার ! প্রতি লোমকূপ দেহ রন্ধ্র পথে
বিদ্যুতের শিখা বাহিরায়, ঘন ঘোর হুহুঙ্কার-অশনি-সম্পাতে

৭৯

টলমল ক্ষিতি কাঁপে ঘন ঘন ! সঘনে নিশ্বাস বহে ঘোরতর,
প্রলয়-পয়োধি উথলিতে যেন মহা ঘোর বাত্যা বহে ভয়ঙ্কর !

৮০

বলে করে করে করে নিষ্পেষণ, থরথর ওষ্ঠ কাঁপে ভয়ঙ্কর,
মহামেঘশব্দে দন্ত কড়মড়ে,— বাহিরায় অগ্নি, অতি ঘোরতর

৮১

বিকট কঠোর মহাভীম নাদে ক্রোধোন্মত্ত ভীম কহিল তখন,
"হে ভুবনবাসি ক্ষত্রিয় সকল! অহো দিগ্দেশীয় সভ্য রাজগণ!

৮২

অদ্য আমি যাহা করিতেছি উক্তি, হেন উক্তি কেহ করেনি পূর্ব্বেতে,
এমন কঠোর অটল প্রতিজ্ঞা— করিতে নারিবে কেহ ভবিষ্যতে!

৮৩

হে ভুবনবাসি ক্ষত্রিয় সকল! অহো দিগ্দেশীয় সভ্য রাজগণ!
এই সভামধ্যে, সভার সাক্ষাতে আমি বৃকোদর করিতেছি পণ,

৮৪

মহাসমরেতে এই দুরাত্মার— এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুঃশাসনে,
এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল আমি দিব দিব দিব—শুন সর্ব্ব জনে।

৮৫

রণস্থলে আমি এই দুরাত্মার বলেতে বিদীর্ণ করি বক্ষঃস্থল,
আকণ্ঠ পূরিয়া পিব উষ্ণ রক্ত— নির্ব্বাণ করিব তৃষ্ণার অনল।

৮৬

রণস্থলে যদি এই দুরাত্মার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বলেতে,
রক্তপান আমি না করি, তা হলে গতিভ্রষ্ট যেন হই সংসারেতে

৮৭

পিতৃপিতামহগতি প্রাপ্ত যেন হই না ক আমি, হই নীচগামী,
এ প্রতিজ্ঞা যদি না হয় সম্পন্ন— বৃথা পিতৃবীর্য্য—ক্ষত্রি নই আমি।

৮৮

সৃষ্টিও যদ্যপি হয় বিপর্য্যস্ত, পূর্ব্বের ভাস্কর উঠে পশ্চিমেতে,
তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অটল— দুঃশাসনরক্ত পিব বিধিমতে।

৮৯

ইন্দ্র, যম আদি দেবতারা যদি রক্ষিবারে যত্ন করে দুঃশাসনে,
তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অটল— পিব রক্ত ওর মহা ঘোর রণে।

৯০

হিমাদ্রির মধ্যে কিম্বা সিন্ধুগর্ভে যেখানে লুকাবে, সেই স্থান হ'তে
বাহির করিয়া বিদারিয়া বক্ষ, রক্ত পান ওর করিব বলেতে!

৯১

বজ্রগদাঘাতে চূর্ণি হিমাদ্রিরে গণ্ডূষে নিঃশেষ করি সিন্ধুনীরে,
প্রতিজ্ঞা সফল করিব, তথাপি ছাড়িব না ঐ বধ্য পাপাত্মারে!

৯২

জননী কুন্তির কোলেতে যদ্যপি লুকায় পাপাত্মা, তথাপি উহার
বিদারিয়া বক্ষ পিব উষ্ণ রক্ত, কোনরূপে ওর নাহিক নিস্তার।

৯৩

এই পাঞ্চালীর পদতলে যদি লুটায়ে আশ্রয় লয় কুলাঙ্গার,
তথাপিও ওরে করিব না ক্ষমা— পিব রক্ত—এই প্রতিজ্ঞা আমার!

৯৪

শুনে থেক সবে—না হবে অন্যথা, যদি কোনরূপে অপারগ হই,
(পুনর্ব্বার বলি) তাহা হলে পরে গতিভ্রষ্ট হব—ক্ষত্রি আমি নই!"

৯৫

এইরূপ ভীম করিল প্রতিজ্ঞা, সভ্যগণ সব শঙ্কায় স্তম্ভিত,
থর থর থর কাঁপিল সন্ত্রাসে, কুরু বৃদ্ধগণ হইলেন ভীত।

৯৬

এই ভয়ঙ্কর মহারুদ্রভাবে, ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ বাক্যেতে,
সাগরসদৃশ কৌরবের সভা প্রলয়ের মহা ঘোর ঝঞ্চাবাতে

৯৭

মহাকল্লোলিত হইল তখন, রাজগণ সবে শশব্যস্ত হয়ে
বিবিধ বিধানে স্তব করি ভীমে, ভূয়সী প্রশংসা করিল সভয়ে।

৯৮

দুঃশাসনে অতি নিন্দা করি সবে প্রশ্নের মীমাংসা হইল না ব'লে,
আক্রোশের সহ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে বহুবিধ নিন্দা করিল সকলে।

৯৯

অতঃপর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর ধীমান করি গাত্রোত্থান,
যুগ্ম ভুজদণ্ড করি উৎক্ষেপণ, লজ্জা ঘৃণা ক্রোধে হয়ে দগ্ধমান,

১০০

কহিলেন "অহো! সভ্য রাজগণ! দ্রুপদতনয়া সভার মধ্যেতে
প্রশ্ন করি অতি কাতরা ব্যাকুলা কুললক্ষ্মী ভাসে দুর্দ্দশার স্রোতে,—

১০১

রাজার নন্দিনী রাজরাজেন্দ্রাণী, আমা সবাকার গৃহলক্ষ্মী সতী,
হেন নারীরত্নে আনি সভামধ্যে কুরুকুলাঙ্গার দুঃশাসন অতি

১০২

জঘন্য ভাবেতে করিছে পীড়ন; নীরব নিস্পন্দ নির্জ্জীবের প্রায়
সভ্যগণ তাই দেখিছেন চক্ষে? কি কহিব কারে? হায়! হায়! হায়!

১০৩

ধর্ম্ম! তুমি বুঝি ত্যজেছ সংসার? নতুবা এখনো দুষ্ট দুঃশাসন
ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা দ্রৌপদীরে করিছে সবলে ঘৃণিত পীড়ন।

১০৪

সঙ্গে সঙ্গে এই দারুণ কার্য্যের প্রতিফল কেন দিতেছ না? হায়!
কেন একেবারে শতবজ্রাঘাত হতেছে না এই দুর্বৃত্ত-মাথায়?

১০৫

সভ্যগণ! কেন নীরবে বসিয়া? প্রশ্নের উত্তর করুন যা হয়,
দ্রৌপদীর দশা দেখিয়া, দয়াতে কোন্ নিদারুণ মনুষ্য-হৃদয়

১০৬

বিগলিত নাহি হয়? বোধ হয়, পাষাণো গলিয়া যায় অনায়াসে,
ওহে সভ্যগণ! মনুষ্য তোমরা কিরূপে নীরবে রহিয়াছ বসে?

১০৭

ধিক্ তোমাসবে! হে নির্দ্দয়গণ! পাষাণ অপেক্ষা পাষাণ-হৃদয়!
যদি ন্যায়বাক্য কহিতে সকলে পাপী দুর্যোধনে কর মনে ভয়,

৯

সেই আমি অদ্য কৌরবসভাতে, লুণ্ঠিত দুর্দ্দশা বিবশা বেশেতে,
দুঃশাসন হাতে হই নিপীড়িতা, অহো! এই শেষ ছিল অদৃষ্টেতে?

১০

হায়! গৃহমধ্যে সূর্য্যও যাহারে দেখিতে পেত না, আপনি পবন
পরশিতে যার পারিত না অঙ্গ, সেই আমি, ঘোর পাপাত্মা দুর্জ্জন

১১

দুঃশাসন-হস্তে হই নিপীড়িতা! পাণ্ডবেরা তাই দেখিছে চক্ষেতে,
কুরুবৃদ্ধগণ করিছেন সহ্য, এ হতে আশ্চর্য্য কি আছে জগতে?

১২

হায়! যেই আমি পাণ্ডবমহিষী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রিয়ভগ্নী যাজ্ঞসেনী,
বাসুদেব যার সখা সংসারেতে, দ্রুপদ যাহার জনক আপনি।

১৩

সেই আমি আজ কৌরব-সভাতে দুঃশাসন হাতে হই নিপীড়িতা!
এই কি অদৃষ্ট-লিখন আমার? এই কি ললাটে লিখেছ, বিধাতা?

১৪

হায়! যেই আমি পৃথিবী-ঈশ্বরী, মর্ত্যে দেবেন্দ্রাণীসমভাগ্যবতী,
সেই আমি আজ কৌরব-সভাতে দীনহীনাপ্রায়, পাপাত্মা দুর্ম্মতি

১৫

দুঃশাসন-হস্তে হই নিপীড়িতা! অহো ভাগ্য! তব বিচিত্র মহিমা।
রাজেন্দ্রাণী হয়ে ভিখারিণী আজ! এখনি দুঃখের হয়েছে কি সীমা!

১৬

হায়! যেই আমি করিলে কটাক্ষ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইত অনাসে,
সেই আমি আজ দাসীত্বে নিযুক্তা হইয়া যেতেছি কৌরবের বাসে?

১৭

কি লজ্জা! কি দুঃখ! একি অপমান! না জানি এভাগ্যে আরো আছে কত!
ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সঞ্জয় আদি মহাগুরু কুরুবৃদ্ধ যত

১৮

নির্ব্বাক-নিস্পন্দ ! (যেন ধ্যানমগ্ন !) দ্রোণ, কৃপাচার্য্য কুলাচার্য্যদ্বয়,
অবনত মাথে বসি সভাতলে (জড়বৎ দৃশ্য !) অহো কি বিস্ময় !

১৯

শল্য, শাম্ব, সোম, বাহ্লিকাদি ক'রে মহাপরাক্রান্ত নৃপতিমণ্ডল
দেখিয়া দেখে না, শুনিয়া শুনে না, অভাগীর দশা, অটল অচল

২০

পর্ব্বতের প্রায় বসি বীরবৃন্দ শুনিছে নীরবে অবলা রোদন !
বিস্ফারিতনেত্রে দেখে অভিনয়— দুঃশাসনকৃত কেশাভিকর্ষণ !

২১

গুরুজনান্বিত রাজসভামধ্যে রজোবতী নারী একবস্ত্রা আমি,
অনাথার ন্যায় হই উৎপীড়িতা ! বসিয়া সচ্ছন্দে দেখে পঞ্চ স্বামী !

২২

এর চেয়ে আর কি আছে আশ্চর্য্য ? ইন্দ্রজালময় হেরি সভাস্থল,
যাদুর প্রভাব ভিন্ন কি কুহকে মেষপালসম কেশরীর দল ?

২৩

শান্ত মহামতি অহে শান্তনব ! কুরুকুলসূর্য্য ধর্ম্মঅবতার !
জিজ্ঞাসি,—কেমনে দেখিছ নয়নে এ লোমহর্ষণ বীভৎস ব্যাপার ?

২৪

অথবা অবলা-পীড়ন সুকার্য্য, ভাবি মনে বুঝি আনন্দের ভাগী ?
যেহেতু বুঝ না অবলার মর্ম্ম, হে চির কুমার সংসার-বিরাগী ?

২৫

যে পরশুরাম শাণিত কুঠারে নিঃক্ষত্রিয়া পৃথ্বী এক বিংশবার
করি' প্রতিহিংসা সাধিল ভীষণ, অদৃষ্ট, অশ্রুত, অপূর্ব্ব ব্যাপার !

২৬

সেই সে ভার্গব যেই ভুজবলে হতদর্প, সেই বাহু বলহীন
এবে কি বার্দ্ধক্যে, বীরচূড়ামণি ! হইয়াছে ? তাই নীরবে আসীন

২৭

হইয়া দেখিছ কুলাঙ্গার-করে তব কুলবধূ হয় বিবসনা!
ইহা ভিন্ন অন্ত কিবা অভিপ্রায়? জ্ঞানহীনা আমি বুঝিতে পারি না।

২৮

হে পতি-পিতৃব্য অম্বিকা-তনয়, কুরুকুলোজ্জ্বল কৌরবের পতি!
আপন সাক্ষাতে কুপুত্রের হাতে ভ্রাতৃ-পুত্রবধূ-অসহ্য দুর্গতি,

২৯

কি লজ্জার কথা! দেখিছ কিরূপে? না না, অন্ধ তুমি দেখিবে কেমনে?
অন্ধ বট—কিন্তু বধির ত নও? শুনিতে ত, নৃপ! পেতেছ শ্রবণে?

৩০

তবে কেন, হায়! দ্রবিছে না হিয়া, পশিয়া শ্রবণে বলুন, রাজন্!
নির্দ্দয়-নির্ম্মম-নিষাদ-নিবদ্ধ কাতরা কৃশাঙ্গী কুরঙ্গী-রোদন?

৩১

তুমি রাজা, আমি এবে কাঙ্গালিনী, ভ্রাতৃ-পুত্রবধূ বলি পরিচয়
দিয়া সভাস্থলে অতীব অকার্য্য করিলাম, প্রভো! ক্ষমা আজ্ঞা হয়।

৩২

ভ্রাতৃ-পুত্রবধূ ভাবি কাজ নাই, ভাবুন আমারে অনাথিনী প্রজা,
প্রজা-সুরক্ষণ শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম! সে মতে বিচার কর, মহারাজা!

৩৩

অহো প্রজ্ঞাচক্ষু, প্রাজ্ঞ, মতিমান্! পতিপ্রাণা নারী—সভার ভিতরে,
রাজনীতি শাস্ত্র বলে কি—বলেতে কেশে আকর্ষণ করি' আনিবারে?

৩৪

অথবা অজ্ঞানা অবলা অধীনা, সূক্ষ্ম রাজধর্ম্ম—কি বুঝিব আমি?
রাজধর্ম্ম-মতে, রাজগণ-মধ্যে সুবিচার বুঝি ভুঞ্জি সহ স্বামী!

৩৫

অপত্য-স্নেহেতে হয়ে বিমোহিত, অহো প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হস্তিনাধিপতি!
ঘটা'লে অনর্থ! বৃথা নিন্দি তোমা, কে লঙ্ঘে অলঙ্ঘ্য ললাট-নিয়তি?

৩৬

অহো দূরদর্শী মন্ত্রিকুলরত্ন! ত্রিকালজ্ঞ বিজ্ঞ সুধীর সঞ্জয়!
তুমিও নীরব কেন, এ সময়ে বসি অধোমুখে?—বড়ই বিস্ময়!

৩৭

অথবা বিস্ময় কি আছে ইহাতে? পর-অন্নে পুষ্ট পরাধীন জন,
প্রভুপদানত, মনোমত কহে, সাধ্য কি যে কহে অপ্রিয় বচন?

৩৮

স্বাধীনতাহীন মানব জীবনে নাই সুখলেশ,—কেবল লাঞ্ছনা!
ধরায় থাকিয়া সম্ভোগিতে হয় নিরয়-বাসের অসহ্য যন্ত্রণা!

৩৯

আপন অস্তিত্ব হইয়া বিস্মৃত, বেদবাক্যসম অন্যের বচন
মানে যেই নর, কে না বলিবেক জীবন সত্ত্বেও মৃত সেই জন?

৪০

ক্ষমার আধার, শান্তির আশ্রয়, বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ প্রশান্ত গম্ভীর,
তপস্যা-সমাধি-শয্যায় নিরত, সংযত-ইন্দ্রিয় বিনীত সুধীর!

৪১

নানা তত্ত্বাভিজ্ঞ, বেদবিশারদ, ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে পারদর্শী অতি,
তুল্য প্রতিদ্বন্দ্ববিহীন বিক্রমী অতিরথ অগ্রগণ্য মহামতি,

৪২

একাধারে শান্ত রৌদ্র সুবিরোধী রসদ্বয়—সমভাব সমাবিষ্ট,
ব্রাহ্মক্ষত্রতেজঃসম্পন্ন প্রসন্ন গম্ভীর মূরতি হে জ্ঞানগরিষ্ঠ

৪৩

গুরো দ্রোণাচার্য্য! কি আশ্চর্য্য কথা, আপনিও কেন প্রাকৃতের প্রায়,
প্রাকৃতিক-চিত্তে প্রকৃতিবিরুদ্ধ হৃদিবিদারক অতীব অন্যায়

৪৪

এ ভীষণ কাণ্ড দেখিছেন বসি? প্রভো! আপনার একি আচরণ?
এ গর্হিত কার্য্য নিরখি শিষ্যের, উচিত কি নয় করিতে শাসন?

৪৫

আচার্য্য আপনি, শিষ্য দুঃশাসন, তবে সে কেমনে আপন সাক্ষাতে
অদৃষ্ট, অশ্রাব্য, অযত্ন, ঘৃণিত এ হেন দুষ্কার্য্য সাধন করিতে

৪৬

নাহি করে ভয় ? অহো ভারদ্বাজ ? কিম্বা এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠানে
করেছেন শিষ্যে যত্নে সুশিক্ষিত— ধনুর্ব্বেদসহ বিহিত বিধানে ?

৪৭

অতি অসম্ভব অবিশ্বাস্য ইহা ! বোধ হয় আর হিতানুশাসন,
কৃতবিদ্য-যোগ্য শিষ্যেরা শুনে না ! যদি সত্য তাই হয়, ভগবন্ !

৪৮

তবে সভাত্যাগ সমুচিত এবে ! তাই বা কর্ত্তব্য বলিব কেমনে ?
থাকিবেন কোথা এ বৃদ্ধ বয়সে— হেন রাজভোগে ? হেন সসম্মানে ?

৪৯

কৃপার নিধান আর্য্য কৃপাচার্য্য ! কৃপাপাত্রী দাসী নহে কি এখন ?
অযোনিসম্ভব ! অনার্য্যের ন্যায় যোনিজ জীবের অযোগ্যাচরণ

৫০

অযোনিসম্ভবা অভাগীর প্রতি নিরখি কেমনে আনতবদনে,
বিনা বাক্যব্যয়ে সুস্থির হৃদয়ে রয়েছেন বসি ? বুঝিতে পারিনে !

৫১

অন্যায় অসহ্য খ্যাত চির তব,— ন্যায়-অভিমানী, হে অশ্বত্থমন্ !
দারুণ সংশয় জন্মিতেছে মনে, উদাসীন ভাবে তবে কি কারণ

৫২

সহিতেছ তুমি সুস্থির অন্তরে এ অসহ্য মহাঘোর অত্যাচার ?
গুরুপুত্র ! মোরে অনুগ্রহ করি বলুন বৃত্তান্ত খুলিয়া ইহার।

৫৩

বুঝিয়াছি, আর বলিতে হবে না, জনক, মাতুল মৌনে অবস্থিত
হে দ্রৌণে, যাঁহার ; তাঁহার সর্ব্বথা নীরবে থাকাই হয় সমুচিত।

৫৪

শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন, প্রজানুরঞ্জন, সুশাসনকারী—
সমবেত যত নৃপতিমণ্ডল! আপনারা কেন এই দুরাচারী

৫৫

দুঃশাসন-প্রতি হ'ন পরাঙ্মুখ উপযুক্ত শাস্তি করিতে বিধান?
স্ত্রী-পীড়ক প্রতি কি হেতু উপেক্ষা প্রদর্শিছ, অহে রাষ্ট্রপতিগণ?

৫৬

কে বলিবে রাজা? কুরুক্রীত দাস! তোমা সবে তাই কুরুকুলাঙ্গার
আহ্বান করিয়া সাক্ষাতে সদর্পে দেখাইছে স্বীয় ক্ষমতা-অপার!

৫৭

ক্ষত্রবংশোদ্ভব মহাবীরবৃন্দ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রিতপালন,
তবে নিরাশ্রয়া এ হতভাগিনী সজল নয়নে চরণে শরণ

৫৮

লইয়াও কেন, নির্লজ্জ নৃশংস ক্ষত্রিয়াপসদ পাপাত্মার করে
হয় সভামধ্যে ঘোর উৎপীড়িতা, ন্যায়-বিগর্হিত ঘৃণিত আচারে?

৫৯

বুঝিলাম আর প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাহিক ভারতে, ওহে ভীরুগণ!
ক্ষত্রিয় কি ডরে অবলা-উদ্ধারে উৎসর্গ করিতে নশ্বর জীবন?

৬০

হে অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মের তনয় ধার্ম্মিকপ্রবর!
ধন্য ধর্ম্মশিক্ষা করেছিলে, নাথ! নতুবা কি এই দুরাত্মা পামর

৬১

রাজসূয় যজ্ঞে যে চিকুরদাম অবভৃথে সিক্ত মন্ত্রপূতনীরে
হয়েছিল, হায়! সেই কেশরাশি আকর্ষিতে পারে ধরিয়া সজোরে?

৬২

নতুবা কি এই অধম কুক্কুর কেশরী-কামিনী-পৃষ্ঠে পদাঘাত—
পঞ্চ কেশরীর চক্ষের উপরে— করিবারে পারে, হে পাণ্ডবনাথ?

৬৩

নতুবা কি হরি ত্রিদিব বৈভব দেবগণে বন্দী করিয়া কৌশলে,
লয়ে সুরনারী অসুরের দল, এ জঘন্য খেলা অনায়াসে খেলে ?

৬৪

রাজসূয় যজ্ঞে, করি দিগ্বিজয়— সসাগরা ধরা বাহুবলে যাঁরা
লভিলেন, হেরি এ দুর্দ্দশা মম থাকেন এ ভাবে নতুবা কি তাঁরা ?

৬৫

দ্যূতক্রীড়া অতি অনর্থের মূল জানিয়া তাহাতে কেন হে রাজন্!
হইলে প্রবৃত্ত হয়ে মহাজ্ঞানী, রাখি অসম্ভব নিদারুণ পণ ?

৬৬

রাজ্যধন আদি দুরোদর মুখে দিয়াছিলে নাথ! ক্ষতি নাই তায়,
পাণ্ডবের রাজ্য হ'তে কতক্ষণ, গাণ্ডীব যাদের প্রচণ্ড সহায়।

৬৭

কিন্তু হে জিজ্ঞাসি,—কে দিল মন্ত্রণা, ইন্দ্রচন্দ্রসম ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে
দুরোদরোদরে দিতে বিসর্জ্জন, কোমল হৃদয় পাষাণে বাঁধিয়ে ?

৬৮

হে স্বামিন্! শুদ্ধ স্বয়ম্বর-স্থলে, মহামহীয়ান মহীপাল যত
নির্নিমেষনেত্রে মুহূর্ত্তের তরে নিরখি যাহারে বাহ্যজ্ঞানহত

৬৯

হয়েছিল, নাথ! যাহারে কখনো সূর্য্যও স্বতেজে করেনি দর্শন,
সভয়ে শশাঙ্ক দেখিত যাহারে, ধীরে ধীরে যারে স্পর্শিত পবন

৭০

শীতল সলিলে প্রক্ষালি শরীর, কুসুমসুরভি পরাগ মাখিয়া;
সেই প্রাণসমা পাঞ্চালীরে আজি কেমনে অকূলে দিলে ভাসাইয়া ?

৭১

ভাসিতেছি, নাথ! দেখিতেছ বসি, ধর ডুবিলাম! উদাসীন আর
থেক না; সবলে বাঁধি কটিদেশ, কৌরবসমুদ্রে দাও হে সাঁতার!

৭২

জড়পিণ্ডপ্রায় নিশ্চিন্ত বসিয়া এখনো রহিলে, হায় হায় হায়!
ভর্ত্তায় করে না ভার্য্যার রক্ষণ, এ দুঃখের কথা কহিব কাহায়?

৭৩

অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী রমণী স্বামীর, সম্পদে বিপদে সুখদুঃখভাগী,
নারীর বিয়োগে অর্দ্ধাঙ্গের নাশ, জানিয়া এ তত্ত্ব, হে ধর্ম্মানুরাগী!

৭৪

কি কারণে মোরে কর পরিত্যাগ? যাগ যজ্ঞ আদি পুণ্য কর্ম্ম যত,
সস্ত্রীক হইয়া অনুষ্ঠান বিধি, তাহাও বিশেষ আছ সুবিদিত।

৭৫

তবে মোরে ত্যাগ করিয়া কেমনে ধর্ম্মপথে, নাথ! হবে অগ্রসর?
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম থাকা সুকঠিন, সেই সে কারণে গৃহী সব নর।

৭৬

পুত্ররূপে স্বামী জন্মে স্ত্রী-উদরে, সে কারণে নারী জায়া নাম পায়,
বংশধর্ম্মরক্ষামূলীভূতাহেতু রক্ষণীয়া জায়া সতত ধরায়!

৭৭

তবে, ধর্ম্মরাজ! কোন্ ধর্ম্মমতে সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মোনাশোদ্যম
হেরিয়া সচক্ষে, রয়েছ সুস্থির? ঘটেছে কি তব মতির বিভ্রম?

৭৮

অহে মহারাজ! নহিলে কি দেখি' রজঃস্বলা একবস্ত্রপরিধানা
প্রেয়সী মহিষী কামুকের করে সভার মধ্যেতে হয় বিবসনা—

৭৯

নিশ্চেষ্ট অন্তরে পার থাকিবারে? মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ ভুজঙ্গের মত,
ভুলিয়া স্বকীয় তীব্র হলাহল? যাহার প্রভাবে পৃথ্বী জর্জ্জরিত,

৮০

বিজিতা রমণী বলিয়া কি, নাথ। করিতেছ মোরে এত অনাদর?
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-বলেতে বিবাহ, ক্ষত্রিয়ার পক্ষে ধর্ম্ম স্বয়ম্বর!

৮১

সুতরাং সব ক্ষত্রিয়কামিনী স্বামীর সমীপে নিয়ত নির্জ্জিতা,
তা বলিয়া, নাথ! কোন্ ক্ষত্রিয়ানী পতি-অনুগ্রহে হয়েছে বঞ্চিতা?

৮২

বেশ্যাকেও কেহ বিবস্ত্রা করিয়া, সভার মধ্যেতে পারে না আনিতে,
বিহিত বিধানে বিবাহিতা এই অভাগী দ্রৌপদী তবে কোন্ মতে

৮৩

উলঙ্গী হইয়া অবস্থিতি-যোগ্যা গুরুজনান্বিত সভার ভিতরে?
বল, হে স্বামিন্! সুক্ষ্মধর্ম্মজ্ঞানী! বিশেষ বিচার করিয়া অন্তরে।

৮৪

ব্যাদিতবদন কৃতান্তের প্রায়, যমদণ্ডোপম গদা ভয়ঙ্কর
ধরি রোষভরে ছুটিলে সমরে, কাঁপে তব ভয়ে বিশ্ব চরাচর,

৮৫

হে ভীম! তোমার সেই বীরত্রাস সে ভীষণ ভাব কোথায় এখন?
কোথায় সে শৌর্য্য, কোথায় সে বীর্য্য? বজ্র যিনি ভীম গম্ভীর গর্জ্জন?

৮৬

গিরি বিদারণ কে শুনেছে কোথা? সদ্যোজাত শিশু শরীরাঙ্ঘ্রিঘাতে?
যদি শুনে থাকে সে তোমার কথা, তব সম বীর কে আছে মহীতে?

৮৭

পর্ব্বত উপাড়ি মহাদ্রুম ছিঁড়ি, মদমত্ত করী ধরি এক করে,
শুনেছি শৈশবে দেখাতে বিক্রম, সে শক্তি কি আর নাই ও শরীরে?

৮৮

শত সিংহ যিনি মহাবলবান, বজ্রসম বপুঃ জরাসন্ধ ধীরে,
মহামল্লযুদ্ধে করি বীর্য্যহীন, দুই পদে ধরি চিরিলে সজোরে!

৮৯

হিড়িম্ব রাক্ষসে, দুষ্ট বকাসুরে অবলীলাক্রমে করিলে বিনাশ!
যেই ভীম ভুজে, সে ভুজঙ্গাকার ভুজদ্বয় এবে নির্ব্বীর্য্য-নির্য্যাস?

৯০

নহিলে কি, নাথ! নরকের কীট কুরুকুলগ্লানি দুষ্ট দুর্য্যোধন
সভার মধ্যেতে মোরে লয়ে আসি, এত অপমান করে, হে রাজন?

৯১

হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ম্বর-স্থলে শূন্যে দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ ভেদ করি,
অন্যের অসাধ্য অত্যদ্ভুত কর্ম্ম সাধিয়া লভিলে যে নৃপকুমারী,

৯২

অসংখ্য ক্রোধান্ধ ক্ষিতিপালগণে তৃণসম ভাবি মহাগর্ব্বভরে,
দেখায়ে অস্ত্রের অপূর্ব্ব পরীক্ষা, হাসিতে হাসিতে উদ্ধারিলে যারে,

৯৩

সেই রাজবালা রাজসভামধ্যে, তোমার সাক্ষাতে সহে অপমান,
হে নাথ! কেমনে দেখিতেছ বসি? এই খেদে মোর বিদরিছে প্রাণ!

৯৪

সুরাসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসে— তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
জিনি সুররাজে, জিনি সূর্য্যাত্মজে, জিনি পরাক্রমে স্কন্দ—তারকারি,

৯৫

অক্লেশে করিলে, (তর্পিতে অনলে) ঘোর অস্ত্রানলে খাণ্ডব দাহন,
মম কোপানল করিতে শীতল, জ্বালি অস্ত্রানল, তবে কি কারণ

৯৬

দহিবারে ক্ষুদ্র কৌরব-অরণ্য করিছ উপেক্ষা, হে কুন্তিনন্দন?
নাই কি গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর? নাই কি বিমান সে কপিকেতন?

৯৭

অশ্বিনী-কুমারযুগল-সদৃশ মহাবলশালী মাদ্রীপুত্রদ্বয়!
ধিক্ বাহুবলে—ধিক্ তোমাদের! লুকাইয়া বাহু কেন এ সময়?

৯৮

এই নিদারুণ ঘৃণিত দশায়, সহিতেছি আমি অসহ্য পীড়ন!
কোন্ প্রাণে সহ্য করিছ তোমরা? কেন মুখে নাহি সরিছে বচন?

৯৯

সমীরণ অঙ্গে স্পর্শিলে আমার, সহিত না যেই পাণ্ডুপুত্রগণ,
হে ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার, তাঁদের সাক্ষাতে দুষ্ট দুঃশাসন

১০০

তোমারি অনন্ত মহিমার গুণে পায় পরিত্রাণ ধরি' মোর কেশে,
তোমারি সম্মান শিরোধার্য্য ভাবি, এত অপমান সহে, অনায়াসে

১০১

ক্ষমা-ভস্মে করি ক্রোধাগ্নি গোপন পাণ্ডব সকল, নতুবা নিশ্চিত
ঘোর কোপানলে পড়ি কোন্ কালে— কৌরব-পতঙ্গ হ'ত ভস্মীভূত।

১০২

কেন নিন্দি ধর্ম্মে, ধীর ধর্ম্মরাজে? ভ্রাতৃধর্ম্মভক্ত পাণ্ডুপুত্রগণে?
ধর্ম্মই পাণ্ডবকুলের ভূষণ, ধর্ম্মাপেক্ষা প্রিয় কি আছে ভুবনে?

১০৩

ওরে নরাধম দুঃশাসন তুই, যেই অপকর্ম্ম করিলি সভাতে,
তার প্রতিফল দূর নহে, মূঢ়! শীঘ্রই সুশিক্ষা পাবি ভালমতে!

১০৪

মৃণাল বিভ্রমে, ওরে কুলাঙ্গার! কালভুজঙ্গীরে করিলি ধারণ?
জানিস্ না এর সবিষ দংশনে হবে কুরুকুল সমূলে নিধন?

১০৫

কুরঙ্গী ভাবিয়া ধরিয়া সিংহিনী, যথাইচ্ছা রঙ্গে করিছ বিহার,
সুপ্ত সিংহ কিন্তু হইয়া জাগ্রত ছাড়িবে যখন অশনি-হুঙ্কার,

১০৬

কে তখন তোরে রাখিবে শৃগাল? কুরু-ফেরুপাল পলাইবে দূরে,
তীক্ষ্ণ নখে বক্ষঃ চিরি মৃগরাজ, পিবে রক্ত তোর চক্ চক্ করে!

১০৭

রে কুলপাংসন্ দুষ্ট দুঃশাসন! ছাড় কেশরাশি! সরে যা কুক্কুর!
ছাড়িবি না? এই বামপদাঘাতে—যাবি না কি তবে কৃতান্তের পুর?"

১০৮

কহিতে কহিতে পাঞ্চালী তখন,— উৎপীড়িতা ক্ষিপ্তা সিংহিনীর প্রায়,
সে মরালগ্রীবা করিয়া বঙ্কিম, দাঁড়াল সতেজে কৌরব-সভায়!

১০৯

আলুলিত-কেশা, পতিতার্দ্ধবাসা, তীব্র বিদ্যুন্নিভ কটাক্ষে তখন,
দুঃশাসন প্রতি চাহিল পাঞ্চালী, ললাটে ফুরিল শিরা সুশোভন।

১১০

দেখি সেই ক্ষিপ্তা সিংহিনীরে চক্ষে, সভাস্থ সকলে হইল স্তম্ভিত,
দুঃশাসন দূরে দাঁড়াল সভয়ে! বীরগণ চিত্তে হইলেন ভীত!

১১১

সাক্ষাৎ শক্তির প্রতিমূর্ত্তি যেন আবির্ভূতা হ'ল কৌরব-সভাতে
সে ভাব, সে ভঙ্গী, সে তীব্র কটাক্ষ বীরেন্দ্রাণী ভিন্ন সাজেনা অন্যেতে।

১১২

বীরপত্নী বীরেন্দ্রাণী দ্রৌপদীর, ব্রীড়া-বিজড়িত মধুর সে ভাব
কোথা গেল এবে? কোথা সেই তাঁর রমণী-স্বভাব-সুলভ বিভাব?

১১৩

বীরের গৃহিণী বীরেন্দ্রাণী এবে প্রপীড়িতা ক্ষিপ্তা সিংহিনীর প্রায়,
পদবিদলিতা ভুজঙ্গিনী যেন ফণা বিস্তারিয়া দাঁড়ায়ে সভায়,

১১৪

কহিল সরোষে "শোন্ দুঃশাসন! যদি হই আমি পতিব্রতা সতী,
পাণ্ডবমহিষী হই যদি, আর ধর্ম্ম প্রতি মোর থাকে দৃঢ়মতি,

১১৫

তা হইলে এই সভার মধ্যেতে আমি যাজ্ঞসেনী করিতেছি পণ,
"তোর উষ্ণ রক্তে এই কেশপাশ ভিজাইয়া বেণী করিব বন্ধন!

১১৬

বীরপত্নী যদি হই আমি, তবে এ প্রতিজ্ঞা মম না হবে অন্যথা,
অন্যথা হইলে অসতী পাঞ্চালী সতীত্বের গর্ব্ব করে থাকে বৃথা!

১১৭

যত দিন তোর বক্ষের রুধিরে না পারিব বেণী করিতে বন্ধন,
তত দিন এই কেশপাশ মোর রবে আলুম্বিত, ওরে দুঃশাসন!

১১৮

ইন্দ্র, যম আদি দেবতারা যদি একদিক হয় রক্ষিবারে তোরে,
তা হলেও তোর নাই অব্যাহতি, এই কেশ তোর বক্ষের রুধিরে

১১৯

ভিজাইয়া বেণী বাঁধিব নিশ্চয়! যে প্রতিজ্ঞা আমি করিনু সভাতে,
পুনর্ব্বার বলি অন্যথা হইলে, বীরপত্নী আমি নই সংসারেতে!

১২০

শুনে থেক সবে—না হবে অন্যথা, যে প্রতিজ্ঞা আমি করিনু সভাতে,
দিন, মাস, বর্ষ, যুগান্তেও ইহা হইবে সম্পন্ন, যবে ন্যায়মতে

১২১

ধর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া পাণ্ডব, ঘোর সমারাগ্নি ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ
জ্বালিয়া সমূলে দহিবে কৌরবে, যখন বিধবা যত কুরুবধূ

১২২

এলায়ে কবরী ধাবে প্রেতভূমে, মৃতপতিমুখ করিতে দর্শন,
উন্মাদিনী প্রায় আলুথালু বেশে, তখন করিব এ বেণী বন্ধন।

১২৩

ভীম গদাঘাতে যবে ভীমসেন মহাবংশ কুরুবংশ ধ্বংস করি,
ছাড়িবে সহর্ষে ঘোর সিংহনাদ সেই দিন আমি বাঁধিব কবরী।

১২৪

শোণিত-লোলুপ শার্দ্দূলের প্রায়, মহারোষে ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার,
বিদারিয়া নখে দুঃশাসনবক্ষ, ছিঁড়িয়া সবলে হৃৎপিণ্ড তার

১২৫

পিইয়া শোণিত মিটায়ে পিপাসা, যত দিন ভীম শোণিতাক্ত করে,
নাহি দিতেছেন বিনাইয়া বেণী, তত দিন,—বলি তিন সত্য করে,—

১২৬

অহো সভ্যগণ! শুনে থেক সবে,— মম এ প্রতিজ্ঞা অন্যথা হবে না,
এ আলুলায়িত কুন্তলকলাপ, বাঁধিব না! বাঁধিব না! বাঁধিব না!"

১২৭

এইরূপ কৃষ্ণা করিল প্রতিজ্ঞা, দেখি সভ্যগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত!
অবাক নিস্পন্দ বসিয়া সকলে, কুরুবৃদ্ধগণ হইলেন ভীত।

১২৮

সকলে সভয়ে শশব্যস্তচিত্তে দ্রৌপদীরে শান্ত করিবার তরে
নানা মিষ্ট বাক্য প্রবোধিল, পরে ভীষ্ম মহামনা কহিল সাদরে,

১২৯

"কল্যাণি! সম্বর ক্রোধের অনল, সম্বর করাল ভাব, অতঃপর
পাপের অনলে পুড়িছে কৌরব, ইহার উপরে বিশ্বদাহকর

১৩০

তব ক্রোধানল হ'লে নিপতিত, কি যে হবে, তাহা কে জানে কল্যাণি?
হে সাধ্বি! কৌরব কলুষদহনে শীঘ্র ভস্মীভূত হইবে আপনি।

১৩১

যেরূপ অধর্ম্ম অত্যাচার, ইথে শীঘ্র কুরুকুল হইবে সংহার,
শীঘ্র অধঃপাতে যাবে এই বংশ, বিবেচনা এই হতেছে আমার।

১৩২

যা হ'ক, কল্যাণি! স্থির হও, সাধ্বী বীরেন্দ্রাণী তুমি, বীরবিনোদিনী,
মূঢ় দুঃশাসন শৃগাল হইয়া ঘাঁটায়েছে তোমা দুর্জ্জেয়া সিংহিনী।

১৩৩

সচ্চরিত্রে! তুমি কৌরব হইতে হেন কষ্টকর দুর্দ্দশাপাথারে
পড়িয়াও ধর্ম্মে আছ আস্থান্বিতা, ঈদৃশ চরিত্র সর্ব্বতঃ প্রকারে

১৩৪

তোমারই উপযুক্ত, যাজ্ঞসেনি! দেখ, দ্রোণ-আদি বৃদ্ধতমগণ
ম্লান অবনত শুষ্ক শরীরেতে রয়েছেন বসি মুমূর্ষু যেমন।

১৩৫

হে সুসাধ্বি! তুমি যাহাদের পত্নী, সেই সাধুশ্রেষ্ঠ নরসিংহগণ,
যদিও ব্যসনে হয়েছেন ভ্রান্ত, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুত হননি, এখন

১৩৬

তব প্রশ্নোত্তর আপনি কৌন্তেয় করুন্ যা হয়, সভ্যরাজগণে
কর্ত্তব্যবিমূঢ়চিত্ত, সকলেতে আশঙ্কা করিয়া থাকে দুর্য্যোধনে।

১৩৭

পরস্পর বিরোধিনী এ ব্যবস্থা বিবেচিয়া কিছু পারি না বুঝিতে,
এই জন্য বলি নিজে যুধিষ্ঠির তব প্রশ্নোত্তর করুন সভাতে!"

১৩৮

ভীষ্মের উক্তিতে দ্রৌপদী তখন হৈলা প্রকৃতিস্থা! লজ্জানতমুখী,
ভাবিলেন "হায়! গুরুজনাকীর্ণ সভামধ্যে আমি করিলাম এ কি!

১৩৯

হায়! যাঁহাদের সম্মুখে কখনো আঁখি নিমীলিত করিনি লজ্জাতে,
উন্মত্তা হইয়া এ কি করিলাম— এই সব গুরুগণের সাক্ষাতে!

১৪০

হায়! এ অভাগী দ্রৌপদী-ললাটে কত অপমান লিখেছ বিধাতা!
কুলের কামিনী—কুলবধূ হয়ে কৌরব-সভায় হইনু লাঞ্ছিতা!

১৪১

ছি ছি! রজঃসিক্ত একবস্ত্রাবস্থা অনবগুণ্ঠিতা করিয়া যখন,
বলে কেশে ধরে আনিল আমারে কুরুকুলাধম মূঢ় দুঃশাসন,

১৪২

তখন আমার বাকী কিবা আর? এ দগ্ধ অদৃষ্টে এই ছিল শেষ!
বসুমতি! তুমি হও মা বিদীর্ণা, লুকাতে কলঙ্ক করিব প্রবেশ।

১৪৩

রাজেন্দ্রমণ্ডিত গুরুজনান্বিত সভার ভিতরে আনিয়া যখন,
অকথ্য কহিয়া—অশ্রাব্য বলিয়া উলঙ্গ করিতে টানিল বসন,

১৪৪

তখন আমার বাকী কিবা আর ? ছি ছি ! এ কলঙ্ক লুকাবার নয়,
যত দিন ভবে লোকালয় রবে, অখ্যাতি গাইবে এ সংসারময় !

১৪৫

তবু দীনবন্ধু রেখেছেন মান, লজ্জা-নিবারণ করেছেন হরি,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বেড়েছে সংসারে, হে প্রভো ! সংসার-সাগর-কাণ্ডারী !

১৪৬

সর্ব্বব্যাপী, তুমি সর্ব্বের কারণ, তুমি শত্রু, তুমি মিত্র সংসারেতে,
তুমিই নিয়ন্তা, নিযুক্তও তুমিই তব লীলা প্রভো ! কে পারে বুঝিতে ?"

১৪৭

লজ্জা সুশীলতা অপচয় ভয়ে, এইরূপ ভাবে পাঞ্চালী তখন
মনে মনে অনুতাপ অনুভব করিয়া অনন্তচিন্তানিমগন।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

১

পার্থিবগণের মৌন ভাব হেরি, হর্ষে ঈষদ্ধাস্য করি দুর্য্যোধন,
কহিল "পাঞ্চালি! তব প্রশ্নোত্তর কে করিবে? দেখ যত রাজগণ

২

ধর্ম্মত তোমারে বিজিতা জানিয়া মৌনভাবে বসি রয়েছেন সবে,
হে সুন্দরি! তব প্রশ্নের উত্তর তব স্বামিগণ হইতেই হবে।

৩

ভীমার্জ্জুন আর মাদ্রীপুত্রদ্বয় তোমার প্রশ্নের করুন উত্তর,
হে সুন্দরি! এঁরা তোমার কারণে গুরুজনাকীর্ণ সভার ভিতর

৪

এই ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবেরে নাস্তিক বলিয়া করুন প্রকাশ,
মিথ্যাবাদী ওঁরে বলুন সকলে, তা হইলে তুমি দাসীত্বের পাশ

৫

বিমুক্তা এখনি হইবে, পাঞ্চালি! কিম্বা ধর্ম্মরাজ আপনি সভাতে,
তব স্বামী উনি বটেন কি নন্, এইমাত্র কথা বলুন, তাহাতে

৬

তুমি বা কি বল, বল যাজ্ঞসেনি! সভ্যগণ সব তোমার দুঃখেতে
দুঃখিত-সচক্ষে দেখ না শোভনে! অতি মন্দভাগ্য স্বামিগণ হ'তে!

৭

যেরূপ দুর্দ্দশা হতেছে তোমার, অন্য নারী হলে সহিত না প্রাণে,
দেখ, যাজ্ঞসেনি! যুধিষ্ঠির হ'তে কত কষ্ট তুমি পেতেছ এক্ষণে?"

৮

দুর্য্যোধনবাক্য শুনিয়া তখন, কর্ণাদি করিয়া যত সভ্যগণ
যত চাটুকার অকথ্য ভাবিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া, তখন

৯

দুর্য্যোধনে অতি প্রশংসিয়া সবে পরস্পর শ্লেষশব্দসহকারে
নয়ন-সঙ্কেত করিতে লাগিল, বৃদ্ধগণ দুঃখপূর্ণ হাহাকারে

১০

শব্দিত করিয়া তুলিল সভাকে! সেই হাহাকার শব্দ ক্ষণপরে
নিরস্ত হইলে, উঠি ভীমসেন দিব্য বাহুদ্বয় আন্দোলন করে

১১

কহিল "যদ্যপি এই ধর্ম্মরাজ আমা সবাকার না হ'তেন প্রভু,
তা হইলে এই কুরুকুল-প্রতি বৃকোদর ক্ষমা করিত না কভু।

১২

এই ধর্ম্মরাজ আমা সবাকার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য-বিধাতা আপনি,
এমন কি, উনি পাণ্ডবগণের প্রাণেরো ঈশ্বর, সে'স্থলেতে উনি

১৩

পরাজিত যবে হয়েছেন দ্যূতে, তখন আমরা অবশ্য বিজিত,
তাহা না হইলে এ মর-সংসারে কোন্ জন হেন আছে উপস্থিত,

১৪

পাঞ্চালীরে স্পর্শ করিবে যে জন? হায়! হায়! কিবা কহিব কাহারে?
দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনা সম্মুখে, বৃকোদর তাই আছে সহ্য ক'রে?

১৫

এই যে আমার মহাবজ্রনিভ দারুণ কঠিন ভীম ভুজদ্বয়,
ইহাতে পড়িয়া দেবেন্দ্রও নিজে না পান নিষ্কৃতি, যেই কেন হয়

১৬

মম বাহুপাশে পড়িয়া কাহারো অব্যাহতি নাই এ মর সংসারে,
অহো! ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ না হলে, শৃগালদিগকে কেবা গ্রাহ্য করে?

১৭

জ্যেষ্ঠের গৌরবে রয়েছি নিরুদ্ধ, বিশেষতঃ ভ্রাতা অর্জ্জুন আপনি
বারম্বার বাধা দিতেছে, নহিলে মুষ্টিরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গেতে এখনি,

১৮

কেশরী যেরূপ বধে মৃগশিশু, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে
বিনাশ করিতে পারি অনায়াসে, কিন্তু কি করিব ! জ্যেষ্ঠের চরণে

১৯

বিক্রীত এ দাস। যদি একবার করে ধর্ম্মরাজ কটাক্ষ, ইঙ্গিতে
সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত করে বৃকোদর— উপাড়ি সুমেরু ফেলে সমুদ্রেতে—

২০

নিবাইয়া দেয় ভাস্করের জ্যোতিঃ— চন্দ্রেরে ধরিয়া করে কুক্ষিগত—
ছিঁড়ি গ্রহ তারা ছড়ায় শূন্যেতে— মেদিনীরে করে রসাতল গত।"

২১

ভীমের ক্রোধোক্তি শুনিয়া সভয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুর তখন
কহিলেন "ভীম ! ক্ষান্ত হও, সব সম্ভবে তোমাতে, কর সম্বরণ

২২

ক্রোধ-হুতাশন ; স্থির হও বীর ! যখন সমস্ত কৌরবগণেতে
হয়ে লোভমোহপরতন্ত্রচিত্ত ঈদৃশ অকার্য্য করিল সভাতে,

২৩

তখন এদের শ্রেয় নাই আর আপনা আপনি গেল অধঃপাতে,
তব ক্রোধ-বহ্নি হ'লে নিপতিত, কি যে হবে, তাহা কে পারে বলিতে ?"

২৪

অতঃপর কর্ণ কহিল ব্যঙ্গেতে "গঙ্গাপুত্র, দাসীপুত্র আর দ্রোণ,
সভামধ্যে যেন স্বাধীন ইহাঁরা, না মানেন কারে এই তিন জন।

২৫

প্রভুকে ইহাঁরা দুষ্টতম বলি করেন নির্দ্দেশ, নাই লজ্জাভয়,
শত্রুদের বৃদ্ধি করেন কামনা, করেন কামনা কুরুকুলক্ষয়।

২৬

ভদ্রে যাজ্ঞসেনি ! শাস্ত্রে উক্ত আছে,— দাস, পুত্র, নারী এই তিন জন
কদাপি স্বাধীন নহেক সংসারে, প্রভুর আজ্ঞায় সদা সর্ব্বক্ষণ

২৭

চালিত ইহারা, নিজস্ব এদের নাই কোন বস্তু সংসারমধ্যেতে,
যাহা লাভ এরা ক'রে থাকে, তাও প্রভুদের প্রাপ্য জানে সকলেতে।

২৮

তুমিও তদ্রূপ অধীন দাসের নিকৃষ্টা ললনা—প্রভুদের ধন,
অতএব শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে দাসীদের সঙ্গে মিলিয়া এখণ

২৯

রাজপরিবার বর্গের শুশ্রূষা করগে, বিলম্ব কর না, শোভনে!
সম্প্রতি ইহাই কর্ত্তব্য তোমার, ইথে বিষাদিত হইও না মনে।

৩০

রাজপুত্রি! এই পাণ্ডবগণেরা তব স্বামী আর নহে ত এখন,
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ স্বামী তব, কৃষ্ণে! এই যে সমস্ত রাজপুত্রগণ

৩১

উপবিষ্ট, এর মধ্যে ইচ্ছা যারে, তাহাকেই কর পতিত্বে বরণ,
হে সুন্দরি! পতিবরণবিষয়ে যথেচ্ছাচারিতা ভাল; দাসীগণ

৩২

পক্ষেতে এ বিধি চির সুসঙ্গত! অতএব তুমি, যারে ইচ্ছা হয়
তারেই বিবাহ কর, বিধুমুখি! লজ্জা করা তব উপযুক্ত নয়।

৩৩

হে সুন্দরি! তব স্বামী পাণ্ডবেরা সকলেই পরাজিত দুরোদরে,
তুমিও এক্ষণে হইয়াছ দাসী, পরাজিত দাসগণ কি প্রকারে

৩৪

তব স্বামী আর হইবে, সুন্দরি? আহা! কুন্তিপুত্র মনুষ্যজন্মেতে
কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না আর, তাহা হলে কেন তোমায় পণেতে

৩৫

ধরি ঘোরতর দুরোদরমুখে দিলেন বিদায়ে? দেখ বিধুমুখি!
এই ভালবাসা? ছি ছি যাজ্ঞসেনি! পাণ্ডবের এই ভালবাসা না কি?

৩৬

তুমি এত বড় রাজকন্যা, আর এত বড় বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী,
তোমারে পাণ্ডব এই ভালবাসে ? দুরোদরমুখে সমর্পণ করি

৩৭

ভাল ভালবাসা দেখালে সংসারে ! ছি ছি, কৃষ্ণে ! তুমি অতঃপর আর
হেন শঠ জনে বাসিও না ভাল, এই আমাসবামধ্যেতে যাহার

৩৮

নারীপ্রতি যত্ন আছে সমধিক, যাহা হতে পুনর্ব্বার ভবিষ্যতে
হেন দুর্দ্দশায় না পড়, পাঞ্চালি ! হেন সুপুরুষ দেখিয়া চক্ষেতে

৩৯

মনোমত পতি কর, চন্দ্রাননে ! তা হইলে সুখী হইবে চিত্তেতে,
দাসীত্ব হইতে হইবে বিমুক্তা, এত অপমান হবে না সহিতে।"

৪০

কর্ণের বচন শুনি ভীমসেন ক্রোধজর্জ্জরিত হইলা চিত্তেতে !
কিন্তু শৃঙ্খলিত শার্দ্দূল কি করে ? ব্যাধের পীড়ন সহে নীরবেতে।

৪১

অতি অনুতাপে কাতর কৌন্তেয় ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস সম্বোধি জ্যেষ্ঠেরে
কহিলা "রাজন্ ! সূতপুত্র প্রতি ক্রোধিত হইতে পারি না বিচারে।

৪২

যথার্থই মোরা দাসত্বে নিবিষ্ট, হে রাজন্ ! যদি ক্রীড়ায় কৃষ্ণারে
পণ রাখি ক্রীড়া না করিতে, তবে শৃগালেরা কভু প্রমত্ত সিংহেরে

৪৩

এত অপমান করিতে পারিত ? হায় হায় ! কিবা কহিব কাহারে ?
ধর্ম্মপাশে আমি রয়েছি আবদ্ধ, নতুবা এখনি শত্রুর রুধিরে

৪৪

প্রক্ষালিয়া পদ, লভিতাম শান্তি, অহো ! এই শেষ ছিল অদৃষ্টেতে ?
কুক্কুরে কহিছে সিংহে কুবচন, সিংহযূথ তাই সহিছে চিত্তেতে ?

৪৫

ভীমের বাক্যেতে রাজা দুর্য্যোধন ম্লান অচেতনপ্রায় যুধিষ্ঠিরে
সম্বোধন করি কহিল "রাজন! দ্রুপদতনয়া তোমার বিচারে—

৪৬

জিতা কি অজিতা বল প্রকাশিয়া, দ্রৌপদীর প্রশ্ন সর্ব্বত প্রকারে
পরি-আলোচনা করি বিধিমতে, সদুত্তর যাহা কর শীঘ্র ক'রে!"

৪৭

যুধিষ্ঠিরে ইহা কহি দুর্য্যোধন বিমোহিত হয়ে ঐশ্বর্য্যমদেতে,
পরিধেয় বস্ত্র করি উৎকর্ষণ, দ্রৌপদীর দিকে হাসিতে হাসিতে,

৪৮

স্বকীয় সুগোল গজশুণ্ডসম সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, বজ্র জিনি
সসার, সুদৃশ্য বাম উরুদেশ প্রদর্শন কৈল! দেখিয়া অমনি

৪৯

বৃকোদর ক্রোধে হইয়া বিদীর্ণ লোহিত লোচন করি উৎফালন,
করি ঘোরতর সিংহনাদ দম্ভে করিতে লাগিল ঘোর আস্ফালন!

৫০

বলে করে করে করে নিষ্পেষণ, প্রতি লোমকূপে নিকলে পাবক,
প্রতিশ্বাসে ক্ষরে অনলস্ফুলিঙ্গ, বিঘূর্ণিতনেত্র জলে ধক্ ধক্!

৫১

অতি ঘোরতর বিকট হুঙ্কারে কুরু-মহাসভা কাঁপে থর থর,
মহামেঘ যেন গর্জ্জে ভয়াবহ— দন্তে দন্তাঘাত শব্দ ঘোরতর!

৫২

বিকট কঠোর মহাভীমনাদে ক্রোধোন্মত্ত ভীম কহিল তখন
"রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! ওরে কুরুকুলাঙ্গার পাপী দুর্য্যোধন!

৫৩

ঐশ্বর্য্যমদেতে বিমোহিত হয়ে এই কৌরবের সভার মধ্যেতে
যেই উরু তুই দেখালি কৃষ্ণারে, সেই উরু তোর মহাসমরেতে

৫৪

গদাঘাতে আমি করিব বিচূর্ণ! রে পাপাত্মা! যদি না পারি চূর্ণিতে
তা হইলে মোর বৃথা পিতৃবীর্য্য, বৃকোদর ক্ষত্রি নয় সংসারেতে।

৫৫

হে ভুবনবাসী ক্ষত্রিয় সকল! অহো দিগ্দেশীয় সভ্যরাজগণ!
এই সভামধ্যে সবার সাক্ষাতে আমি বৃকোদর করিতেছি পণ,—

৫৬

মহাসমরেতে এই পাপাত্মার গদাঘাতে উরু ভাঙ্গিব নিশ্চয়!
পুনর্ব্বার বলি,—যদি কোনরূপে এ প্রতিজ্ঞা মম সম্পন্ন না হয়,

৫৭

তা হইলে আমি ইহপরলোকে গতিভ্রষ্ট হব—না হবে অন্যথা,
এ প্রতিজ্ঞা যদি সফল না হয়, ক্ষত্রি নই তবে, পিতৃবীর্য্য বৃথা!

৫৮

তপনো যদ্যপি হয় প্রভাশূন্য— চন্দ্র যদি আর না উঠে অম্বরে,
তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অটল, দুর্য্যোধন উরু ভীষণ সমরে

৫৯

গদাঘাতে আমি ভাঙ্গিব—ভাঙ্গিব! এ প্রতিজ্ঞা যদি সম্পন্ন না হয়,
পিতৃপিতামহ গতিভ্রষ্ট আমি হইব—হইব—হইব নিশ্চয়!

৬০

হিমাদ্রিও যদি হয় স্থানভ্রষ্ট, সাগরো বিশুষ্ক হয় কোনমতে,
তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অটল, সংগ্রামভূমিতে বজ্র গদাঘাতে

৬১

উরুভঙ্গ ওর করিব—করিব! যদি কোনরূপে অন্যথাই হয়,
বৃথা কুন্তি দুগ্ধ দিয়াছিলা, তবে কদাচই কুন্তি বীরমাতা নয়।"

৬২

এইরূপ ভীম করিল প্রতিজ্ঞা, সভ্যগণ সব আতঙ্কে অস্থির।
সভয়ে সান্ত্বনা করি ভীমসেনে কহিলেন পরে বিদুর সুধীর,

৬৩

"হে প্রতীপবংশী শান্তনুসুতেরা! দেখ সকলেতে, বৃকোদর হ'তে
মহাভয় এই হ'ল উপস্থিত, এখনো সকলে ভাবিছ কি চিতে ?

৬৪

কুরুকুল ধ্বংস হইতে অপেক্ষা কি আছে ? সংগ্রাম হইলেই হয়।
হে ভারতগণ! দেখ চতুর্দ্দিকে হইল উৎপন্ন দারুণ অনয়।

৬৫

অহো ধৃতরাষ্ট্রতনয় সকল! এখনো যা বলি শুন সাবধানে ;—
মর্য্যাদাবিলোপী দ্যূতক্রীড়া করি, কুলের কামিনী জিনি অক্ষপণে,

৬৬

সভামধ্যে তাই লইয়া আবার বাদ অনুবাদ কেন কর আর ?
হে কুমারগণ! মম নীতিবাক্য এখনো শুনিলে পাইবে নিস্তার।

৬৭

ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত যুধিষ্ঠির যদি, আত্মপরাজয়-পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে
পণ রাখি ক্রীড়া করিতেন, তবে দ্রুপদনন্দিনী সর্ব্বত প্রকারে

৬৮

হইত বিজিতা, নাহিক সন্দেহ, কিন্তু যুধিষ্ঠির অগ্রে আপনারে,
হারিয়া পশ্চাৎ রেখেছেন পণ এই অনিন্দিতা দ্রুপদকন্যারে।

৬৯

অতএব কৃষ্ণা নহেক বিজিতা। হে কুমারগণ! শকুনি-বাক্যেতে
মহান ধর্ম্মেরে কর না অগ্রাহ্য, পরিতপ্ত শেষ হইবে চিত্তেতে!"

৭০

বিদুরের বাক্য না হইতে শেষ, অকস্মাৎ ধৃতরাষ্ট্র-ভবনেতে
অগ্নিহোত্রগৃহে বিকটোচ্চস্বরে শৃগাল সকল লাগিল কাঁদিতে।

৭১

চতুর্দ্দিক হ'তে গর্দ্দভের দল বিকট চীৎকার করে ঘোর রবে,
শত শত গৃধ্র প্রাসাদ-শৃঙ্গেতে উড়িয়া বসিছে আনন্দ-উৎসবে।

৭২

বায়স কর্কশকণ্ঠে ঘোরতর ডাকে—চতুর্দ্দিকে ঝাপটিয়া উড়ে।
আকাশ হইতে খসে উল্কাপিণ্ড, বিনা মেঘে শূন্য গরজে গম্ভীরে।

৭৩

মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প ঘোরতর, হয় ঝর ঝর রুধির বর্ষণ।
ভূগর্ভ হইতে ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইয়া স্তব্ধে ত্রিভুবন!

৭৪

তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ বিদুর ধীমান আর প্রজ্ঞাবতী মহিষী গান্ধারী,
অকস্মাৎ এই অশুভ লক্ষণ দেখিয়া আতঙ্কে উঠিলা শিহরি।

৭৫

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ঈদৃশ ঘটনা দেখিয়া চমকি উঠিল অন্তরে,
সুবলনন্দিনী গান্ধারী তখন অতি ব্যস্ত—অতি ব্যাকুল অন্তরে,

৭৬

আসি সভামধ্যে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে কহিল সুসাধ্বী কাতর বচনে,
"মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, শীঘ্র নিবারণ কর দুর্য্যোধনে,

৭৭

নতুবা কাহারো শ্রেয় নাই আর! দেখ মহারাজ! ঘোর অলক্ষণ,
দেখিয়া ঈদৃশ অশুভ ঘটনা, আতঙ্কে আমার কাঁপিছে জীবন!

৭৮

মহারাজ! এই দুর্য্যোধন আজ যেই অপকর্ম্ম করিল সভাতে,
বিবেচনা করি এ হেন কার্য্যের প্রতিফল বুঝি ঘটে হাতে হাতে!

৭৯

সর্ব্বনাশ হেতু হ'ল দ্যূতক্রীড়া, বিধি বুঝি বাম হয়েছে কৌরবে।
তাহা না হইলে হেন অপকর্ম্ম দুর্য্যোধন হৈতে কেনই বা হবে?

৮০

মহারাজ! ভয়ে কাঁপিছে হৃদয়! শীঘ্র শান্তি পক্ষে হও অবহিত।
শীঘ্র দুর্য্যোধনে কর নিবারণ, নতুবা নির্ব্বংশ হইবে নিশ্চিত!

৮১

হায়, কি কহিব দুর্য্যোধনে আমি, অবাধ্য অধর্ম্ম সতত আচরে।
কাহারো নিষেধ শুনে না কর্ণেতে, এ হেন কুপুত্র ধরিয়া উদরে,

৮২

একদিন চিত্ত হইল না সুখী! হায়, বিধি! মোরে এত বিড়ম্বনা!
কেন হেন পুত্র হইল আমার? হয়ে কেন ওর মরণ হ'ল না?

৮৩

কত কষ্ট বিধি লিখেছ ললাটে, কত শোকদুঃখ পাইব না জানি,
ওরে দুর্য্যোধন! দুর্ম্মতি সন্তান! যমালয়ে যাবি! যা কেন আপনি।

৮৪

আর আর আত্মবান্ধব সকলে কেন সঙ্গে লয়ে যাস দুর্য্যোধন?
ওরে কুসন্তান! তোর অপরাধে শতপুত্র মোর হইবে নিধন।

৮৫

বৃথা তোরে আমি স্তনদুগ্ধ দিয়া করিলাম বড়, ওরে দুর্য্যোধন!
বৃথা তুই হ'লি সাম্রাজ্য-ঈশ্বর, বৃথায় করিলি শাস্ত্র অধ্যয়ন!

৮৬

বৃথা তুই জন্ম লইলি গর্ভেতে, এমন হইবি জানিতাম যদি,
তা হইলে লৌহ মুষল আঘাতে গর্ভ নষ্ট আমি করিতাম, বিধি!

৮৭

এইজন্ত তুমি হেন কুসন্তানে গান্ধারীর গর্ভে করিলে সৃজন?
হায়, রে কুপুত্র! তো হইতে হবে মহাবংশ কুরুবংশের নিধন!"

৮৮

গান্ধারীর উক্তি শুনি ধৃতরাষ্ট্র কোপিত হইয়া কহে দুর্য্যোধনে,
"ওরে দুর্ব্বিনীত মন্দবুদ্ধে পুত্র! সভামধ্যে এই দ্রৌপদীরে এনে,—

৮৯

যখন এরূপ কটু উক্তি করি করিলি দুর্দ্দশা বেশ্যাদের প্রায়,
তখন রে তুই হইলি উৎসন্ন, গেলি অধঃপাতে! সন্দেহ কি তায়?"

৯০

দুৰ্য্যোধন প্ৰতি কহি এইৰূপ   তত্ত্বদৰ্শী সেই অম্বিকানন্দন,
বংশনাশ-ভয়ে করিয়া সান্ত্বনা,   দ্ৰৌপদীর প্ৰতি কহিল তখন,

৯১

"পাঞ্চালি! আমার বধূগণমধ্যে   তুমিই প্ৰধানা, ধৰ্ম্মপরায়ণা,
মূঢ় দুৰ্য্যোধন না বুঝিয়া তাহা,   করিল তোমার অশেষ লাঞ্ছনা।

৯২

হে সাধ্বি! তোমার যেই অপমান   করিল আমার পুত্র দুৰ্য্যোধন,
তার প্রতিশোধ কি দিব, সাবিত্রি!   সম্প্রতি তোমার তুষ্টির কারণ

৯৩

বর দিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি,   অতএব তব যাহা বাঞ্ছা হয়,
সে বর প্ৰাৰ্থিনী হও মোর কাছে,   পূরাব প্রার্থনা নাহিক সংশয়!"

৯৪

শুনিয়া দ্ৰৌপদী কহিল বিনয়ে,   "হে দেব! যদ্যপি বর দেন মোরে,
তবে দয়া করি দাসত্ববিমুক্ত   করুন সম্প্রতি রাজা যুধিষ্ঠিরে।"

৯৫

শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহিল "তথাস্তু।   হে কল্যাণি! আমি তুষ্ট তব প্রতি,
পুনৰ্ব্বার বর করহ কামনা,   যা চাহিবে, তাই দিব, গুণবতি!"

৯৬

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্য শুনিয়া দ্ৰৌপদী   বিনম্র বচনে কহিল তখন
"হে দেব! যদ্যপি করিলেন দয়া,   এই বর তবে দেন—শরাসন,

৯৭

অস্ত্র, রথ, সহ স্বামিগণ মোর   দাসত্ববিমুক্ত হইয়া এক্ষণে,
স্বাধীন হইয়া যান নিজ বাসে,   এই বর দাসী চাহে শ্রীচরণে!"

৯৮

শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহিল "তথাস্তু।   হে সাবিত্রি! তুমি সতী পতিব্রতা,
তব প্ৰতি আমি হয়েছি সন্তুষ্ট,   লও অন্য বর অভিরুচি যথা।

৯৯

সুচরিত্রে ! তুমি বধূগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা ধর্ম্মশীলা লোকসংসারেতে
তব তুল্যা কেহ নাই বিদ্যমানা, তোমার উচিত সৎকার করিতে

১০০

কি সাধ্য আমার ? দুই বর দ্বারা তব সমুচিত হয় না সৎকার,
অতএব তব অভিরুচি যাহা, তাহাই কামনা কর পুনর্ব্বার।

১০১

কহিল পাঞ্চালী বিনয় বচনে "হে দেব ! লোভেতে ধর্ম্ম নষ্ট হয়,
তৃতীয় বরের যোগ্য নই আমি ক্ষত্রিয়ায়ো তাহা উপযুক্ত নয়।

১০২

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন বর বিধি— ক্ষত্রিয়মহিলা লবে দুই বর,
বৈশ্যের পক্ষেতে এক বর আর ব্রাহ্মণে লইতে পারে শত বর।

১০৩

ব্যবস্থাসঙ্গত দুই বর আমি লয়েছি ; রাজেন্দ্র ! চাহিনাক আর,
পাণ্ডবেরা ঘোরনীচদশা হ'তে হলেন উত্তীর্ণ ইহাই আমার

১০৪

যথেষ্ট, রাজন ! পরে পাণ্ডবেরা করি পুণ্যকর্ম্ম হইবেন শুচি,
কল্যাণেরে লাভ করিবেন, দেব ! আর বর লতে নাই অভিরুচি।"

১০৫

দাসত্ববিমুক্ত হ'ল পাণ্ডবেরা, নিরখিয়া কর্ণ কহিল তখন,
"সংসারের মধ্যে রূপগুণে খ্যাত বহু রমণীর বহু বিবরণ

১০৬

শুনিয়াছি, কিন্তু কৃষ্ণার সদৃশ রমণীর কথা শুনিনি শ্রবণে,
দেখ, কৃষ্ণা হ'তে দুঃস্থ পাণ্ডবেরা বিমুক্ত হইল দাসত্ব বন্ধনে।

১০৭

পাণ্ডবেরা ঘোর বিপদসাগরে ভেসে যেতেছিল, দ্রুপদনন্দিনী,
হতভাগ্যদিগে করিল উদ্ধার বিপদসাগরে হইয়া তরণী।

১০৮

ভাগ্যগুণে ভার্য্যা যুটেছিল, তাই দাসত্ববিমুক্ত হইল পাণ্ডব!
দ্রৌপদী যদ্যপি না থাকিত, আজ কি হইত? কোথা রহিত গৌরব?

১০৯

পত্নী পাণ্ডবের গতি মুক্তি, অহো! বৃথা পুরুষত্ব মহত্ত্বের তান,
ভাগ্যে হেন ভার্য্যা ছিল, তাই আজ বীরগণ! সব পেলে পরিত্রাণ।"

১১০

কর্ণের শ্লেষোক্তি শুনি ভীমসেন হইয়া দুর্ম্মনা কহিল অর্জ্জুনে,
"ধনঞ্জয়! পত্নী পাণ্ডবের গতি কহে সুতপুত্র—সহে না এ প্রাণে।

১১১

পাণ্ডবেতে পুরুষত্ব আছে কি না দেখাইতে ইচ্ছা করি, ভ্রাতৃবর!
পত্নী পাণ্ডবের গতি কি না, তাহা দেখুক সকলে সভার ভিতর।"

১১২

ভীমের ক্রোধোক্তি শুনিয়া অর্জ্জুন কহিলা "রাজন! স্থির হন চিতে,
নীচলোকে যাহা বলে, তাহা লয়ে আন্দোলন করা অযুক্ত, তাহাতে

১১৩

ক্রোধিত হইয়া প্রত্যুত্তর করা মহতের পক্ষে উপযুক্ত নয়,
মনে মনে সব থাকুক এক্ষণ, দিব প্রতিফল হইলে সময়।

১১৪

শত্রুরা বৈরতা করিলেও যাঁরা সহ্য করে থাকে, কালপ্রতীক্ষায়
থাকে দৃঢ়চিত্ত, সেই ত নীতিজ্ঞ, নীচলোকে যাহা কহুক না, তায়

১১৫

কেন কর্ণপাত করেন রাজন? পাণ্ডব পুরুষ বটে কিম্বা নয়,
এখন সে কথা কাজ কি বলিয়া? বলা যাবে যবে হইবে সময়।"

১১৬

অর্জ্জুনের বাক্যে মহাক্রোধী ভীম না হইয়া শান্ত কহিল জ্যেষ্ঠেরে,
"হে রাজেন্দ্র! এই শত্রুগণে আমি করিব সংহার সভার ভিতরে?

১১৭

কিম্বা সভা হ'তে হয়ে বহির্গত বধিব সকলে, কহ ধর্ম্মরাজ ?
অথবা এজন্ত আদেশের আর অপেক্ষা কি আছে ? কেন কালব্যাজ

১১৮

করি মিছামিছি ? অহো মহারাজ ! অদ্যই এদিগে করিয়া নিপাত,
অবনীরে করি পাপপরিশূন্তা, নিরাপদে রাজ্য কর পৃথ্বীনাথ !

১১৯

ক্রোধোন্মত্ত ভীম এই কথা কহি মৃগযূথমধ্যে কেশরীর প্রায়
ভীষণ কটাক্ষ করি সঞ্চালিত, মহাঘোরনাদ করিল সভায়।

১২০

ক্রোধেতে উন্মত্ত হয়ে বৃকোদর করে ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন,
সেই রুদ্রমূর্ত্তি নিরখিয়া চক্ষে হ'ল শশঙ্কিত যত সভ্যগণ।

১২১

আগ্নেয় ভূধর বিদীর্ণ হইয়া, ধূম-অগ্নি-শিখা বাহিরে যেরূপে
ভীমের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইতে, প্রতি প্রশ্বাসেতে প্রতি লোমকূপে

১২২

তদ্রূপ অনল-স্ফুলিঙ্গ বেগেতে বাহিরায়, ক্রোধ-বিকট-আনন
তুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠিল, ভীমের সে ভীষণ ভাব দেখে কোন্ জন ?

১২৩

যুগান্তের কালে যেন মূর্ত্তিমান কৃতান্ত করালগ্রাস বিস্তারিয়া,
দাঁড়াল সভায়, হেরিয়া ভীমেরে নিজে যুধিষ্ঠির শশঙ্কিত হিয়া !

১২৪

ভীমেরে সান্ত্বনা করে সংসারেতে যুধিষ্ঠির ভিন্ন কে আছে এমন ?
মহাপ্রাজ্ঞ ধীর সহিষ্ণু ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ বাহু প্রসারি তখন

১২৫

নিবারণ করি ক্রোধিত ভীমেরে কহিলেন অতি মধুর বচনে
"এরূপ উদ্ধত হও না—নিঃশব্দে কর অবস্থান।" ধৃতরাষ্ট্রপানে

১২৬

চাহি কৃতাঞ্জলি করিয়া কৌন্তেয় কহিলেন "তাত অবনীর পতি!
আমা সবাকার ঈশ্বর আপনি— কি কার্য্য করিব, বলুন সম্প্রতি?

১২৭

হে ভারত! তব দাস পাণ্ডবেরা চিরদিন তব শাসনানুগত,
দাসদিগে আজ্ঞা করুন যা হয়, সম্পন্ন করিতে আছে সুপ্রস্তুত।"

১২৮

যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধৃতরাষ্ট্র লজ্জিত হইয়া কহিল তখন
"হে অজাতশত্রো! ধর্ম্মাত্মাকুমার! শান্তি সুমঙ্গলে থাক সর্ব্বক্ষণ;

১২৯

সচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে সম্প্রতি যাও পুত্র, আমি করি অনুমতি।
হে তাত! সমস্ত সম্পত্তির সহ পুনর্ব্বার তুমি হও পৃথ্বীপতি।

১৩০

পুত্র! দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, যাহা বলি, তাহা শুন সাবধানে,
দুর্য্যোধন অতি মন্দমতি, পুত্র! প্রাজ্ঞযোগ্য তুমি হয়েছ এক্ষণে,

১৩১

দেখ পুত্র! যেন ভ্রাতৃগণমধ্যে না হয় কদাচ বিরোধ ঘটনা,
পদে পদে অপরাধী দুর্য্যোধন, ক্ষমাবন্ত! তুমি সে সব ধ'র না!

১৩২

অহো মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যবাদী ধীর! বুঝিয়াছ তুমি সূক্ষ্ম ধর্ম্মগতি,
বৃদ্ধগুরুগণে করে থাক মান্য, হয়েছ বিনীত বিবেচক অতি।

১৩৩

যে স্থানেতে বুদ্ধি—ক্ষমা সেই স্থানে, দেখ যুধিষ্ঠির! কাষ্ঠের উপরে
কুঠার পাতিত হয়ে থাকে কিন্তু—হয় না পাতিত কঠিন প্রস্তরে।

১৩৪

যাঁরা শত্রু কৃতবৈরতা কখনো না করেন মনে, দোষত্যাগ ক'রে
গুণগ্রাহী হন বিরোধে আশ্রয় না করেন কভু, তাঁরাই সংসারে

১৩৫

উত্তম পুরুষ—সাত্ত্বিক সজ্জন, শত্রু কৃতকার্য্য করিয়া স্মরণ,
স্বার্থশূন্য চিত্তে পর উপকার করে যেই, পুত্র! সেই ত সুজন।

১৩৬

হে পুত্র! বিবাদ হলে নীচজনে কটূক্তি করিয়া থাকে বহুতর,
সাধারণ ব্যক্তি হয়ে ক্রোধান্বিত পরুষ বচনে করে প্রত্যুত্তর।

১৩৭

আত্মপ্রত্যয়েতে বিশেষজ্ঞ যেই, পরসুখদুঃখ বুঝে সেই জন,
তাঁর প্রতি কেহ করিলে বৈরতা প্রতিশোধ তিনি না দেন কখন।

১৩৮

হে প্রিয়দর্শন! তুমিও তদ্রূপ আর্য্য সমুচিত করি আচরণ
কুলের গৌরব রাখিয়াছ, পুত্র! যে নিষ্ঠুর কার্য্য করি দুর্য্যোধন

১৩৯

তোমারে ব্যথিত করিয়াছে আজ, তাহা যেন মনে কর না কুমার,
এ বৃদ্ধ অন্ধেরে যদিও না মান গান্ধারীর দিকে চেও একবার!

১৪০

অহো সত্যসন্ধ! তুমি যাহাদের অনুশাসনের কর্ত্তা সংসারেতে,
বিদুর যাদের মন্ত্রী, যুধিষ্ঠির! হেন কৌরবেরা কোন প্রকারেতে

১৪১

ধ্বংস হইবার নহে উপযুক্ত, হে পুত্র! আমার মূঢ় পুত্রগণ
অবাধ্য হলেও অবধ্য তোমার, ইহাদের দোষ লও না কখন।

১৪২

দেখ যুধিষ্ঠির! মদমত্ত হয়ে বৃষভ যদ্যপি করে আক্রমণ,
তা হইলে তারে বাধা দিবে, কিন্তু বিনাশ করিতে পার না কখন।

১৪৩

হে পুত্র! তোমাতে ধর্ম্ম, ভীমসেনে মূর্ত্তিমান পরাক্রম বিরাজিত,
অর্জ্জুনেতে ধৈর্য্য, নকুলে ধীরতা, সহদেবে ধৃতি সদা অনুগত।

১৪৪

রূপে, গুণে, যশে অতুল তোমরা অবনীবিজয়ী রাজধুরন্ধর,
প্রতীপবংশের অক্ষয়-কেতন, পুণ্যে পৃথ্বীতলে প্রদীপ্ত ভাস্কর।

১৪৫

পুত্র! তোমাদের হউক মঙ্গল, ইন্দ্রপ্রস্থধামে যাও আনন্দেতে,
ভ্রাতৃগণসহ হউক সদ্ভাব, ধর্ম্ম অনুগত থাকুক চিত্তেতে!

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ।

[illegible]দশ সর্গ।

১

দিবা অবসান হইল, ভাস্কর গগন-সাগরে ডুবিল; তিমিরে
ঈষৎ আবৃতা হইল অবনী, সন্ধ্যা সমাগতা হল ধীরে ধীরে।

২

পশ্চিম গগনে রক্তরাগচ্ছটা প্রভাসিত ঐ অতি মনোহর,
পুরব গগনে হৈমথাল জিনি পূর্ণচন্দ্রোদয় হতেছে সুন্দর।

৩

শ্যামল সুন্দর সুদূর আকাশে নক্ষত্র নিকর ফুটিছে নীরবে,
মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শ্বেতাম্বুদরাজি ভাসিতেছে কিবা! আনন্দ-উৎসবে

৪

বিহঙ্গমকুল করি কলরব পশিল কুলায়ে, গোপালের দল
ধেনু বৎস লয়ে আসে গোষ্ঠ হ'তে, সন্ধ্যাপরায়ণ আর্য্যেরা সকল

৫

পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর তীরে গাইছে গায়ত্রী সন্ধ্যা পূতমনে,
নগরে বাজিছে আনন্দ আরতি— বাজে শঙ্খ ঘণ্টা দেব-নিকেতনে।

৬

নগরবাসিরা আনন্দ উৎসাহে করে কোলাহল যদৃচ্ছচিত্তেতে,
প্রাসাদ বিপণী বর্ত্ম সর্ব্বস্থল হল আলোকিত দীপের প্রভাতে।

৭

রাজনিকেতনে সহস্র সহস্র রত্নদীপ জ্বালি দিল কিঙ্করেরা,
অতঃপর সভাভঙ্গ হ'ল, উঠি স্বস্থানে চলিয়া গেলেন সভ্যেরা।

৮

পাণ্ডবেরা ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহ নির্দ্দিষ্ট আবাসে গেলেন তখন,
প্রভাতে সকলে যাবে ইন্দ্রপ্রস্থে; করি যথাবিধি শিষ্ট আচরণ

৯

সকলের কাছে বিদায় হইয়া রহিলেন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির,
মর্ম্মের যন্ত্রণা রহিল মর্ম্মেতে, প্রকাশিয়া কারে কবে ধর্ম্মবীর?

১০

ভারতসন্তান! কল্পনার চক্ষে কুরুমন্ত্র-গৃহে দেখ পুনর্ব্বার,
দ্রৌপদীনিগ্রহ করি কৌরবেরা, কি মন্ত্রণা আজ করিছে আবার?

১১

দেখ শুভ্রস্পর্শি কুরুমন্ত্রগৃহ, হৈমাচল যেন জলে চন্দ্রকরে।
প্রতি কক্ষে কক্ষে জলে রত্নদীপ, সর্ব্বোত্তম কক্ষে রত্নাসন'পরে

১২

ধৃতরাষ্ট্র উপবিষ্ট; এক দিকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন আর
শকুনি প্রভৃতি কূটবুদ্ধিদল উপবিষ্ট, অন্য পার্শ্বে প্রাজ্ঞসার

১৩

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, বিকর্ণ, সঞ্জয়াদি করি মহাযোদ্ধাগণ
নীরব গম্ভীরে উপবিষ্ট, সভা সাগর সদৃশ গম্ভীর দর্শন!

১৪

সহসা সম্ভ্রমে করি গাত্রোত্থান, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রে কহে দুর্য্যোধন,
"হে পিতঃ! আপনি একি করিলেন? পাণ্ডবেরে করি দাসত্বমোচন

১৫

কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হবে অতঃপর? অহো দেব! তাই জিজ্ঞাসি সম্প্রতি,
নিগড়িত সিংহে ছাড়িলে কি দেব! ব্যাধের কখনো আছে অব্যাহতি?

১৬

ঘাঁটান ভুজঙ্গে বিনাশ না করি, পরিত্যাগ যদি করে কোন জন,
তা হইলে তার নাই অব্যাহতি; ক্রোধজর্জ্জরিত পাণ্ডুপুত্রগণ

১৭

দ্রৌপদীর সেই নিদারুণ দশা স্মরণ করিয়া কদাচ কৌরবে
করিবে না ক্ষমা, অহো মহারাজ! ধর্ম্মপাশমুক্ত করিয়া পাণ্ডবে

১৮

আপনারে হত্যা করিলে আপনি? বংশনাশ-পন্থা করিলে রাজন্?
ইহা হৈতে নিজে ধরি তরবারি পুত্রগণে কেন না কর নিধন?

১৯

হস্তগত শত্রু ছাড়ি অতঃপর বংশনাশ হবে নাহিক সন্দেহ,
ভীমের দারুণ ক্রোধেতে পড়িয়া তর্পণ করিতে না রহিবে কেহ!

২০

শত্রুদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া কি করিলে? দেব! জানে সর্ব্বজন
অবস্থা বিশেষে অমৃতেও বিষ সম্ভাবনা, অহো! কি হবে এখন!

২১

কোপপুরিতাঙ্গ পাণ্ডবগণেরা হইয়া যখন সশস্ত্র সরথী,
সমরভুমিতে হবে অবতীর্ণ, কে তখন বল পাবে অব্যাহতি?

২২

যাহা বলি আমি শুন মহারাজ! নতুবা মঙ্গল নাই কোন মতে,
পুনর্ব্বার সেই কুন্তিপুত্রগণে আহ্বান করিয়া আনিয়া সভাতে,

২৩

বনবাস-জন্য দ্যূতক্রীড়া পুনঃ করিতে বাসনা করিতেছি প্রভু;
তাহাতে নিশ্চয় হইবে মঙ্গল, অত্যাহিত মাত্র হইবে না কভু।

২৪

এবারেতে পণ থাকিবে "হারিলে হয় তারা, নয় আমরা সকলে
চর্ম্মবাস পরি, হব বনচারী, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে,

২৫

একবর্ষ কোন জনাকীর্ণ স্থানে অজ্ঞাত থাকিব, জ্ঞাত হলে পরে
পুনর্ব্বার বনে দ্বাদশ বৎসর রব!" এই পণ রাখিয়া এবারে—

২৬

অক্ষক্রীড়া যদি করেন সৌবল, হারিবে নিশ্চয় কুন্তিপুত্রগণ।
ত্রয়োদশ বর্ষ-বনবাসব্রত নির্ব্বিঘ্নে যদ্যপি করি উদ্যাপন

২৭

প্রত্যাগত হয়, তত দিনে মোরা হব বদ্ধমূল রাজ্যের মধ্যেতে
বহু রাজমিত্র করিয়া সংগ্রহ হইব বলিষ্ঠ সৈন্য সামন্তেতে।

২৮

অতএব প্রভো! করুন অনুজ্ঞা,— পুনর্ব্বার ক্রীড়া করি এই পণে,
তাহা না করিলে শীঘ্রই আমরা বিনষ্ট হইব মহাঘোর রণে!"

২৯

দুর্য্যোধন উক্তি শুনি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তব্যবিমূঢ় অভিভূতপ্রায়,
কহিল "তাহাই হউক, প্রভাতে কর দ্যূতক্রীড়া, জয়ী হও তায়।"

৩০

এইরূপ উক্তি শুনিয়া অন্ধের অতি আহ্লাদিত হ'ল দুর্য্যোধন,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, বিকর্ণ, অশ্বত্থমা আর সঞ্জয় তখন

৩১

একবাক্য হয়ে কহিল সকলে "মহারাজ! আর কাজ নাই দ্যূতে,
সর্ব্বনাশকর আশঙ্কায় কেন আহ্বান আবার কর আগারেতে?

৩২

শান্তিরে আশ্রয় কর নরনাথ! পাণ্ডবনিগ্রহে কাজ নাই আর,
আমাসবাকার শুনুন বচন, নতুবা কাহারো নাহিক নিস্তার!"

৩৩

কাহারো বচন শুনিল না অন্ধ, দ্যূতক্রীড়া তরে দিল অনুমতি,
দেখিয়া বিদুর হয়ে ত্বরান্বিত অন্তঃপুরে গিয়া গান্ধারীর প্রতি

৩৪

কহিলেন "মহাদেবি! দুর্য্যোধন পুনঃ দ্যূতক্রীড়া করিবে প্রভাতে,
মহারাজ তাহে আছেন সম্মত, শীঘ্র গিয়া দেবি! মন্ত্রণা-গৃহেতে

৩৫

নিবারণ তাঁরে কর, তা নহিলে হবে সর্ব্বনাশ, নাহিক সন্দেহ!
পুনঃপুনঃ যদি পাণ্ডবনিগ্রহ করে দুর্য্যোধন, মহাভয়াবহ

৩৬

ক্ষত্রিয়জীবন-অন্তকারী ঘোর সংগ্রাম তা'হলে ঘটিবে নিশ্চয়,
পাণ্ডবেরা তাহে হইবে বিজয়ী, হইবে নিশ্চয় কুরুকুলক্ষয়।

৩৭

হে দেবি! বিশেষ কহিলাম, আজি এই বিবাদের ভবিষ্যত ফল
দিব্যচক্ষে আমি দেখিতেছি দেবি! ঘটিবে ইহাতে ঘোর অমঙ্গল।"

৩৮

বিদুরের বাক্য শুনিয়া গান্ধারী গিয়া দ্রুতগতি মন্ত্রভবনেতে,
প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রতি, পুত্রস্নেহে শোকশঙ্কিত বাক্যেতে

৩৯

কহিলেন, "মহারাজ! পুনঃ না কি হবে দ্যূতক্রীড়া? আপনি তাহাতে
আছেন সম্মত? সে কি জনাধিপ? কেন বংশনাশ কর নিজ হাতে?

৪০

হে প্রভো! যখন এই দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইয়া গর্দ্দভের স্বরে
বিকট চীৎকার করেছিল, এই ভবিষ্যৎদর্শী বিদুর তোমারে

৪১

কি কথা তখন বলেছিল? তাহা স্মরণ কি তব আছে পৃথ্বীপতি?
বলেছিল "এই পাপাত্মার জন্ম বংশনাশহেতু, ইহারে সম্প্রতি

৪২

বিনাশ করিয়া ফেল," পুত্রস্নেহে বিদুরের বাক্য শুন নাই কানে,
সেই ভবিষ্যত বাক্য দেখ প্রভো! সত্যে পরিণত হয় এত দিনে।

৪৩

মহারাজ! কথা শুন গান্ধারীর আপনার দোষে বিপদসাগরে
নিমগ্ন কদাচ হইও না, প্রভো! এ কুলপাংসন দুর্ব্বৃত্ত কুমারে

৪৪

এখনও ত্যাগ কর, নরনাথ! একে ত্যাগ করি রাখ বহুজনে,
নহে এই ঘোর দুরাত্মার দোষে হবে বংশ নাশ! একের কারণে

৪৫

বহু পুত্রশোক পাইতে হইবে, মহারাজ ! যত মূর্খদের মতে
কিজন্য সম্মত হইয়াছ প্রভো ? কি জন্য এ হেন দারুণ কার্য্যেতে

৪৬

হতেছ প্রবৃত্ত ? মহাজ্ঞানী হয়ে কেন বিচলিত বালকের মতে ?
নীতিমান্! আমি অবলা হইয়া তব তুল্য জনে পারি কি বুঝাতে ?ন

৪৭

যত প্রবঞ্চক দুর্ব্বৃত্তের দল যুটেছে একত্রে সর্ব্বনাশতরে,
বৃদ্ধ হয়ে, প্রভো ! হয়েছ কি ভ্রান্ত ? তাহাদেরি বাক্যে ত্যজি বিবেকেরে

৪৮

কার্য্যাকার্য্যবোধ হারাইয়া এবে ঈদৃশ গর্হিত অন্যায় প্রস্তাবে
হয়েছ সম্মত ? এ কি মহারাজ ? দ্যূতক্রীড়া হ'তে জান না কি হবে ?

৪৯

এই বেলা চিত্তে হয়ে সাবধান, সব দিক রক্ষা কর মহাবাহো !
নতুবা নির্ব্বংশ হইবে, বংশেতে তর্পণ করিতে না রহিবে কেহ।"

৫০

গান্ধারীর উক্তি শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত চিত্তেতে কহিল তখন
"বংশনাশ যদি হয়, কে রাখিবে ? হউক সচ্ছন্দে ! আমি নিবারণ

৫১

করিব না, তুমি যাও অন্তঃপুরে, পুনর্ব্বার ক্রীড়া করুক প্রভাতে,
প্রতিকামী ! তুমি পাণ্ডবদিগকে এই সমাচার কহ গে ত্বরিতে।

৫২

কি করে গান্ধারী ক্ষুণ্ণ হৃদয়েতে অন্তঃপুরমধ্যে গেলা ধীরি ধীরি,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, সঞ্জয় অশ্বত্থামা আর বিকর্ণাদি করি—

৫৩

সকলে অতীব অপ্রসন্ন চিত্তে বিদায় হইয়া গেল নিজস্থানে,
দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনি প্রভৃতি অতি হৃষ্টমনে

৫৪

বিদায় হইয়া গেল, অতঃপর প্রভাত অপেক্ষা করি দুর্য্যোধন,
রহিল, দুশ্চিন্তা দুরাশার বশে নিদ্রা আসিল না, মুদিয়া নয়ন—

৫৫

(পর্য্যঙ্ক-উপরে) শোক অনুতাপে—সুনিদ্রা কাহার হয় সংসারেতে ?
দুশ্চিন্তা পাপীর জীবন্ত যন্ত্রণা প্রায়শ্চিত্ত কিবা আছে ইহা হ'তে ?

৫৬

গভীর রজনী, সব নিদ্রানিমগন, অতি নিস্তব্ধ গম্ভীর স্থির চরাচর।
নির্ম্মল গগনতলে, বেষ্টিত কৌমুদীজালে,
পূর্ণেন্দু হাসিছে, বিশ্বে বিতরিয়া সুধারশ্মি, ভাসিছে কিরণস্রোতে প্রকৃতিনিকর।

৫৭

মাখিয়া শুধাংশুরশ্মি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা পুণ্যপ্রবাহিনী কিবা সাগরেতে যায়
দয়াস্নেহময়ী সতী, সুখের তরঙ্গে অতি
চঞ্চলা, অচলা কভু, বিমল সলিলা, সুখময়ী শৈলসুতা, রূপে জগত ভুলায়।

৫৮

তীরেতে শোভিছে সুখসমৃদ্ধিপূরিত, অতি সুন্দর দর্শন, দিব্য হস্তিনা নগরী,
যেন মন্দাকিনী তীরে, সুবর্ণ কিরীট শিরে,
অমরা শোভিছে, তাহে ইন্দ্র বৈজয়ন্তসম শোভিছে অপূর্ব্ব দৃশ্য কৌরবের পুরী,

৫৯

নির্ম্মল সুধাংশু করে, কৌরবের সৌধরাজি নীরবে জ্বলিছে, কিবা সুন্দর দর্শন!
নিদ্রাগত পৌরজন, দ্বারে মাত্র দ্বারিগণ
জাগিছে, তন্দ্রায় কেহ ঢুলিছে, সভয়ে উঠি বসিছে ব্যস্তেতে, কেহ ঘুমে অচেতন।

৬০

কুরুরাজ অন্তঃপুরে শঙ্কায় সবিতা তীব্র কর না বিতরে, বায়ু বহে মৃদুগতি,
শশাঙ্ক সশঙ্ক হয়ে সুধারশ্মি বিতরয়ে,
শঙ্কায় বিহঙ্গকুল উড়িতে না পারে, ভয়ে চাহিতে সেদিকে নাই দেবেরো
শকতি।

৬১

এই গভীর নিশায় হেন রাজঅন্তঃপুরে কেবা প্রবেশে নীরবে ঐ কর নিরীক্ষণ।
সুধাংশুমণ্ডল হ'তে, বাহিরিয়া আচম্বিতে,
নবীনযৌবনা জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা তনু, শুভ্রবসনা সুন্দরী ধীরে করিছে গমন!

৬২

কে যায় সুন্দরী, ওরে চিন কি মানব? ওর নাম স্বপ্নদেবী, বিশ্বে কে না ওরে চিনে?
ইহ সংসারের মাঝে হেন স্থান কোথা আছে,
যথা স্বপ্নদেবী নাহি প্রবেশিতে পারে? বিশ্বে কে আছে এমন স্বপ্ন স্পর্শেনি যে জনে?

৬৩

যথা রত্নপর্য্যঙ্কেতে নিদ্রিতা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্ররাজপত্নী দুর্য্যোধনের জননী,
স্বপ্নদেবী সেই স্থানে ধীরে ধীরে সাবধানে
প্রবেশি, বসিল রাজ্ঞী-হৃদয়ে অলক্ষে, পরে দেখাল ভীষণ দৃশ্য অদ্ভুত কাহিনী।

৬৪

দেখিলা গান্ধারী অতি বিপরীত স্বপ্ন; যেন শোকের সাগরে মগ্ন হস্তিনানগরী,
মত্ত মাতঙ্গের দল, ভয়াবহ বিশৃঙ্খল
ছুটিছে চৌদিকে! আর ভাঙ্গিয়া মন্দুরা বেগে পলায় তুরঙ্গদল হ্রেষারব করি।

৬৫

চূর্ণমান রথ রথী পড়ি ইতঃস্তত, ক্ষত বিক্ষত দেহেতে হত সেনাদল সব!
মহাশ্মশানের প্রায় ভীষণদর্শন তায়
পিশাচ কবন্ধ নাচে; কুক্কুর শৃগাল আর শকুনী গৃধিনীগণ করে মহোৎসব।

৬৬

বধূগণ হাহাকার করে মহারোলে, দেয় ভূমে গড়াগড়ি, শোকবিবশা অজ্ঞান,
কটিতটে নাহি বাস, আলুলিত কেশপাশ
উন্মত্তা অধীরা বেগে দৌড়ি' যায় সবে যথা কবন্ধপিশাচ পূর্ণ ভীষণশ্মশান।

৬৭

ভীষণ গম্ভীর শব্দে গর্জ্জিছে জীমূতবৃন্দ উগারিয়া ইরম্মদ ঝলকে ঝলকে!
স্থষ্টি রসাতলতরে যত বজ্র একেবারে
পড়িছে প্রাসাদশৃঙ্গে মহাঘোর রাবে! বিশ্ব গভীর শঙ্কিত কেবা তিষ্ঠে ইহ-
লোকে?

৬৮

ভাঙ্গিয়া পড়িল রাজসৌধ সমুদয়—দেবী গান্ধারী সহিতে যেন জাহ্নবীসলিলে,
সলিল কোথায় তায় রক্তস্রোতঃ বয়ে যায়
রক্তুতরঙ্গিনী গঙ্গা প্রখরা প্রচণ্ডা স্থষ্টি ডুবাতে রুধিরে বহে উত্তাল কল্লোলে,

৬৯

ভীষণ রুধির স্রোতে ভাসিছে গান্ধারী শত পুত্রের জননী, কুরুরাজলক্ষ্মী সতী,
নিরুপায় নিঃসহায় অকূলে ভাসিয়া যায়,
যত যায় ততই সুপ্রশস্থ রুধির গঙ্গা, দেখিতে দেখিতে হল অনন্ত বিস্তৃতি!

৭০

যে দিকে তাকাও মাত্র রক্তের পাথার! নাই কূল কোন দিকে অতি ভীষণ
দর্শন,
উঠিছে পড়িছে তায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রায়
ভীষণ তরঙ্গরাজী! বহিছে পবন বেগে সঘনে রুধির-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন!

৭১

শঙ্কায় বিহ্বলা সতী গান্ধারী দেখিল, সেই অকূল পাথারে, ঘোর রুধিরসিন্ধুতে,
অকূল কাণ্ডারী হয়ে সুবর্ণ তরণী লয়ে
আসিছে সবেগে এক সৌম্য শুভ্র বেশধারী পুরুষ, তাঁহারে যেন উদ্ধার করিতে।

৭২

কে সেই পুরুষ? রাজ্ঞী দেখিল সভয়ে তিনি পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবীর,
দেখিয়া কাতরে অতি কহিল গান্ধারী সতী
"তোল রে কুমার মোরে অকূল পাথার হৈতে, তোল শীঘ্র নহে ডুবে মরি
যুধিষ্ঠির।"

১৩

অমনি ভাঙ্গিল স্বপ্ন; উঠিল শিহরি রাণী চাহিল চকিতে অতি ভীত নয়নেতে।
যথার্থ ঘটনা নয় স্বপ্নেতে এ সমুদয়,
জানিয়া কিঞ্চিত সুস্থ হইলেন প্রাণে, কিন্তু ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস রাণী ভাবিলেন চিতে।

১৪

অতি প্রজ্ঞাবতী রাণী বুঝিলেন কৌরবের ভবিতব্য ভয়ঙ্কর অমঙ্গলময়!
অমনি কাঁপিল চিত হয়ে অতি দুশ্চিন্তিত,
উঠিয়া বসিল ব্যস্তে পর্য্যঙ্ক উপরি, রাণী কাতরে কহিল "বিভো—মঙ্গল আলয়!

১৫

অগতির গতি নাথ—বিপদবান্ধব! তুমি রক্ষা কর কৌরবেরে দিয়া পদাশ্রয়,
পুত্রগণ দুষ্ট অতি, অধর্ম্মে সতত মতি,
ক্ষম প্রভু নিজগুণে দোষ সে সবার! আমি পড়িলাম পাদপদ্মে রাখ দয়াময়।"

১৬

উৎকণ্ঠা আবেগে আর নিদ্রা আসিল না, বসি পর্য্যঙ্ক উপরে সেই রাজ্ঞী প্রজ্ঞাবতী।
গভীর দুশ্চিন্তান্তরে ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
ললাটে নিগমস্বেদ ধারা অবিরাম আর থাকিয়া থাকিয়া উঠে চমকিয়া সতী!

১৭

বহুক্ষণ এই ভাবে হ'ল অতিক্রম, ক্রমে পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইল দেখ না,
প্রহত সুধাংশু জ্যোতিঃ ম্লান নক্ষত্রের পাঁতি
প্রভাতী শুক্লিমা সুখতারা সীমন্তেতে--হাসে হেমাম্বুদ কিরিটিনী উষাবরাঙ্গনা।

১৮

নিকুঞ্জ বিতানে প্রতি পল্লবে পল্লবে প্রতি কুসুমে কুসুমে ক্ষরে শিশিরসলিল,
বিকসিত ফুলে ফুলে ঝঙ্কারিয়া কুতূহলে
মকরন্দ পীয়ে মাতয়ারা মধুব্রত; শাখে কুহরে মধুরে কিবা প্রমত্ত কোকিল!

৭৯

দেখ হে ভাবুক ! হাসি উষা বিনোদিনী, দিব্য উপবন হ'তে আহরিয়া সযতনে
—কুসুমিত সুশীতল অনিল শিশিরজল,
কোকিল পাপিয়া কল সঙ্গীত অমিয়, যায় গবাক্ষপথেতে দেবী গান্ধারী যেখানে

৮০

স্বর্গীয় কিরণময়ী উষাসমাগম সুখে দুশ্চিন্তা ভুলিল দেবী গান্ধারী তখন,
সুশীতল পরশনে হইল প্রফুল্লমনে,
সন্তাপনাশিনী সুহাসিনী সুখময়ী উষা লাবণ্যে রঞ্জিত হল সমস্ত ভুবন !

ইতি পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

১

হইল প্রভাত, বিশ্ব জাগিল আলোকে,
হাসিল প্রকৃতি সতী, প্রভাত পুলকে
গাইল বিহঙ্গচয়   জীব জন্তু সমুদয়
সুখে নিমগন, ঐ নগরের লোকে
প্রভাত হইল দেখি উঠে শয্যা থেকে।

২

গাইছে প্রভাতী কেহ, কেহ যায় স্নানে,
ঐ জাহ্নবীর তীরে সৈকত আসনে—
বসি ব্রহ্মপূত মনে   ব্রহ্মনিষ্ঠ আর্য্যগণে
গায়ত্রী গাথায় স্তব্ধ করিয়া ভুবনে
পবিত্র [illegible]ধারা ঢালে, বেদগানে

৩

নির্ম্মল জাহ্নবী যেন আহ্লাদে উথলে,
গাইয়া সংগীত কিবা যায় কলকলে!
নির্ম্মল জাহ্নবী জলে   সুবর্ণ কিরণ ঢেলে
উঠিছে ভাস্কর [illegible]প্রাণের মুখে
প্রকৃতি সুন্দর কিবা! রবি রশ্মিজালে।

৪

প্রাসাদ, প্রান্তর, বন, উপবন, সরোবর,
জাহ্নবী সৈকত বেলা, ভূধর, অম্বর,
সর্ব্বত্র সুবর্ণময়!   প্রকৃতির অভিনয়
আলোকান্ধকার কিবা দেখিতে সুন্দর!
জ্ঞানান্ধের পক্ষে কিন্তু অকিঞ্চিৎকর!

৫

ঈশ্বরের রঙ্গভূমি বিশাল সংসার,
চিত্রপট দুইখানি আলোকান্ধকার,
বিশ্বের প্রকৃতিচয় করে নাট্য-অভিনয়
আশ্চর্য্য কি আছে বল ইহা হ'তে আর ?
প্রকৃতির অভিনয় অপূর্ব্ব ব্যাপার।

৬

দিন যায়—রাত্রি আসে—উঠে রবি শশী,
জ্বলে দূর শূন্যপটে নক্ষত্রের রাশি,
জন্ম, জরা, মৃত্যু আর শোক, দুঃখ, হাহাকার—
জ্ঞানাজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আশা, কান্না, হাসি—
প্রেম, ভক্তি, আত্মীয়তা, ভালবাসাবাসি,

৭

আরো সংখ্যাতীত কত কব সবিস্তার ?
সংসারের কার্য্য সব অদ্ভুত ব্যাপার,
নিত্য নিত্য দেখ বলে দেখ আর যাও ভুলে,
ভালরূপে দেখ দেখি ভাবুক সকল
নিশ্চয় হইতে হবে বিস্ময়বিহ্বল।

৮

নিত্য নিত্য দেখ কিন্তু দেখেও দেখ না,
দেখিবার মত বিশ্বে, দেখে কয় জনা ?
কাব্য ইতিহাস দেখ, বিজ্ঞান দর্শন শিখ,
কি তাহে দেখিবে ? সেত লৌকিক কল্পনা,
শিখিবে যদ্যপি তবে প্রকৃতি দেখ না।

৯

প্রকৃতির অনুমাত্র করিয়া গ্রহণ
হইয়াছে সংখ্যাতীত বিজ্ঞানদর্শন,

রয়েছে পুরাণ কত কাব্য নীতি শত শত,
এই যে আর্য্যের অধঃপাত বিবরণ
এও প্রকৃতির অণু জানিও সুজন।

১০

সংখ্যাতীত কুরুক্ষেত্র কৌরব পাণ্ডব,
সংখ্যাতীত চন্দ্র সূর্য্যবংশের বৈভব,
প্রকৃতি ভাণ্ডারে পড়ে আছে তা'কে দেখে ফিরে?
সাগর ত্যজিয়া ক্ষুদ্র কূপে পড়ে সব—
মানব-মণ্ডূক! কর জ্ঞানের গৌরব?

১১

যাহা হ'ক, যাহা মম বক্তব্য এখন
বলি তাহা, হে ভাবুক! উন্মত্ত এ মন,
কোথা থেকে কোথা যায়, ফিরান দারুণ দায়,
প্রসঙ্গ ত্যজিয়া কোথা এসেছি এখন?
বলিতেছিলাম অস্পৃশ্যত বিবরণ।

১২

ঐ দেখ কৌরবের সভা সুশোভন,
শত শত সিংহগ্রীব নরসিংহগণ
উপবিষ্ট একমনে, চাহি যুধিষ্ঠিরপানে
দুর্ম্মতি গান্ধাররাজ কহিল তখন,
"হে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ ধীর কুন্তিরনন্দন!

১৩

এস পুনর্ব্বার ক্রীড়া করি দুই জনে,
এবার রহিল পণ হারিলে দেবণে,
পশুচর্ম্মবাস পরে দ্বাদশবর্ষের তরে
বনবাস; পরে কোন জনাকীর্ণ স্থানে
একবর্ষ অজ্ঞাত থাকিবে সাবধানে,

১৪

যদি কোনরূপে জ্ঞাত হয় কোনজনে,
আবার দ্বাদশবর্ষ দুর্গম কাননে
থাকিতে হইবে তবে। বনবাসব্রত যবে
হবে উদ্যাপন, আসি স্বীয় সিংহাসনে
রাজা হবে, ফিরে পাবে স্বরাজ্য তৎক্ষণে।

১৫

এস এই পণে ক্রীড়া করি হে রাজন,
হার যদি ভ্রাতা ভার্য্যা সহ যাবে বন,
পরাস্ত যদ্যপি হই, আমি তাহে বাধ্য নই,
শত ভ্রাতা সহ বনে যাবে দুর্য্যোধন!
খেলিয়া খালাস আমি কহিনু রাজন।

১৬

এস এই পণে ক্রীড়া করি ধর্ম্মবীর!"
শুনি শকুনির বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির,
ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম ভয়ে অগত্যা সম্মত হয়ে,
ভাবিলেন "হায়! এই কুরুকুল প্রতি
বিধি বুঝি প্রতিকূল হয়েছে সম্প্রতি!

১৭

বুঝি বিনাশের কাল হয়েছে নিকট
নতুবা আবার কেন ঘটায় সঙ্কট?"
এইরূপ চিন্তাকরি, দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
মহাবুদ্ধি যুধিষ্ঠির হয়ে ক্ষুণ্ণচিত,
ভয়ঙ্কর দুরোদরে হইয়া সম্মত,

১৮

কহিলেন মধুস্বরে "শকুনি! যখন
আহুত হয়েছি, নাহি ফিরিব তখন

ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে এই ঘোর দুরোদরে
হতেছি প্রবৃত্ত, যদি হারি দেবনেতে
ভ্রাতা ভার্য্যা সহ আমি যাইব বনেতে।

১৯

দ্বাদশ বৎসরকাল রব ঘোর বনে,
একবর্ষ অজ্ঞাত থাকিব জনস্থানে,
প্রকাশ হইলে পরে অরণ্যে যাইব ফিরে,
যদি বনবাসব্রত হয় উদ্যাপন,
পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য করিব গ্রহণ।

২০

এই পণে সম্মত রহিনু ধূর্ত্তরাজ
কর ক্রীড়া মিথ্যা তবে বিলম্বে কি কাজ ?"
শুনিয়া শকুনি সুখে হরষিত স্মিতমুখে
ফেলাইয়া অক্ষ দম্ভে কহিল তখন,
"এই ত জিতিনু বাজী কুন্তির নন্দন।

২১

হে পাণ্ডব ! ছাড় শীঘ্র উত্তরীয় বাস,
অজিন আবৃত দেহে যাও বনবাস,
সুগন্ধ চন্দন ত্যজে ভস্ম মাখ তনুরাজে !
রতন কাঞ্চনময় রাজ আভরণ
সাজে না ও দেহে আর—কর উন্মোচন !"

২২

শুনি শকুনির বাক্য পাণ্ডুপুত্রগণ
ত্যজি উত্তরীয় পরিধেয় আভরণ,
সকলে সত্বর হয়ে অজিন সংবৃত দেহে
বনবাসব্রতেতেদীক্ষিত, তাহা দেখে
বৃদ্ধগণ হাহাকার করে মনদুখে !

২৩

পাণ্ডবগণের দেখি দুর্দ্দশা নয়নে
কর্ণ, দুঃশাসন আর পাপী দুর্য্যোধনে
প্রশংসিয়া শকুনিরে   অধীর আহ্লাদ ভরে।
কহিল সগর্ব্বে পরে দুষ্ট দুঃশাসন,
"দেখ রাষ্ট্রবাসি! দেখ সভ্য রাজগণ!

২৪

মহারাজ দুর্য্যোধন পুণ্য প্রতাপেতে
শত্রুগণে বিদলিত করি চরণেতে
হইলেন পৃথ্বীশ্বর   সাম্রাজ্যেতে একেশ্বর,
অদ্বিতীয়, ধনে মানে অতুল সংসারে
আর দেখ পাণ্ডবেরা চলিল কান্তারে।

২৫

যে পাণ্ডব ধনমদে মত্ত হয়ে চিতে
ত্রৈলোক্যেরে তৃণবৎ দেখিত চক্ষেতে,
মহামানী ধনীগণে   গণিত না ক্ষুদ্র জ্ঞানে,
এ হেন বিজয়ী শ্রেষ্ঠ রাজকুলেশ্বর
মহারাজ দুর্য্যোধনে করিত না ডর।

২৬

বুদ্ধি মোহে উপহাস কথায় কথায়
করিত সকলে, গণ্য করিত বা কায়?
প্রতিফল হাতে হাতে   পেলে তার ভালমতে
রাজত্ব—সম্মান গেল গেল রত্ন ধন
অভাগারা ভাগ্যদোষে যায় এবে বন।

২৭

ধন্য বাপু! ধন্য তুমি মাতুল শকুনি!
কোথা পেয়েছিলে বাপু পাষ্টি কয়খানি?

বড় বিদ্যা দেখায়েছ, বড় কাজ করিয়াছ,
বড় পুরুষত্ব বাপু—করেছ মাতুল !
বিশ্বে বুদ্ধিবলে কেবা তব সমতুল ?

২৮

ওহে পাণ্ডবেরা ! এবে শিখেছ ত ভাল ?
খেলিবে কি আর ? ইচ্ছা হয় যদি খেল !
আছে আরো বধুগণ তাদিকে রাখিয়া পণ
খেল না আবার, আহা ! এই হল শেষ ?
ওহে—ও পাণ্ডব ! কেন ভিক্ষুকের বেশ ?

২৯

কোথায় অমূল্য মণি কাঞ্চনে জড়িত
মুকুট—উষ্ণীষ—দিব্য সন্নাহ—সজ্জিত
রত্নকোষে অসিধার? কোথা সে গৌরব? আর
কোথা দম্ভ ? কোথা মান ? ওহে দাসগণ !
মুখ দেখা(ই)ও না ক শীঘ্র যাও বন !

৩০

ছি ছি ! কি জঘন্য দশা তোমা সবাকার ?
কি ছিলে কি হলে ? মনে ভাব একবার !
আহার্য্য মৃগয়া আশে ঘৃণিত নিষাদবেশে
অদীক্ষিত অস্পৃশ্য জঘন্য চর্ম্মাবাসে
আবরিয়া অঙ্গ বেড়াইবে বনবাসে ?

৩১

অল্পবুদ্ধি যজ্ঞসেন তোমা সবাকারে
কন্যাদান করি অতি দুর্ভাগা সংসারে,
যে হেতু তোমরা সবে ক্লীব বা অবলাভবে !
মনোমত পতি কিছু হয়নি কৃষ্ণার,
ছি ছি ! বানরের গলে মুকুতার হার ?

৩২

যাজ্ঞসেনি! হতভাগ্য পাণ্ডবগণেরে
কেন করেছিলে বিভা? এ হেন সংসারে,
আর কি ছিলনা বর? সারম্বর স্বয়ম্বর!
বৃথা তব—বিধুমুখি! এখন তোমায়
বলি যাহা শুন হবে মঙ্গল তাহায়!

৩৩

হতভাগ্যদের সঙ্গ কর পরিহার,
মনোমত পতি খুঁজে লও পুনর্ব্বার,
এই যে বসিয়া সব কৌরব, গৌরবে সব
একেক দিক্‌পাল এই অবনী কেন্দ্রেতে;
ইহঁাদের মধ্যে কিম্বা ঐ সম্মুখেতে

৩৪

উপবিষ্ট; রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ,
বীরত্ব, ধীরত্ব, মান, যৌবন, বয়স,
সকলি যথেষ্ট আছে ঐ উপবিষ্ট কাছে
বীর কুলসিংহ কর্ণ; উহঁারে মনন
হয় যদি বিধুমুখি কর না বরণ।

৩৫

পাইবে অপার প্রেম, ঐশ্বর্য্য, বিলাস,
কেন কৃষ্ণে! কষ্ট পাবে যাবে বনবাস?
কাপুরুষ সেবা করা পণ্ডশ্রম করে মরা!
বিধুমুখি! কাজ কি ও হতভাগ্যগণে?
আমাসবা সুপুরুষে ধরে না কি মনে?

৩৬

বনে যাবে কষ্ট পাবে সবে না প্রাণেতে,
যেও না হবে না হেথা দাসত্ব করিতে,

হেথায় রহিলে পরে রাখিব হৃদয়ে ক'রে,
প্রেমের পাথারে দিবানিশি ভাসাইব,
শ্রীচরণে দাস হয়ে পড়িয়া রহিব!

৩৭

যা বলিবে বিধুমুখি শুনিব তখনি,
চাঁদ চাহ তাই ধরে দিব চন্দ্রাননি,
স্বর্গের অমৃত চাও, হাতে হাতে দিব তাও,
কণ্টক যদ্যপি কভু ফুটে ও চরণে,
দন্তে করে তুলে দিব ওলো চন্দ্রাননে।

৩৮

প্রাসাদ হইতে কভু হবে না নামিতে,
যে আজ্ঞা করিবে তাই পাবে হাতে হাতে,
শত ভ্রাতা তব তরে রব কৃতাঞ্জলি ক'রে,
এতেও হৃদয় তব পাব না কি ধনি?
ফিরে চাও কথা কও, ও বিধু-বদনি!

৩৯

হাস্যমুখে একবার কর আশ্বাসিত;
একবার অপাঙ্গেতে করিলে ইঙ্গিত
চরিতার্থ হয় দাস, পূর্ণ কর অভিলাষ
চাহিয়া সরল প্রেম পূরিত কটাক্ষে,
তা হ'লে তুলিয়া নিতে পারি তোরে বক্ষে।

৪০

তব ও অধরে যদি থাকে হলাহল,
চুম্বিয়া মরিতে হয় তাহাও মঙ্গল!
যদি ও অধরামৃত বিষে হয় পরিণত,
তথাপি করিয়া পান জুড়াব জীবন,
মৃত্যু যদি হয়, সে ত সুখের মরণ।

৪১

কে ডরে মৃত্যুরে তোরে পাই যদি ধনি ?
তিলেকের জন্য পেলে ধন্য ব'লে মানি !
তব ও চিকুরচয়, যদিও ভুজঙ্গ হয়
জড়াইতে পারি কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে,
ভুজঙ্গদংশন ভয় করি না চিত্তেতে !

৪২

এত ভালবাসি তোরে ওরে বিধুমুখি !
যেও না অরণ্যে এথা থাক হবে সুখী।
অসভ্যগণের সাথে কোথা যাবে কাননেতে,
আহার বিহার সুখে দিয়া জলাঞ্জলি ?
ব্যাধের পিরীতে ভুলে যেওনা পাঞ্চালী !"

৪৩

এইরূপ নৃশংস লম্পট দুঃশাসন,
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে বলে কুবচন,
জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ ভয়ে বৃকোদর নত হয়ে
শুনিল ঈদৃশ কটু উক্তি শ্রবণেতে,
অন্তর দহিছে কিন্তু ক্রোধের বহ্নিতে।

৪৪

জ্যেষ্ঠের গৌরবে বদ্ধ হয়ে বৃকোদর,
দারুণ অসহ্য ঘোর বিশ্ব দগ্ধকর
ক্রোধবহ্নি সাবধানে সম্বরণ করি মনে,
ব্যথিত হৃদয়ে বীর কহে দুঃশাসনে,
"রে নিষ্ঠুর ! কেন আর বৃথা বাক্যবানে

৪৫

মর্ম্মপীড়া দিতেছিস্ আমা সবাকার ?
অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিয়া বারম্বার

কি ফল হইবে? থাক্, থাকরে দুরাত্মা থাক্!
এ কার্য্যের প্রতিফল দিব ভালমতে,
মর্ম্মচ্ছেদ করি তোর মহাসমরেতে,

৪৬

স্মরণ করায়ে দিব এই মর্ম্মব্যথা!
থাক্—থাক্—থাক্ রে পাপাত্মা যাবি কোথা?
যেই দিন সবান্ধবে যমালয়ে যেতে হবে
সে দিন কদিন আর আছে তাই গণ,
কর্ত্তব্য যা আছে ক'রে নেরে দুঃশাসন!

৪৭

ভীমের ভৎর্সনা শুনি মূঢ় দুঃশাসন,
"রে গরু! রে গরু!" করি এই সম্বোধন
মহাবীর বৃকোদরে, নির্লজ্জ আহ্লাদভরে,
সেই কুরু বৃদ্ধগণ সম্মুখে তখন
ব্যঙ্গচ্ছলে নানা রঙ্গে নাচে দুঃশাসন!

৪৮

দেখি ভীমসেন অতি ক্রোধিত চিত্তেতে
কহিলা "রে ভীরু! বড় পুরুষ উক্তিতে
দেখালি পুরুষ ভাব, থাক্—যেই মনস্তাপ
দিলি অদ্য, এর শোধ লব সমরেতে!
রে পিশাচ! শীঘ্রই শিখিবি মোর হাতে।

৪৯

বীরগণ সম্মুখেতে বলি পুনর্ব্বার,
এই সব ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুরাচার—
পাপীদিগে বিনাশিব, দুঃশাসন রক্ত পিব,
তবে শান্তি লভিব! নতুবা পৃথ্বীতলে
বৃকোদর ক্ষত্রি নয় কহিনু সকলে।

৫০

যেই ক্রোধবহ্নি বজ্রবহ্নির সমান,
সদা অন্তস্তল দগ্ধ করিছে আমার,
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে বধি ঘোর মহারণে
উহাদের রুধিরে নিবাব এ অনল!
অহো! আর কতদিন? রে কুরুমুষল!

৫১

ত্রয়োদশবর্ষে গণি ত্রয়োদশ দিন!
উদ্যাপি অরণ্য ব্রত আসিব যে দিন,
সে দিন নহেক দূর, থাক্ রে পাপিষ্ঠাসুর!
কদিন বাঁচিবি? ভীম রক্ত তৃষ্ণাতুর!
শীঘ্র সুখভোগ করি নেরে পাপাসুর!"

৫২

অনন্তর বনবাসে হইয়া দীক্ষিত
পাণ্ডবেরা প্রস্থান করিতে সমুদ্যত,
অগ্রে যায় যুধিষ্ঠির পাছে বৃকোদর বীর,
মধ্যে কৃষ্ণা, ধনঞ্জয় মাদ্রী পুত্রদ্বয়।
কেশরী গমনে চলে ভীম মহাশয়।

৫৩

ভীমের গমনে উপহাসি দুর্য্যোধন
অঙ্গভঙ্গ করি ব্যঙ্গক'রে বিলক্ষণ
পশ্চাতে পশ্চাতে যায়, ফিরে দেখি ভীম তায়
কহিল সক্রোধে "ওরে পাপাত্মা দুর্জ্জন!
এতেই কি চরিতার্থ হ'ল তোর মন?

৫৪

থাক্ থাক্ কদিন ভুঞ্জিবি সুখরাশি?
অরণ্য ব্রতটা আগে উদ্যাপিয়া আসি,

তারপর মহারণে স্বজন বান্ধবসনে
যমালয়ে পাঠাব! তখন একে একে
এই সব স্মরণ করায়ে দিব তোকে!"

৫৫

অভিমানী ভীম করি ক্রোধ সম্বরণ,
জ্যেষ্ঠের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল তখন,
সভাতলে যেতে যেতে পুনঃ ভীম দৃঢ়মতে
কহিল "বধিব আমি পাপী দুর্য্যোধনে,
অর্জ্জুন বধিবে ঐ ক্রূর কর্ণসেনে!

৫৬

সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার।
মম এই বাক্য যেন লিপি বিধাতার,
পাষাণে খোদিত কথা, পড়ে থাক্ যথাতথা,
সময়ে সফল ইহা হইবে নিশ্চয়;
না হ'লে—নাস্তিক আমি! অধর্ম্মেতে ভয়—

৫৭

কিজন্য করিব? কেন ডরিব ঈশ্বরে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান যদ্যপি এ সংসারে,
তা হইলে মিথ্যা কেন, কষ্ট পেয়ে মরি হেন?
পাপ পুণ্য পুরস্কার ভিন্ন যদি হয়
তাহ'লে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।

৫৮

মহারণে দুর্য্যোধনে করিব সংহার।
গদাঘাতে উরুভঙ্গ করিব উহার।
ভূমেতে পাড়িয়া ওরে মাথে পদাঘাত ক'রে,
দূরে ফেলাইব! পুনঃ মাথে পদ দিয়ে
দাঁড়ায়ে এসব দিব স্মরণ করায়ে।

৫৯

কেশরী যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগশিশু ধ'রে,
অনা'সে, অকুতভয়ে রক্ত পান করে,
আমিও তদ্রূপ ক'রে বলে দুঃশাসনে ধ'রে,
বক্ষ বিদারিয়া রক্ত পিব বিধিমতে,
এ প্রতিজ্ঞা করি আমি যেতেছি বনেতে !"

৬০

ভীমের বচন শুনি বীরেন্দ্র কেশরী,
অর্জ্জুন কহিলা সে গাণ্ডীব স্পর্শ করি,
"ভীমের আদেশ ক্রমে, ভীষণ সংগ্রাম ভূমে
বিদ্বেষী—কুভাষী—অহঙ্কারী কর্ণসেনে
শরাঘাতে পাঠাইব শমন সদনে।

৬১

আর ওর অনুচর সহায় সকল
যে কেহ সম্মুখে আসি প্রদর্শিবে বল,
তাহাদিগে বিনাশিব, সম্মুখে যাহারে পাব
গুরু লঘু বিচার না করিব, রণেতে
যারে পাব তারেই বধিব যদৃচ্ছাতে !

৬২

গাণ্ডীব স্পর্শিয়া ইহা কহে ধনঞ্জয়,
প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন আমি করিব নিশ্চয় !
মহাঝঞ্ঝাবাতভরে হিমাদ্রি যদিও নড়ে,
রবি-শশী যদি আর না উঠে অম্বরে
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম অটল সংসারে !

৬৩

গাণ্ডীব স্পর্শিয়া আমি কহি পুনর্ব্বার,
মিথ্যা শ্লাঘা কারী ঐ কর্ণ দুরাচার,

ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে সংগ্রাম যদ্যপি করে
তা হলে বধিব ওরে—বধিব নিশ্চয়!
বনবাসব্রত যদি উদ্যাপন হয়,

৬৪

যদি ফিরে আসি পুনঃ আপনার দেশে,
যদি দুর্য্যোধন যথোচিত শিষ্টবেশে,
সম্মান সৎকার ক'রে রাজ্য নাহি দেয় ফিরে,
তা হ'লে প্রতিজ্ঞা কেবা করিবে অন্যথা ?
বাসবের শক্তি নাই অন্যের কাকথা ?"

৬৫

শুনি অর্জ্জুনের বাক্য সহদেব কহে,
"এই যে বিপুল বাহু—ভোজনার্থ নহে!
ইহাতে পড়িলে পরে, দেবরাজ(ও) শঙ্কা করে!
নরবীরগণে দেখি তৃণ সমতুল,
এই হাতে শকুনিরে করিব নির্ম্মূল।

৬৬

এতেক কহিয়া সেই সহদেব বীর
ক্রোধে রক্তচক্ষু যেন অস্তমিহির,
ঘোর আশীবিষ প্রায় সঘনে নিশ্বাস বয়!
আস্ফালি বিপুল ভুজদণ্ড ক্রোধভরে
পশ্চাৎ ফিরিয়া কহে চক্রী শকুনিরে—

৬৭

"রে গান্ধারগণ-যশো-বিলোপি শকুনি!
রে মূঢ় অনার্য্য ঘোর চৌর চূড়ামণি!
থাক্ থাক্ কিছুদিন সময়ে শোধিব ঋণ,
বধিব বধিব তোরে সংগ্রাম ক্ষেত্রেতে!
যদি ক্ষত্রি হ'স, যুদ্ধ হয় মোর সাথে,

৬৮

তাহলে কখনো তোর নাহিক নিস্তার,
কর্ত্তব্য যদ্যপি কিছু থাকে আপনার,
এইবেলা করে লও সত্বর সতর্ক হও,
নিশ্চয় বধিব তোরে ওরে দুরাচার!
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি হয় অন্যথা আমার,

৬৯

তা হইলে ক্ষত্রি আমি নই সংসারেতে!
তা হইলে বৃথা মাদ্রী ধরিল গর্ভেতে!
তাহলে পৌরুষে ধিক্! ধিক্ মোরে শত ধিক্!
ইহ পরকালে যেন গতিভ্রষ্ট হই,
পুনঃ বলি তাহা হ'লে ক্ষত্রি আমি নই!"

৭০

শুনি সহদেব উক্তি নকুল সুধীর,
মন্মথ মূরতি সুকুমার ক্ষত্রবীর,
ক্রোধে জর্জ্জরিত হয়ে, কহিল পশ্চাৎ চেয়ে,
"যে সকল ধৃতরাষ্ট্র পুত্র মূঢ়মতি,
দ্রৌপদী নিগ্রহে সুখী হইয়া, সম্প্রতি

৭১

অন্তরে দারুন ব্যথা দিয়াছে আমার,
সেই সব পাপাত্মাগণের পুরস্কার,
কালমতে প্রদানিব একে একে সংহারিব!
ধার্ত্তরাষ্ট্র শূন্যা আমি করিব পৃথ্বীরে,
ওহে সভ্যগণ! ইহা থেক মনে করে!

৭২

এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ যদি না হয় আমার,
তা হইলে নই আমি ক্ষত্রিয় কুমার,

নই পাণ্ডুপুত্র, ভবে কাপুরু হই তবে,
নীচজনসেবিনী জননী মোর হয়!
তা হইলে মাদ্রী কভু বীর মাতা নয়!"

১৩

অতঃপর যুধিষ্ঠির অতি ধীরভাবে
কহিলেন "গুরুগণ! আসি আমি তবে?
সমস্ত কৌরবগণে প্রসন্ন সরল মনে
বিদায় প্রার্থনা আমি করি, সভ্যগণ!
মনে রাখিবেন, তবে যাই আমি বন?

১৪

বৃদ্ধপিতামহ, জ্যেষ্ঠ তাত, গুরু দ্রোণ,
কৃপ, অশ্বত্থামা, পূজ্য বিদুর সুজন,
রাজা সোমদত্ত আর বাহ্লিক, বিদ্বানসার
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি মন্ত্রীগণ যত,
জ্যেষ্ঠ্যতাতপুত্রগণে যথা সম্ভাবিত

১৫

আমন্ত্রন করি—বনে যাই পুনর্ব্বার!
প্রত্যাবৃত্ত হয়ে দেখা করিব আবার,
আসি তবে, সভ্যগণ! এ দুঃস্থ পাণ্ডবগণ
শত শত দোষে দোষী সবার সকাশে,
ক্ষমা করিবেন! তবে যাই বনবাসে!"

১৬

শুনি যুধিষ্ঠির উক্তি সভাসদগণ
লজ্জা নতমুখে সবে রহিল তখন,
বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ সভ্যগণে সকলেই মনে মনে
পাণ্ডবের কুশল চিন্তিয়া হৃদয়েতে,
দুঃখভরে অশ্রুপাত করেন সভাতে।

৭৭

কেহ কোন কথা না কহিল যুধিষ্ঠিরে,
কেবল বিদুর মাত্র দীর্ঘশ্বাস ছে'ড়ে
কাতর অন্তরে ধীরে কহিলেন যুধিষ্ঠিরে,
"রাজার নন্দিনী রাজেন্দ্রাণী কুন্তী সতী
চিরকাল সুখেতে পালিতা, তাহে অতি—

৭৮

সুকুমারী—সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হয়।
অরণ্যবাসের কষ্ট সবে না উহাঁয়।
এই স্থানে মমগৃহে থাকুন সৎকৃতা হয়ে,
এ মোর বাসনা, পুত্র! কি বল ইহাতে?"
শুনি যুধিষ্ঠির অতি বিনীত বাক্যেতে

৭৯

কহিলেন "হে অনঘ! তুমি পাণ্ডবের
পিতৃতুল্য পিতৃব্য আপনি, আমাদের
পরম আশ্রয়স্থল বুদ্ধিবল ধর্ম্মবল,
সমস্তের গুরু, তাত! যাহা অনুমতি
করেন আপনি তাই করিব; সম্প্রতি

৮০

কি কর্ত্তব্য পাণ্ডবের বলুন আপনি?
বালক আমরা—তাত! কিছুই না জানি,
বিপদে সম্পদে পিতঃ সদা তব পদাশ্রিত
পাণ্ডবেরা, ঘোরতর বিপদ সাগরে
তৃণপ্রায় ভেসে যায়, আপনি সত্বরে

৮১

উপদেশ-তরি দিয়া তরান, সম্প্রতি
হে তাত! ধর্ম্মতঃ মোরা বনবাসে ব্রতী

হইয়া যেতেছি বনে কি কর্ত্তব্য এই ক্ষণে
বলুন বিশেষ, আজ্ঞা করুন সন্তানে,
আপনার বাক্য তাত! অভ্রান্ত ভুবনে।"

৮২

শুনি যুধিষ্ঠির উক্তি বিদুর ধীমান—
কহিলেন "বৎস! তুমি অতি মতিমান—
ধার্ম্মিক সুজন ধীর, জীতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম বীর;
সমগ্র সুনীতি তত্ত্ব জ্ঞাত আছ তুমি—
তবতুল্য জনে কিবা বুঝাইব আমি?

৮৩

ন্যায্যমতে পরাজয় হইয়া, চিত্তেতে—
প্রাজ্ঞজন ব্যথিত না হয় কোন মতে,
যাও বৎস অরণ্যেতে ব্যথিত হ'ওনা চিতে,
ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী তুমি, বৃকোদর জেতা,
শত্রুঞ্জয় ধনঞ্জয় বিশ্বে মহারথা,

৮৪

নকুল সুপ্রাজ্ঞ, সহদেব ধৃতিমান,
ধৌম্য বেদ সুপারগ, রমণী প্রধান
কৃষ্ণা অতি গুণবতী, ধর্ম্মার্থ দর্শিনী সতী
অরণ্যবাসের সহচরী যার সুখে,
তাহার যে বনবাস অবশ্যই সুখে—

৮৫

সম্পন্ন হইবে, তাহে সন্দেহ কি আছে?
হেন সঙ্গী সঙ্গিনী যাহার যায় পাছে;
বনবাসে কষ্ট তার কেনবা হইবে আর?
এ কষ্টেরে কষ্ট জ্ঞান কর না, কুমার!
রাজ্যাপেক্ষা বনবাস সুখের তোমার।

৮৬

শোক দুঃখ প্রবঞ্চনা পূর্ণিত সংসারে
কোথা আছে সুখ? বৎস! অরণ্য ভিতরে
ইহাপেক্ষা আছে সুখ! সংসারে দেখাতে মুখ
ইচ্ছা নাই, যে কদিন থাকি কোন মতে
লুকাইয়া থাকা ভাল; হেন সংসারেতে

৮৭

কি ফল থাকিয়া? বৎস! যথার সকল
স্বার্থপর নীচাশয় রাক্ষসের দল
ন্যায়ে পদাঘাত ক'রে যদৃচ্ছ-প্রভুত্ব করে!
ধর্ম্মের মর্য্যাদা যথা নাই, হায়! হায়!
সংসার নরকাখ্যান কহিব কাহায়?

৮৮

যাও পুত্র—যাও বনে, সর্ব্বতঃ প্রকারে
সুখে রবে! ত্রয়োদশ বৎসরের পরে,
আবার দেখিব সবে! সদা সাবধানে রবে,
কল্যাণ হউক পুত্র তোমা সবাকার;
এস তবে, সাক্ষাৎ হইবে পুনর্ব্বার!"

৮৯

শুনি যুধিষ্ঠির অতি বিনম্রভাবেতে—
"যে আজ্ঞা" বলিয়া গুরুগণ চরণেতে,
প্রণাম করিয়া, পরে ভ্রাতা—ভার্য্যা সহকারে
প্রস্থান করিলা, দেখি কুরু বৃদ্ধগণ,
দুঃখে হাহাকার সবে করেন তখন!

৯০

অনন্তর প্রস্থান উন্মুখ যাজ্ঞসেনী
দুঃখে অতিমাত্র প্রপীড়িতা, যশস্বিনী

কুন্তিদেবী-সন্নিধানে অতিব ব্যথিত প্রাণে
উপস্থিত ; দেখি সেই দেবী পাঞ্চালীরে,
অন্তঃপুরচারিণীরা হাহাকার করে !

৯১

কাতরে কুন্তীরে কৃষ্ণা করিয়া প্রণতি—
বনবাস জন্য কষ্টে চাহে অনুমতি,
অন্য অন্য নারীগণে সম্ভাষি ব্যথিত প্রাণে,
বিদায় প্রার্থণা করে দেবী যাজ্ঞসেনী,
অন্তঃপুরে আর্ত্তনাদ উঠিল অমনি।

৯২

কুন্তীদেবী মনদুঃখে দারুণ ব্যথিতা !
প্রজ্ঞাবতী শোকেতে হইয়া অর্দ্ধমৃতা,
কষ্টে কোনরূপে সতী কহেন দ্রৌপদী প্রতি
"হে বৎসে ! সংসারে তুমি অতি প্রজ্ঞাবতী
রমণী কুলের রত্ন সাধ্বী গুণবতী,

৯৩

ধর্ম্মার্থ-অভিজ্ঞা জ্ঞানরত্নে বিভূষিতা,
তোমার সদৃশ কেবা আছে পতিব্রতা ?
এ ঘোর বিপদপাতে শোক করা কোনমতে
তবতুল্যা রমণীর উপযুক্ত নয়।
সুচরিত্রে ! বনবাসে ক'রনাক ভয়।

৯৪

ইন্দ্রতুল্য স্বামীগণ সহিত কাননে
ভ্রমিতে কখনো কষ্ট পাবে না জীবনে,
পতিব্রতে ! স্বামীগণে কিরূপ সদাচরণে
সেবিবে—সেকথা আর কি কব তোমারে ?
যেহেতু সুসাধ্বী তুমি ; সংসার ভিতরে

৯৫

তবতুল্যা গুণবতী নাই উপস্থিত,
তবগুণে পাণ্ডবের কুল উজ্জ্বলিত!
কৃষ্ণে! তব কোপানলে চক্ষুত কৌরবদলে
ভস্ম না হইল—ইথে উহা সবাকারে
ভাগ্যবন্ত বলিতে হইবে এ সংসারে!

৯৬

হে কল্যাণি! মম এই শুভ অনুধ্যানে
বর্দ্ধিতা হইয়া নিরুদ্বেগে যাও বনে,
দেখ—যারা এ সংসারে সতীত্বের সেবা করে
সাধ্বীতারা, তাহাদের অন্তরেবিকার
জন্মে না কদাপি, তা'রা সুখ দুঃখভার

৯৭

সমানে বহিতে পারে, হয় না চঞ্চল,
পাতিব্রত্য তাহাদের কেবল সম্বল।
স্বধর্ম্মে সতত মতি আছে তব, গুণবতি!
ধর্ম্মই তোমারে দিব্য কল্যাণের পথে
লইয়া যাইবে, কৃষ্ণে! যাও অরণ্যেতে।

৯৮

বনবাসকালে মম পুত্র সহদেবে
সতত সযত্নে অতি সতর্কিত ভাবে
দেখ, যেন কোনমতে, অভিমানী, অরণ্যেতে
দুঃখে অবসন্নচিত্ত না হয় দ্রৌপদি,
কনিষ্ঠ কুমার মম প্রিয়তম অতি।

৯৯

কুন্তীর বচন শুনি সেই ঋতুমতী—
একবস্ত্রা মুক্তকেশী যাজ্ঞসেনী সতী

যে আজ্ঞা বলিয়া ধীরে পুনর্ব্বার নতশিরে
প্রণমি কুন্তীরে বাষ্প আকুল নয়নে
কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণা চলিলেন বনে।

১০০

দুঃখে কুন্তীদেবী হয়ে অর্দ্ধমৃতাপ্রায়,
দ্রৌপদীর পশ্চাতে পশ্চাতে ধীরে যায়।
কিছু দূর গিয়া পরে পুত্রগণে চক্ষে হেরে,
অকূল শোকের সিন্ধু উথলিল চিতে,
দেখিলেন পুত্রগণ অতি দুর্দ্দশাতে,

১০১

বিপক্ষমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত, অঙ্গেতে—
বসন ভূষণ নাই, জঘন্য চর্ম্মেতে
আবৃত সে রাজতনু যেন মেঘাচ্ছন্ন ভানু—
লজ্জা অবনত মাথে দাঁড়া'য়ে দুঃখেতে
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! শত্রুগণ চারিভিতে—

১০২

হর্ষোৎফুল্ল ভাবে সবে করে কোলাহল!
সুহৃদ্ সকল কিন্তু শোকেতে বিহ্বল।
স্নেহময়ী কুন্তীসতী পুত্রদের এ দুর্গতি
দেখিয়া শোকেতে হয়ে অধীরা তখন
কহেন কাতরে—"অভাগীর পুত্রগণ!

১০৩

তোমাদের হেন দশা দেখিয়া নয়নে
সহে না—সহে না—আর সহে না জীবনে!
হায় বিধে! কোন্ পাপে কিম্বা কোন্ অভিশাপে
পুত্রদের কেন দশা হইল আমার?
হায় ধর্ম্ম! ইহাই কি বিচার তোমার?

১০৪

কি ধর্ম্ম কি আচরণ স্বভাব শীলতা
মহত্ব মর্য্যাদা কিম্বা বীরত্ব যোগ্যতা,
সকলে অতুল সবে মম পুত্রতুল্য ভবে
কোথায় কে আছে ? অহো ! ভাগ্যে এই ছিল ?
এ কি বিধি-বিপর্য্যয় সহসা ঘটিল ?

১০৫

হায় পুত্র ! কার অপকার চিন্তা করি
এ হেন বিপদে সবে পড়িলে ? আমরি !
কখনো ত কোন পাপ কর নাই ওরে বাপ
তবে কেন হেন দশা ঘটিল কপালে ?
হায় বিধে ! এই শেষ লিখেছিলে ভালে ?

১০৬

হায় ! এই অভাগীর অদৃষ্টের দোষে
হয়ে পুণ্যশীল সবে যাও বনবাসে !
মম গর্ভে জন্মেছিলে তাইতে এ কষ্ট পেলে,
হায় ! বাছাদের দুঃখ সহে না জীবনে !
চিরকাল গেল বৎস, অরণ্য ভ্রমনে ?

১০৭

বলে—বীর্য্যে—স্বত্বে—তেজে—উৎসাহে—উদ্যমে
কিছুতেই কৃশ নও এ সংসার ধামে,
সম্পত্তি হারায়ে আজ সাজি ভিক্ষুকের সাজ
বনে যাও, এ দুঃখ কি সহে হৃদয়েতে ?
চিরকাল তোমাদিগে অরণ্য বাসেতে

১০৮

কষ্ট পেতে হবে ইহা জানিলে পূর্ব্বেতে,
তা হ'লে কদাপি আমি শতশৃঙ্গ হ'তে,

লয়ে তোমাসবাকারে   এ হেন হস্তিনাপুরে
কখনো কি আসিতাম ? হায় ! মহামতি
পাণ্ডো ! তুমি ধন্য ! তাই অগ্রেই সদ্গতি

১০৯

লভেছ, গিয়েছ স্বর্গে, আমি অভাগিনী
পড়ে আছি, কত দুঃখ পাব তা না জানি !
হায় ! মাদ্রী পতিব্রতা   হয়েছিল অনুমৃতা,
গিয়েছে স্বর্গেতে যুড়ায়েছে এ যন্ত্রনা,
ধন্য সেই ! অভাগীর মরণ হলো না।

১১০

জীবন যন্ত্রনাপূর্ণ হয়েছে আমার,
হা বিধে ! এ দুঃখ আমি সব কত আর ?
হা ধিক জীবনে মোর !   জীবন যন্ত্রনা ঘোর
কতকাল রবে ? অহো সাধুপুত্রগণ !
তোমরা যে অভাগীর সংসারবন্ধন।

১১১

তোমাদিগে বনে দিয়ে বাঁচিব কি ক'রে ?
ফেলায়ে যেও না মোরে লও সঙ্গে করে,
হা দ্রৌপদি ! কোন্ দোষে   ফেলে যাও বনবাসে ?
সঙ্গে ক'রে লও বৎসে ! যাব আমি বনে,
তোমাদিগে দেখি তবু যুড়াব জীবনে।

১১২

হায় ! জীবনেরধর্ম্ম বিনাশ, সংসারে
জন্মিলে মরিতে হয় অন্যথা কে করে ?
কিন্তু এ দারুণ প্রাণ   কবে হবে অবসান ?
কবে যুড়াইব ? বিধে ! কবে মৃত্যু হবে ?
কুন্তির এ শোকানল কবে নিবাইবে ?

১১৩

হা কৃষ্ণ! হা রামানুজ! কোথায় রহিলে?
এই ঘোর দুঃখরাশি চক্ষে না দেখিলে?
লোকে ব'লে থাকে, তুমি সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্য্যামী,
অনাদি, অনন্ত, তবে এ দুঃখ সাগরে
ভেসে যায় পাণ্ডবেরা, দারুণ দুস্তরে

১১৪

কেন না তরাও কৃষ্ণ? হে ভবতারণ!
পতিতে উদ্ধার কর, পতিত পাবন!
আমার এ পুত্রগণ, সত্য ধর্ম্মে সর্ব্বক্ষণ
অনুরক্ত, বলে, বীর্য্যে, কীর্ত্তি, যশে, মানে,
পরিপূর্ণ্য পৃথ্বীতলে, হেন পুত্রগণে

১১৫

শত্রুগণ কষ্ট দেয় দেখ না শ্রীহরি?
ইহাদের প্রতি দয়া বিতরণ করি,
রাথ কীর্ত্তি, দুঃখে প'ড়ে—কৃষ্ণ! তব নাম ক'রে
কষ্ট যদি পে'তে হয় তা হইলে পরে
কেহ আর ও নাম লবে না এ সংসারে!

১১৬

হায়! নীতিমান ভীষ্ম দ্রোণ বিদ্যমানে,
কিরূপে এ মহোৎপাত ঘটিল এখানে?
হায় পাণ্ডো! পুণ্যবান স্বর্গেতে পেয়েছ স্থান,
যুড়ায়েছ, দেখ আসি পুত্রেরা তোমার
শত্রুর চক্রান্তে পড়ি যেতেছে কান্তার!

১১৭

হায় বৎস সহদেব! যেও না ক বন।
তুমি রে আমার পুত্র জীবন বন্ধন।

কিরূপে তোমারে ছেড়ে, রহিব গৃহ পিঞ্জরে ?
ছাড়িয়া যেও না মোরে ওরে ও কুমার,
দিনান্তে তোমায় যদি দেখি একবার

১১৮

তা হ'লে অনেক শান্তি লভিব চিত্তেতে,
কদাচ তোমায় আমি দিব না যাইতে,
এই অনুরোধ রাখ আমার নিকটে থাক
তাহাতেই তব ধর্ম্ম রহিবে, কুমার !
মাতৃহত্যা করি বনে যেও না রে আর !"

১১৯

এইরূপ বিলাপকারিণী পৃথ্বীশ্বরী
কুন্তীরে, পাণ্ডবগণ মিষ্ট উক্তি করি
নানা মতে বুঝাইয়া, বারম্বার প্রণমিয়া
বনযাত্রা করিলেন শোকার্ত্ত অন্তরে,
উন্মাদিনী প্রায় কুন্তী—কাঁদে উচ্চস্বরে।

১২০

ধূলি বিলুণ্ঠিতা আহা ! স্খলিত বসন
স্খলিত চিকুরদাম, উৎপল নয়ন
অশ্রুপূর্ণ, হাহাকারে কাঁদে কুন্তী উচ্চস্বরে
বিদুর ব্যাকুলচিত্তে তুলে হাতে ধরে
কোনরূপে প্রবেশ করান নিজ পুরে।

১২১

দ্রৌপদীনিগ্রহ, পাণ্ডবের নির্ব্বাসন,
কৌরবের অন্তঃপুরে শুনি নারীগণ,
নিন্দিয়া কৌরবগণে, শোক সন্তাপিত মনে,
কাঁদে উচ্চস্বরে সবে, ঘোর হাহাকারে
পরিপূর্ণ নগর, প্রত্যেক ঘরে ঘরে

১২২

হাহাকার করে যত নর নারীগণ
চতুর্দ্দিক ঘোরতর শোকে নিমগন।
বাতাস বহিছে তায়　　বিষাদ মাখান হায়!
স্বন্ স্বন্ করি কাঁদে তরু লতাগণ,
অবনী আকাশ সব দুঃখে নিমগন!

১২৩

কল কল স্বরে কাঁদে জাহ্নবী আপনি—
কাঁদিছে প্রাসাদ বাপী উদ্যান বিপণী,
সর্ব্বত্র বিষাদভরে　　যেন হাহাকার করে!
কেবল সন্তুষ্ট দুর্য্যোধন দুঃশাসন
শকুনী রাধেয় আদি ক্রূর কর্ম্মীগণ।

ইতি ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

১

নিরানন্দনগর—শোকের আর্ত্তনাদে,
সর্ব্বত্র উদাস পুরী পূর্ণিত বিষাদে।
ধৃতরাষ্ট্র ভগ্নচিত্তে বংশনাশ আশঙ্কাতে
গভীর চিন্তিত, করে রাখিয়া কপোল
অবনত মাথে বসি ভাবিছে কেবল।

২

নিকটে বিদুর আর সঞ্জয়ধীমান
উপবিষ্ট, শোক দুঃখে অতি ম্রিয়মাণ,
ক্রমে বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে
কহে ধৃতরাষ্ট্র অতি শঙ্কিত অন্তরে
"হে বিদুর! পাণ্ডবেরা কিরূপ প্রকারে—

৩

কিরূপ ভাবেতে বনে যেতেছে? প্রত্যেকে
কিরূপে চলিছে পথে? বল একে একে!
শুনিয়া বিদুর ধীরে কহে অন্ধ নৃপতিরে,
"মহারাজ! শুনুন সে সব বিবরণ
যুধিষ্ঠির বস্ত্রদ্বারা মুখ আবরণ—

৪

করিয়া যেতেছে পথে, পাছে প্রজাগণ
সে কোপ কটাক্ষে ভস্ম হয় এ কারণ।
মহাবাহু বৃকোদর করি যেন আড়ম্বর
সুবিশাল বাহুদ্বয় করি আন্দোলিত
তাহাই দেখি'ছে পুনঃ হয়ে আহ্লাদিত।

৫

মনোভাব এই তার "ইহ সংসারেতে
বাহুযুদ্ধে আমারে কে পারে সমরেতে ?
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে বাহুরূপ বজ্রবাণে—
বিনাশিব, কোনরূপে না করিব ক্ষমা,
আমার এ বাহু শত বজ্রের উপমা !"

৬

অর্জ্জুন বালুকারাশি করি বিকিরণ
রাজার পশ্চাতে বীর করিছে গমন।
অভিলাষ এই মনে, "আমি মহাঘোর রণে
বালুকাবিকীর্ণবৎ বরষিয়া বাণ,
কৌরবেরে কাটিয়া করিব খান্ খান্ !"

৭

লোকমধ্যে পরম সুন্দর সে নকুল,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধুলি হইয়া ব্যাকুল
যাইতেছে পথে, তার মনোভাব "পুনর্ব্বার
এ বরবপুতে মোর নাই প্রয়োজন,
শত্রু বিনাশিয়া শান্তি লভিব যখন,

৮

তখন এ ধুলি রাশি ধুইব রুধিরে !"
সহদেব বদনমণ্ডল লিপ্ত করে
যেতেছে বিষণ্ণচিতে, মনোভাব "সমরেতে
যে দিন নাশিব শত্রু, সেই দিন মুখ
দেখাব মানবে, যাবে অন্তরের দুখ !"

৯

আয়তনয়না কৃষ্ণা দীর্ঘ কেশ ভারে
মুখাবৃত করি পথে যায় ধীরে ধীরে।

রজস্বলা সিক্ত বাসে, দুঃখদগ্ধা মুক্তকেশে,
যোগিনীর বেশে যাজ্ঞসেনী শোকভরে
যায় পথে, এই ভাব তাহার অন্তরে

১০

"অবনীতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যদি থাকে,
যদি আমি সতী হই, পাণ্ডবদিগকে
পতি ব'লে জানি চিতে, তাহ'লে যাহাদে' হ'তে
এ দুর্দ্দশা হইল আমার, তা সবার
অদ্যাবধি ত্রয়োদশ বৎসরের পর

১১

হইলে বিনাশ, তা'সবার ভার্য্যাগণ,
রজস্বলা সিক্ত মুক্ত করবীবন্ধন ;
পতি পুত্র বন্ধুতরে, শোকে হাহাকার ক'রে,
তর্পণ করিয়া আর্দ্রকেশে আর্দ্রবাসে
প্রবেশিবে হস্তিনায় বিধবার বেশে !"

১২

হে ভারত ! পুরোহিত ধৌম্য প্রজ্ঞাবান,
নৈঋর্ত কোণেতে কুশধরি, সামগান
করিতে করিতে যায়, এই তার অভিপ্রায়
"কৌরবেরা সংগ্রামেতে হইলে নিহত,
তাহাদের গুরুগণ করি এই মত—

১৩

ধরি কুশ সামগান করিবে !" রাজন !
এইরূপে পাণ্ডবেরা যাইতেছে বন।
নগরবাসিরা যত চিত্তে হয়ে বিষাদিত
পুনঃ পুনঃ এইরূপ আক্ষেপ উক্তিতে
কহিছে "হা কুরুগণ ! স্বার্থ মুগ্ধচিতে

১৪

কি কার্য্য করিলে? একি আশ্চর্য্য ঘটন?
আমাদের অধীশ্বর পাণ্ডু পুত্রগণ
হেন দুর্দ্দশায় হায়! ত্যজি রাজ্য বনে যায়!
অহো কুরুবৃদ্ধগণ! লোভাক্রান্ত চিতে
বালকের মত কার্য্য করি সংসারেতে

১৫

রাখিলে কলঙ্ক! ধিক্ তোমাসবাকারে!
সাধু-পাণ্ডুপুত্রগণে নির্ব্বাসন ক'রে
রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণে অনাথ করিলে কেনে?
হায় কৌরবেরা! করি বঞ্চনা যখন
করিলে পাণ্ডবগণে বন নির্ব্বাসন,

১৬

তখন আমরা আর তোমাসবাকারে
প্রভু বলি বিশ্বাস করিব কি প্রকারে?
রাজভক্তি ছিল যাহা, এই ব্যবহারে তাহা,
চিরতরে গেল, হায়! পাণ্ডুপুত্রগণ!
ফিরে এস, নহে মোরা যাইব কানন!"

১৭

মহারাজ! এইরূপ বিবিধ প্রকারে
যার যে বাসনা তাই কহে দুঃখভরে।
ক্রমেতে পাণ্ডবগণ নগর ছাড়ায়ে বন—
প্রবেশিল, অমনি দারুণ কুলক্ষণ
লক্ষিত হইল তাও শুনুন রাজন—

১৮

বিনা মেঘে বিদ্যুৎ হইল ঘন ঘন,
নিদারুণ অশনি সম্পাত গরজন,

ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর, উল্কাপাত ঘোরতর,
রক্তবৃষ্টি ঝর ঝর হইল ভীষণ!
রাহুগ্রাসে আদিত্য হইল আচ্ছাদন!

১৯

কাঁদিতে লাগিল ঘোর রবে শিবাদল,
প্রত্যুত্তর দিয়া কাঁদে কুক্কুর সকল,
শকুনী গৃধিনীগণে বায়সগনের সনে
প্রাসাদ চৈত্যাতে উড়ে বসে, মহোৎসবে
কর্কশ কঠোর স্বরে ডাকে ঘোর রবে!"

২০

শুনি বিদুরের উক্তি অম্বিকানন্দন,
শঙ্কিত হইয়া কহে সঞ্জয়ে তখন,
হে সঞ্জয়—মন্ত্রিবর! শঙ্কায় কাঁপে অন্তর
কি করি এখন যুক্তি বল হে বিদ্বন?
দারুণ দুশ্চিন্তানলে দহিছে জীবন!

২১

শুনি ধৃতরাষ্ট্রউক্তি কহেন সঞ্জয়,
"হে রাজন! আপনার আবার কি ভয়?
পাণ্ডবেরে বনে দিয়ে রাজ্যে একেশ্বর হয়ে
সমুদায় বসুন্ধরা পাইয়া করেতে
আবারো আশঙ্কা? কিছু পারি না বুঝিতে!

২২

হে রাজেন্দ্র! পৃথ্বীপতি হইয়া এখন—
কেন শোক অনুতাপ কর অকারণ?
মুখে অনুতাপ কর, অন্তরে আহ্লাদবড়!
মহারাজ! শোক করা সাজে না ক আর,
বেড়েছে বৈভব, পে'তে পারি পুরস্কার!"

২৩

শুনি সঞ্জয়ের উক্তি অম্বিকাকুমার
কহেন, "সঞ্জয়! মোরে বাক্যবাণে আর
ব্যথিত কর না, হায়! মনোভাব কব কায়?
পাণ্ডবগণের সঙ্গে যাদের শত্রুতা,
তাহাদের ভয়ের অভাব আর কোথা?

২৪

যুদ্ধবিশারদ—মিত্র সম্পন্ন—সকল
মহারথ পাণ্ডবগণের বাহুবল,
স্মরণ করিয়া হায়! হইয়াছি মৃতপ্রায়,
হে সঞ্জয়! ত্রয়োদশ বৎসরের পরে
যে কাণ্ড হইবে তাহা ভাবিয়া অন্তরে,

২৫

আকুল হতেছি, মিত্র! কি করি এখন?
শঙ্কায় হৃদয় মম কাঁপে অনুক্ষণ!"
শুনিয়া সঞ্জয় কয়, "এত যদি চিত্তে ভয়
তবে কেন অনুদ্যূতক্রীড়া করিবারে
পুনঃ অনুমতি তুমি দিলে শকুনিরে?

২৬

মহারাজ! এই যে বিরোধ উপস্থিত,
কুরুকুলধ্বংশ ইথে হইবে নিশ্চিত!
শুদ্ধ কি তাহাই হবে? অবনী উচ্ছন্ন যাবে
সমস্ত ক্ষত্রিয় ইথে হইবে বিনাশ,
মহারাজ! এও তব পুণ্যের প্রকাশ!

২৭

যে হেতু তোমার পুত্র অতি দুরাচার
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন কুব্যাভার,
কি কহিব আমি আর? সভামধ্যে বারম্বার

এই প্রাজ্ঞ বিদুর হইতে নিবারিত
হইয়াও দ্রৌপদীরে আনিয়া দুষ্কৃত

২৮

যে কার্য্য করিল, তাহা বলা নাহি যায়,
মহারাজ! নিজেও ত ছিলেন সভায়?
রাজন! বিধাতা যারে সমূলে বিনষ্ট করে
অগ্রে বুদ্ধি বিবেচনা হরেন তাহার;
কুপথে সুপথ জ্ঞান ক'রে, সে, সংসার

২৯

কলুষিত করে থাকে, দুর্ব্বুদ্ধির বশে
দুষ্কর্ম্মে সুকর্ম্মজ্ঞান ক'রে অনায়াসে
নিষ্ঠুর হইয়া, বলে আপনি আপন গলে
ছুরি দেয়, কে তাহারে করে নিবারণ?
মহারাজ! কাল নিজে দণ্ড উত্তোলন

৩০

করিয়া কাহারে নষ্ট করে সংসারেতে?
আপনার মৃত্যু আছে আপনারি হাতে!
নির্লজ্জ পাপাত্মাগণে, কৃষ্ণারে সভায় এনে
নিদারুণ বিপদ সৃজিল সাধে সাধে,
তব পুত্র দুরাত্মাগণের অপরাধে

৩১

বহু সাধু সচ্চরিত্র আর্য্যের সন্তান,
নিধন হইবে কারো নাই পরিত্রাণ,
বিবেচনা হয় মোর, হইয়া সংগ্রাম ঘোর
সমুদয় ভারত যাইবে অধঃপাতে!
নির্ব্বীর্য্য হইবে আর্য্যজাতি অবনীতে!

৩২

এখন সদুপদেশ কিবা দিব আর?
আপনার পদে মারি আপনি কুঠার,

চিন্তা কেন বৃথা? আর নাহি কোন প্রতীকার,
পূর্ব্বে সন্ধি করা তব ছিল সুবিহিত
এখন ভাবনা বৃথা কহিনু নিশ্চিত!"

সঞ্জয়ের উক্তি শুনিয়া শ্রবণে
ধৃতরাষ্ট্র ঘোর চিন্তাকুল মনে,
গভীর আশঙ্কা উদ্বেগ বিবশে
বিভ্রান্ত তন্ময়! হৃদয় আকাশে
অনন্ত প্রসর ঘোর ঘন ঘটা,
নিবিড় তিমির জালে বিদ্যুচ্ছটা
চমকে, (জীমূত গরজে গম্ভীরে;)
আবার চমকে, ভীষণ হুঙ্কারে
শত শত বজ্র গর্জ্জে ভয়াবহ!
অতি ঘোরতর পবন প্রবাহ
প্রবাহিত, সৃষ্টি রসাতলেদিতে,
ঘোরতর বৃষ্টি করকাসংঘাতে
বিপর্য্যস্ত চিত্ত-জগৎ! তিমিরে
ইরম্মদ জ্যোতিঃ (আলোকিত ক'রে
ভবিষ্যৎবর্ত্ম) জ্যোতেঃ ক্ষণে ক্ষণে
প্রাজ্ঞ অম্বিকেয় মানস নয়নে—
দেখিলা,—উজ্জ্বল ভবিতব্য পটে,
ভয়ঙ্কর চিত্র! যেন সন্নিকটে
সমর প্রাঙ্গন, মহা ভয়ঙ্কর
সেনাসমন্বিত; সমর তৎপর
রথী, রথ, গজ, অশ্ব, অগণন!
অস্ত্র শস্ত্র শব্দ ঝনন্ ঝনন্!
বীর আস্ফালন হুহুঙ্কার রবে,
রথচক্র শব্দে অশ্ব হ্রেষারবে

পূর্ণ চতুর্দ্দিক ! ভীষণ দর্শন !
কৌরব পাণ্ডবে সংগ্রাম ভীষণ !
মহা ভয়ঙ্কর বেশে বৃকোদর
ঘুরাইয়া মহাগদা ঘোরতর !
বিশ্ব চূর্ণিবারে আসিতেছে ছুটে,
যাহারে পেতেছে সম্মুখে—নিকটে
তাহারেই ঘোর বজ্র গদাঘাতে
করিতেছে চূর্ণ ! মুহূর্ত্ত মধ্যেতে
কুরুসৈন্যগণে নাশি বৃকোদর,
ক্রোধোন্মত্ত চিত্তে হইয়া তৎপর,
দুঃশাসনে যেন ধরি বাহুবলে,
হৃদয় বিদীর্ণ করে অবহেলে,
মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসের বেশে
ঢক্ ঢক্ রক্ত পিয়ে, অনায়াসে
অন্ত্র তন্ত্র গুলা বা'র ক'রে ফেলে
মনের আনন্দে জড়াইছে গলে !
মস্তিষ্ক উপারি মাথে সর্ব্বাঙ্গেতে,
রুধিরের ধারা বহে বদনেতে !
রক্ততৃষ্ণাশান্তি করি বৃকোদর,
দুর্য্যোধনদিকে ছুটে, অতঃপর—
উরুভঙ্গ তার করে গদাঘাতে।
রাজচক্রবর্ত্তী পড়ে অবনীতে !
শত্রু নির্য্যাতক ক্রোধ পরবশে
দুর্য্যোধন মাথে পদ দিয়া শেষে,
দাঁড়াইয়া ভীম, কহিল তখন
"এইত করিনু প্রতিজ্ঞা সাধন !
সূর্য্যসাক্ষী করি কহি পুনর্ব্বার
সফল প্রতিজ্ঞা হইল আমার !

কোথায় দ্রৌপদি ! এস শীঘ্রগতি—
অঞ্জলি পুরিয়া এই লও, সতি,
মহাপাপী দুঃশাসনের রুধিরে
বাঁধ বেণী, বিনোদিনি, সিক্ত ক'রে
আলুয়িত কেশ, বীর বিনোদিনি !
বীরাঙ্গনে ! তুমি বীরেন্দ্র গৃহিণী
বট কিনা বট দেখুক সংসার,
দেখুক কেমন প্রতিজ্ঞা আমার।
বীরেন্দ্রাণি ! তব স্বামী সংসারেতে
বীর বটে কিনা বটে তা চক্ষেতে
দেখে যাও, এই মূঢ় দুর্য্যোধন,
এইযার মাথে দিয়েছি চরণ,
এই নিশাচর পাপী মূঢ়মতি,
আমা সবাকার করিয়া দুর্গতি,
তব অপমান করিয়া সভাতে
দিল নিদারুণ ব্যথা মম চিতে
তার সমুচিত প্রতীকার করি,
তব ঋণ মুক্ত হৈনু, পৃথ্বীশ্বরি !
আর কি করিব ? কর অনুমতি,
তব কোপে পড়ি কৌরব সম্প্রতি—
নিঃশেষে নিপাত হইল, এক্ষণ
এই দেখ চেয়ে সমর প্রাঙ্গন
রুধির-প্লাবিত ! ভীষ্ম, দ্রোণ, আর
শাল্য ভগদত্ত কর্ণ দুরাচার,
শল্য সোমদত্ত শকুনি প্রভৃতি
সংখ্যাতীত যত মান্য নরপতি—
গড়াগড়ি যায়, সমর প্রাঙ্গনে
ভূত প্রেত দৈত্য দানা হৃষ্টমনে,

শবারণ্যে সবে করে বিচরণ
রুধিরের স্রোতে শব অগণন
ভেসে যায়। সংখ্যাতীত গৃধ্রদল
শবভুক ফেরু কুক্কুর সকল
শব লয়ে সবে করে মহোৎসব!
বিকট কণ্ঠেতে করে ঘোররব!
চূর্ণমান রথ, গজ, অশ্বদল
ইতস্তত অস্ত্র বিকীর্ণ সকল
কবচ, মুকুট, কটিবন্ধ, কোষে,
সজ্জিত হইয়া, চিরনিদ্রাবশে
অচেতন যত ক্ষত্রবীরগণ!
বীরেন্দ্রাণি! ইহা তোমারি কারণ,
তোমারি কারণে ঐ দেখ দূরে,
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অচেতনে প'রে
রয়েছে, আমার বজ্র গদাঘাতে
কুরু মহাবংশ গেল অধঃপাতে।
অই দেখ যত বিধবারদল
পতি পুত্র শোকে হইয়া বিহ্বল
কাঁদিছে! দ্রৌপদি! দেখ ভালমতে
অই বিধবারা শোকোন্মত্তচিতে
গড়াগড়ি দেয়! বসন ভূষণ
নাই অঙ্গে, মুক্তকবরীবন্ধন,
ধূলি ধূসরিতা উন্মত্তার প্রায়
মৃতপতি ক্রোড়ে গড়াগড়ি যায়!
বীরেন্দ্রাণি! শুদ্ধ তোমারি কারণে
নির্ব্বীর অবনী হ'ল, এতদিনে
পূরিল কামনা! অহো! অবনীতে
বীর নাই! জ্ঞাতি শত্রু রুধিরেতে

নিবাইয়া ক্রোধবহ্নি ঘোরতর
সুস্থচিত্ত আজ হ'ল বৃকোদর!"
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র মানস পটেতে
হেন নিদারুণচিত্র আচম্বিতে
দেখিলা! ভীমের দারুণ বচন
শুনিলা সুস্পষ্ট! অমনি তখন
সিংহাসন হ'তে প'রে ভূমিতলে
মূর্চ্ছিত! দেখিয়া বিব্রত সকলে,
ধরাধরি করি তুলে ব্যস্তচিতে
কেহ স্নিগ্ধবারি ঢালে মস্তকেতে,
কেহ আস্তে ব্যস্তে করয়ে ব্যজন!
হুলস্থূল পুরী ক্ষুব্ধ সর্ব্বজন!

ভারত সন্তান! শুনিলে বিশেষ?
বুঝিলেকি কিছু এ নিগূঢ় শ্লেষ?
বুঝে থাক যদি হয়ে সাবধান,
উদ্দেশ্য রাখিয়া জাতীয় উত্থান,
বারম্বার মম বাক্য সবিশেষ,
কর আলোচনা, হ'বে গতক্লেশ!
সত্য যদি হও স্বদেশ বৎসল,
সত্য যদি চাও হৃদয়ের বল,
তবে মম বাক্য রেখ যেন মনে,
অবশ্য সফল হ'বে কোনদিনে,
অবশ্য উঠিবে সৌভাগ্য তপন,
উজ্জ্বল করিয়া অদৃষ্ট গগন,
কোনরূপে যেন হ'ওনা হতাশ,
অবশ্য বিমুক্ত হ'বে রাহুগ্রাস।

আর্য্যসঙ্গীত।

আবার চন্দ্রমা উঠিবে অম্বরে,
নাশিয়া নিবিড় দুর্ভাগ্য তিমিরে,
চিরদিন কিছু রবেনা দুর্য্যোগ,
অবশ্য কখনো হইবে সুযোগ,
দিন, মাস, বর্ষ, যুগ, যুগান্তর
অপেক্ষা করিয়া থাক, তারপর
কখনো কি আর হবে না একতা ?
একের ব্যথাতে অপরের ব্যথা
অনুভব কিছু বিচিত্র ত নয় ;
স্বাভাবিক ইহা কহিনু নিশ্চয় !
কাল অনুকুল হইবে যে দিন,
কিছুরি অভাব রবে না সে দিন ;
ভারত সন্তান ! গৃহে যাও ফিরে
উতলা হৈও না, ধৈর্য্য সহকারে
সাধ প্রাণায়াম জাতীয় সদ্ভাব !
স্বজাতির পূজা কর, লাভালাভ
গণনা এখন কর না, সুজন !
সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়া এখন
হও দেখি দৃঢ় চিত্ত, তার পরে
সাহস সঞ্চার হইবে অন্তরে,
ভিতরের বল হইলে, অনা'সে
বাহিরের বল পেতে পার শেষে !
যাও বৎস ! দুঃখ কর না অন্তরে,
সমস্ত প্রকাশি কহিনু তোমারে,
আর্য্যাবর্ত্তে ক্রমে আর্য্যের গৌরব
হইবে, আর্য্যের যশের সৌরভ
পুনঃ পৃথ্বীব্যাপ্ত হইবে, কুমার !
আর্য্যদের গুণে আর্য্যের সংসার

আবার উজ্জ্বল হইবে, তখন
জাতীয় গৌরবে আর্য্যের জীবন
আপনি সবল হইয়া উঠিবে,
আপনি হৃদয়ে উৎসাহ ছুটিবে,
আপনা আপনি ফিরিবে সময়
হইবে হইবে আর্য্য অভ্যুদয়!

ইতি সপ্তদশ সর্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি দ্বারা আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত।